উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,০৫৯.৪২ (-২৭১.১৭)
নিফটি : ২৪,৯৪৫.৪৫ (-৭৪.৩৫)

তথ্য পাচারে গ্রেপ্তার ১১
শুধু ইউটিউবার নন, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থাকে সাহায্যের অভিযোগে ভারতে গ্রেপ্তার হল মোট ১১ জন। এদের থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য টোপ দেওয়া হত টাকা ও খ্যাতির। » ৯

কুমিরের কান্না বলে কটাক্ষ
কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির মন্ত্রী বিজয় শা। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'কুমিরের কান্নায় লাভ নেই, ফল ভুগতে হবে।' » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩০°	৩০°	৩১°
সর্বনিম্ন	২২°	২৩°	২৩°	২২°

রোহিতের জায়গা নিতে দ্বৈরথে লোকেশ, সুদর্শন » ১১

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 20 May 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 2

লগ্নি কত, উত্তর নেই

নামে বাণিজ্য সম্মেলন। কিন্তু আদতে সুনির্দিষ্ট কোনও শিল্প প্রস্তাব এলই না। লগ্নি হল কত টাকার তা নিয়েও সরকার কিছুই জানাল না। আবার দূরদূরান্ত থেকে শিল্পপতিরা অনেক আশা নিয়ে এলেও বলার সুযোগ পেলেন না একবারও।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

- উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘা যাতায়াতের জন্য ৬টি নতুন বিলাসবহুল বাস
- ময়নাগুড়ির কাছে জল্পেশে ৫ কোটি টাকায় স্কাইওয়াক চালু
- মাটিগাড়ায় ১০ একর জমিতে বিশ্বমানের কনভেনশন সেন্টার
- শিলিগুড়ির ওয়েবেল পার্কে ডেটা সেন্টার
- বাগডোগরায় ৪ একর জমিতে হোটেল
- ৮ একর জমিতে লজিস্টিক হাব

বাণিজ্য সম্মেলনে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। ছবি : সূত্রধর

বলতে না পেরে হতাশ বহু শিল্পপতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : কলকাতার পর শিলিগুড়িতেও বিশ্বমানের কনভেনশন সেন্টার হবে। মাটিগাড়ার ১০ একর জমিতে ওই সেন্টার গড়ে উঠলে একসঙ্গে ১৫০০ মানুষের বসার ব্যবস্থা থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, এই কনভেনশন সেন্টার উত্তরবঙ্গের শিল্পবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি সোমবার উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক বিজনেস সামিট করেন শিলিগুড়িতে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার ছাড়া আর কী প্রাপ্তি হল এই সামিটে? একটি ডেটা সেন্টার শিলিগুড়ির ওয়েবেল পার্কে। যেজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর মেয়েদের জন্য একটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যটনের লক্ষ্যে ৫ কোটি টাকা খরচে জল্পেশ শিব মন্দিরে স্কাই ওয়াকেরও উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়া ৮ একর জমিতে হবে লজিস্টিক হাব। আমবাড়ি ফালাকাটা সহ চারটি শিল্পতালুক হবে উত্তরবঙ্গে। তার মধ্যে বাগডোগরায় একটি।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশে চার একর জমিতে একটি হোটেল নির্মাণের প্রস্তাবও পাওয়া গেল। শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া আশ্বাস দেন, 'আমাদের বেশকিছু প্রকল্প রয়েছে। উত্তরবঙ্গে সহ গোটা রাজ্যে আগামী পাঁচ বছরে আমাদের ১৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করার পরিকল্পনা রয়েছে।' কিন্তু বিজনেস সামিটে মোট লগ্নির প্রস্তাব কত? স্পষ্ট নয়। উত্তরবঙ্গে শিল্পের দিশা কী? সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে কোনও ঘোষণা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী শুধু বলেন, 'উত্তরবঙ্গে অনেক কিছু করার আছে।'

আট জেলার শিল্পপতি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, বণিকসভাকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বলার সুযোগ না পেয়ে অনেক ব্যবসায়ী সংগঠন হতাশ। যেমন পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'পর্যটন নিয়ে অনেককিছু বলার ছিল। কিন্তু আমরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাইনি।' একইভাবে আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'ব্যবসায়ী সমিতির কথা, ব্যবসায়ীদের সমস্যা বলার সুযোগ পেলাম না। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারলে হয়তো সমস্যা মিটে যেত।'

অন্যান্য শিল্প সম্মেলনের মতো শিলিগুড়ির বিজনেস মিটে শিল্পপতিদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক, শিল্পের প্রস্তাব আলোচনা করতে দেখা যায়নি। শিল্পপতিদের কেউ কেউ পরে বলেন, সব বিজনেস মিটে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা শিল্পপতিদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL
SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

একই সুর অভিষেকের

চাকরিহারাদের উসকানির তত্ত্ব মমতার মুখে

পথেই কাটছে দিন। বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারারা।

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ মে : বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পিছনে 'নাটের গুরুরা' আছেন বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের পর এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য জানা গেল। শিলিগুড়ি রওনা হওয়ার আগে সোমবার তিনি বলেন, 'কেউ কেউ চাকরিহারাদের উসকানি দিচ্ছেন। মনে রাখবেন, ওই উসকানিদাতারাই আপনাদের চাকরি খেয়েছেন। যাঁদের জন্য চাকরি গিয়েছে, সেই নাটের গুরুরা আজ চাকরিহারাদের স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে গিয়েছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আন্দোলনের বিপক্ষে আমরা কখনও ছিলাম না। ভবিষ্যতেও থাকব না। তবে আন্দোলনের লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত।' এক সুর একই দিনে শোনা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। দিল্লি যাওয়ার পথে বিমানবন্দরের বাইরে তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে সকলের আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আন্দোলন হিংসাত্মক ও উগ্র হওয়া উচিত নয়। তাতে আন্দোলনের অভিমুখ সরে যেতে পারে।'

অভিষেকের ভাষায়, 'এই আন্দোলনকে ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু সব আন্দোলন গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত।' সরকার শিবিরের মন্তব্যের পালটা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি চাকরিহারাদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ওঁদের জানিয়েছি, বিরোধী দলনেতা কোনও রাজনৈতিক দলের নয়। তিনি রাজ্য সরকার এবং সরকারি দলের দ্বারা আক্রান্তদের প্রতিনিধি। চাকরিহারারা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিলে আমরা কথা বলব।'

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে বিধানসভা পরবর্তী অধিবেশনে বিজেপি পরিষদীয় দল প্রবল প্রতিবাদ গড়ে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমরা মানতে বাধ্য। রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এখনও কারও মাইনে বন্ধ হয়নি। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাইনে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঁরা বাচ্চাদের শিক্ষা দিন, সমাজের সেবা করুন।'

একই ঢঙে অভিষেক বলেন, 'আন্দোলন অহিংসার পথে হওয়া উচিত। গান্ধিজি সেই শিক্ষা দিয়েছেন। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে, বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন হয় না। বিচার ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখুন।' শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও বলেন, 'রাজ্য সরকার আপনাদের যোগ্য-অযোগ্য বলেনি। সরকার ভাগাভাগি করতে পারে না।' একটি চিঠি দেখিয়ে ব্রাত্য দাবি করেন, *এরপর দশের পাতায়*

কর বৃদ্ধি নিয়েও কাঠগড়ায় প্রশাসন

পথে পথে তোলাবাজি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : একদিকে পুরসভার কর বৃদ্ধি, অন্যদিকে রাস্তায় পুলিশের তোলাবাজি, জোড়া অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই প্রশাসনকে বিঁধলেন উত্তরবঙ্গের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা। সোমবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ করেন, পুরসভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর বাড়িয়ে দেওয়ায় ব্যবসায়ীদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপছে। বিভিন্ন রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াতে টোল ট্যাক্স, জিএসটি দপ্তরের পাশাপাশি পুলিশ এবং এমভিআইয়ের অত্যাচারে পণ্য পরিবহণের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাচ্ছে।

পরপর অভিযোগ পেয়ে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, 'আমরা কোনও ক্ষেত্রে কর বাড়াইনি।' মুখ্যসচিবের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুরসভাকে কর বাড়ানোর অধিকার কে দিয়েছে? স্থানীয়রা একটু বেশি ক্ষমতাশালী হয়। ওরা নিজেদের বড় ভাবে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দর বেশি।' এটা যাতে আর না হয় সেটা দেখার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিতে বলেন তিনি। পুলিশ যাতে রাস্তায় 'ট্যাক্স' না নেয় সেটা দেখার জন্য দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সোমবার উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে কিছু শিল্পপতি এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। এখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ অভিযোগ করেন, 'কোচবিহার পুরসভা তিন বছরে ট্রেড লাইসেন্স ফি উত্তরবঙ্গের যে কোনও শহরের চেয়ে অনেক বেশি বাড়ানো হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে মমতা মুখ্যসচিবের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটা কেন বাড়ল? আমি তো কর বাড়ানোর কথা বলিনি। আমরা তো জলের করও নিই না। কিন্তু কোচবিহারে এটা কেন হচ্ছে, নিষেধ করো। ওই ফাইল চেয়ে পাঠাও।' ওই ব্যবসায়ী ফের বলেন, 'দিদি, মিউটেশন ফি-ও ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।' মমতা বলেন, 'এটা পুরোপুরি ভুল সিদ্ধান্ত।' মুখ্যসচিবকে তিনি এই বিষয়টিও দেখতে বলেন। না থেমে ব্যবসায়ী সংগঠনের ওই প্রতিনিধি ফের বলেন, 'জঞ্জাল অপসারণের ক্ষেত্রেও কর ৭০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ হাজার টাকা করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

নবরত্ন সভায় কেষ্ট মান সিং না বীরবল

আশিস ঘোষ

যাঁকে বীরের সম্মান দিয়ে বাংলায় হাজির করানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন খোদ দলের সুপ্রিমো, তাঁরই কী অবস্থা! সিংহ মূষিক হয়েছেন। এই তো সেদিনও তার প্রশংসায় নেত্রী ছিলেন পঞ্চমুখ, তাঁর এমন অধোগমন কেন, কে বলতে পারে। প্রকাশ্যে দলের কেউ কারণটা জানাননি, তা নিয়ে কথাও হচ্ছে কম নয়। কেউ বলছে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের নাপসন্দ ছিলেন তিনি, কারও মতে তাঁর দাদাগিরিতে দলেই ছিল তীব্র আপত্তি। তাই বীরের সম্মান নিয়ে ঘোরাফেরাটা আপাতত বন্ধ। তিনি আর একচ্ছত্র নন, ন'জনের একজন।

বুঝতেই পারছেন বলছি কেষ্টর কথা। অনুব্রতই মণ্ডল এই নামেই বেশি পরিচিত। দলনেত্রীও তাঁকে ডাকেন এই নামেই। দু'বছর জেলে ছিলেন তিনি গোরু পাচারের দায়ে। জেলে থাকার সময়ই সভায় সভায় নেত্রী বলতেন তাঁকে বীরের সম্মান দেওয়ার কথা। একসময় দিল্লির জেল থেকে জামিনে বাড়ি ফিরেছেন বটে অনুব্রত, তাঁর সমর্থকরা পুষ্পবৃষ্টিও করেছেন, তিনি আর সমর্থকরা কেঁদেছেন, সবই হয়েছে কিন্তু কোথাও একটা তাল কেটেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তিনি নিজগৃহে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যে মমতা বীরভূমে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক *এরপর দশের পাতায়*

জয় জওয়ান জয় ভারত

সেনার বেশে খুদে। তেরঙা হাতে এগিয়ে চলেছেন বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

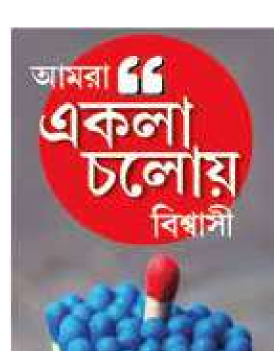

কাল হল মাছ ধরতে যাওয়া

গন্ডারের হানায় মৃত্যু ঠাকুমা-নাতনির

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৯ মে : সোমবার দুপুরে নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন আপেক রাভা (৬০) ও তাবিতা রাভা (২৫)। দিনেদুপুরে গন্ডারের হামলায় মৃত্যু হল ঠাকুমা ও নাতনির। জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের জঙ্গলের বুক চিরে যাওয়া তোর্ষা ও কুলটি নদীর সংযোগস্থলে সেই ঘটনা ঘটেছে। মৃতদের বাড়ি কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালবস্তি গ্রামে।

গন্ডারের হামলায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। নাতনি তাবিতাকে জখম অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আপেকের দেহ উদ্ধার করে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ও তাবিতার দেহ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে কালচিনি থানার পুলিশ।

বুনোর হামলায় মৃত্যু হলেও তাঁদের পরিবার আদৌ সরকারি ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না, সন্দেহ। কারণ বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর তথা জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএফও হরিকৃষ্ণন পি জে বলেছেন, 'ঘটনাটি খুব দুর্ভাগ্যজনক। তবে যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সেজন্য মৃতদের পরিবার সরকারি ক্ষতিপূরণ পাবে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' যদিও ওই গ্রামের বাসিন্দা, অল রাভা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের বাসিন্দা ও কোদালবস্তি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সহ সভাপতি গবেন রাভা বলেন, 'ওই দুই নদীর সংযোগস্থল এলাকাটি জঙ্গল সংলগ্ন হলেও জঙ্গলের বাইরে। তাই আমরা বন দপ্তরের কাছে সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবি জানাব।'

আপেকের বড় ছেলে রাজু রাভার মেয়ে তাবিতা। আপেকের বাড়ি কোদালবস্তির চার্চ লাইনে। আর তাবিতার বিয়ে হয়েছে ওই গ্রামের হোমস্টে লাইনের বাসিন্দা স্বপন রাভার সঙ্গে। স্বপন পুনেতে কাজ করেন। তাবিতার একটি পাঁচ বছরের শিশুকন্যা রয়েছে। আপেকের স্বামী রবিন রাভা কৃষিকাজ করেন। স্ত্রী ও নাতনিকে হারিয়ে তিনি বাকরুদ্ধ।

যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি কোদালবস্তি রেঞ্জের কোদালবস্তি বিটের বিডি-৭ নম্বর কম্পার্টমেন্টে পড়ে। গ্রামের অনেকেই নদীতে স্নান করতে ও মাছ ধরতে ওই এলাকায় যান। এদিন ঠাকুমা ও নাতনি মাছ ধরার বাঁশের তৈরি ঝাকুই খোলাই নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত সেখান থেকে ফেরার সময় দুজনেই গন্ডারের মুখোমুখি হন। ক্রুদ্ধ গন্ডারটি দুজনকেই খড়্গ দিয়ে গুঁতোয়। এতেই দুজনের মৃত্যু হয়।

মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবশ্য এর আগে একাধিকবার বুনোর হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা চানমুনি ওরাওঁ, সুকুরমুনি কাছুয়া ও রেখা বর্মনের হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল গ্রাম সংলগ্ন জলদাপাড়ার জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে। তার আগে উত্তর মেন্দাবাড়ি গ্রামের দুই মহিলারও হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল জঙ্গলের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে।

মর্মান্তিক

- ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধা আপেক রাভার
- নাতনি তাবিতা রাভাকে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি
- বুনোর হামলায় মৃত্যু হলেও ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে সন্দেহ

পরকীয়ার কাছে হার মাতৃস্নেহের

রবিবার রাতে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিয়েছিলেন মা। তারপর ছেলেকে ফেলেই ট্রেনে উঠে সঙ্গীর সঙ্গে চলে গিয়েছেন। একা ও অসহায় সেই নাবালককে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : কথায় বলে, কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়। কিন্তু ডুয়ার্সে পরপর দু'দিনের দুটি ঘটনায় যেন সেই প্রবাদ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। শনিবারই মালবাজারের এক মা সন্তানকে ৯ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর রবিবার রাতে নাবালক সন্তানকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে চলে গেলেন আরেক মা।

পুলিশ সেই নাবালককে উদ্ধার করেছে। আপাতত সে সিডব্লিউসি'র তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রেমিকের টানে ঘর ছাড়ার সময় সন্তানকে ফেলে রেখে গিয়েছেন সেই বধূ। সেই নাবালকও মায়ের সেই সম্পর্কের বিষয়টি জানে।

নিউ আলিপুরদুয়ার জিআরপি'র ওসি ভাস্কর সেন বলেন, 'যখন ওই নাবালককে উদ্ধার করা হয়, সে তখন স্টেশন চত্বর থেকে অনেকটাই দূরে চলে গিয়েছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছে।'

বছর বারোর সেই কিশোর অসমের বাসিন্দা। অসম থেকে তাদের দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। সেইমতো মায়ের সঙ্গে ট্রেনে চড়েছিল পঞ্চম শ্রেণির সেই ছাত্র। তবে মাঝপথে ঘটে যায় অন্য ঘটনা। অসম রাজ্য পার হতেই ছেলেকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামিয়ে রেখে চলে গেলেন মা। প্রথমে মায়ের চলে যাওয়ার বিষয়টি সে বুঝতে পারেনি। খানিক পরে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত রেল ট্র্যাক ধরে সেই ট্রেনের 'পিছু নেয়'। রবিবার মধ্যরাতে নির্জন রেললাইন ধরে সে কয়েকশো মিটার চলে যায়। কালজানি সেতু অতিক্রম করার আগেই অবশ্য স্থানীয়দের নজরে পড়ে যায় সেই কিশোর। জনৈক ব্যক্তি প্রথমে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন জিআরপি অফিসে খবর দেন। সেখান থেকে খবর যায় আলিপুরদুয়ার থানায়। শেষে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে। সোমবার পরিবারের লোকজনকে জানানো হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

ছবি : এআই

Mankind's
HealthOK™
MULTIVITAMIN TABLETS
100% ভেজিটেরিয়ন
Mankind
Serving Life
ক্লান্তিকে করো দূর
থাকো 24-ঘন্টা
এক্টিভ এনার্জী তে ভরপুর
स्वास्थ्य लाभ इंग्रिडिएंट आधारित हैं। यह प्रोडक्ट किसी भी बीमारी का
डायग्नोसिस, इलाज या रोकथाम करने का इरादा नहीं रखता है।
100% ভেজিটেরিয়ন
ন্যাচরল জিনসিং
টরিন পাওয়ার
এনার্জী বজায় রাখতে সাহায্য করে
19 জরুরি ভিটামিন্স ও মিনের‍্যাল্স
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
1 প্রতিদিন খাবারের পর ট্যাবলেট
Mankind's
HealthOK
12 Vitamins 7 Minerals
• Helps Maintain Energy
• For Overall Health
• Helps Build Immunity
Natural Ginseng
Taurine
Zinc
Vitamin D
Vitamin C
10 Tablets
NUTRACEUTICAL FOR MEN
আজই ট্রাই করুন
আপনার নিকটস্থ কেমিস্ট স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
কাঁল করেঁ টোল ফ্রী নংবর: 1800 103 4400
www.mankindhealthok.com

কোপানোর ঘটনায় তদন্ত চলছে

সন্দেহভাজনদের ছবি তুলল পুলিশ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ মে : শামুকতলার সিমেন্ট ব্যবসায়ী পূর্ণিমা পাল এবং তাঁর ছেলে প্রসন্ন পালকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনায় বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল পুলিশ। পুলিশের তরফে তাদের সকলের ছবিও তোলা হল। জখম মহিলা ও তাঁর ছেলে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে ওই ছবিগুলি তাঁদের দেখিয়ে দুষ্কৃতীকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হবে। হামলার রাতে একজন দুষ্কৃতী ওই বাড়িতে ঢুকেছিল। সে প্রথমে পূর্ণিমা এবং পরে তাঁর ছেলের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। পূর্ণিমার বুকে, উরুতে এবং পেটে গুরুতর আঘাত করা হয়েছে। তবে কী কারণে এই হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এবিষয়ে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'সন্দেহজনক কয়েকজনকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। মহিলা ও তাঁর ছেলে সুস্থ হলে

> সন্দেহজনক কয়েকজনকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। মহিলা ও তাঁর ছেলে সুস্থ হলে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে। তাঁদের বয়ান পেলে আমাদের তদন্তে অনেকটা সুবিধা হবে।
>
> **বিশ্বজিৎ দে** *ওসি, শামুকতলা থানা*

জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে। তাঁদের বয়ান পেলে আমাদের তদন্তে অনেকটা সুবিধা হবে।'

এই ঘটনায় পুলিশ কোনও সন্দেহই উড়িয়ে দিচ্ছে না। খুন করার উদ্দেশ্যে হামলা হতে পারে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা। পুলিশের মতে, বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ওই দুষ্কৃতী ঢুকে থাকলে এভাবে আঘাত করার কথা নয়। আবার চুরি করতে আসার পর ওই মহিলা দুষ্কৃতীকে দেখে ফেলার কারণেও আঘাত করা হতে পারে। প্রথমে ওই মহিলার ওপর আঘাত করে তারপর ছেলের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রসন্ন তাঁর মাকে বাঁচাতে গিয়েও হামলার শিকার হতে পারেন। নাকি পূর্ণিমাই দুষ্কৃতীর আসল লক্ষ্য ছিল? তদন্ত ঘিরে এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসছে।

গত শনিবার এনিয়ে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল। যদিও তাতে কোনও সন্দেহভাজনের নাম ছিল না। গত শুক্রবার গভীর রাতে শামুকতলা দুর্গাবাড়ি এলাকায় সিমেন্ট ব্যবসায়ী পূর্ণিমার বাড়িতে ঢুকে দুজনের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটে। এখনও গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলা ও তাঁর ছেলে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মমতাকে জানানো হল না সমস্যা

অভিজিৎ ঘোষ

ক্ষুব্ধ আলিপুরদুয়ারের ব্যবসায়ীরা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : পরিকল্পনা ছিল হাসিমারায় যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা চালু সহ এথেলবাড়ি ও জয়গাঁর শিল্পতালুকে জমি বণ্টনের দাবি, জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোটর ভেহিকল দপ্তর ও পুলিশের মালবাহী গাড়ি আটকানো নিয়ে অভিযোগ ইত্যাদি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হবে। কিন্তু একটা শব্দ বলার সুযোগ পেল না আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্স। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ জেলার শিল্প মহল।

সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে রাজ্য সরকার যে উত্তরবঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েও কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের ব্যবসায়ী মহলের। জেলা থেকে মাত্র একজন ব্যবসায়ীকে বলার সুযোগ দেওয়া হয় সেখানে। ওই ব্যবসায়ী কিছু প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দিলেও সামগ্রিক সমস্যার কথা তিনি বলতে পারেননি বলে বলছেন ব্যবসায়ীরা।

বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ব্যবসায়ী অরিন্দম ঘোষ। সোমবার।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'জেলার একজন ব্যবসায়ীকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন কথা বলেছেন। তবে ব্যবসায়ী সমিতির কথা, জেলার ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা আমরা বলার সুযোগ পেলাম না। মুখ্যমন্ত্রীকে যেগুলো বললে হয়তো সমস্যা মিটে যেত। সুযোগ হাতছাড়া হল।' এব্যাপারে মন্তব্য জানতে জেলা শাসক আর বিমলার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে পারেননি।

এদিনের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আলিপুরদুয়ারের বেশ কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকেও ডাকা হয়েছিল। জেলার ব্যবসায়ীদের তরফে প্রসেনজিৎ দে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবেন বলে পরিকল্পনা ছিল। তবে তিনি যেমন বলার সুযোগ পাননি, তেমনই জেলার অন্য ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকেও সুযোগ দেওয়া হয়নি। জয়গাঁ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামশংকর গুপ্তা বলেন, 'ব্যবসায়ী সমিতির একজনকে বলার সুযোগ দিলেও সব সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীকে বলা যেত। তবে দুঃখের বিষয় সেটা হল না। অন্য জেলার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের বলতে সুযোগ দেওয়া হলেও আমাদের জেলা সেটা পেল না।'

> জেলার একজন ব্যবসায়ীকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন কথা বলেছেন। তবে ব্যবসায়ী সমিতির কথা, জেলার ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা আমরা বলার সুযোগ পেলাম না। মুখ্যমন্ত্রীকে যেগুলো বললে হয়তো সমস্যা মিটে যেত। সুযোগ হাতছাড়া হল।
>
> **প্রসেনজিৎ দে** *সাধারণ সম্পাদক, আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্স*

এদিনের সম্মেলনে যোগ দেওয়া ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সম্মেলনের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, এমনটা ভেবেছিলেন অনেকে। সেটাও হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল সেটাও তাই তাঁরা দিতে পারেননি। ই-মেল মারফত সেই চিঠি পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, জেলার ব্যবসায়ী মহলের অনেকেই এদিনের এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ হলেও একজন ব্যবসায়ীকে যে বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটারও অনেকে প্রশংসা করছেন। এদিন বাণিজ্য সম্মেলনে বলার সুযোগ পান আলিপুরদুয়ারের ব্যবসায়ী অরিন্দম ঘোষ। তিনি বেশ কয়েকটি প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল বক্সা পাহাড়ের জিরো পয়েন্ট থেকে বক্সা ফোর্ট পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়া চালু করা। ঘোড়ায় পর্যটকদের জিরো পয়েন্ট থেকে বক্সার বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বলে বলেন অরিন্দম। এছাড়াও তিনি বক্সা টাইগার রিজার্ভে হাতি সাফারির পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কুনকি কম থাকায় সেটা করা যাচ্ছে না। তবে বিষয়টি তিনি দেখার জন্য বন দপ্তর ও পর্যটন দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

চা সুন্দরীর ঘরে অনীহা ১০০ পরিবারের

জয়গাঁ, ১৯ মে : প্রায় দু'বছর আগে চা সুন্দরীর ঘরের চাবি শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তবু তোর্ষা চা বাগানের অনেক শ্রমিক এখনও তাঁদের পুরোনো ঠিকানা ছেড়ে যেতে নারাজ। চা সুন্দরীর নতুন ঘরগুলি পেয়েও তাঁরা সেখানে পাকাপাকিভাবে বাস করেন না। তাই লোকজন না থাকায় ব্যবহারের অভাবে ঘরগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে উঠছে।

কয়েকটি ঘরে অবশ্য ইতিমধ্যেই শ্রমিকরা বসবাস করতে শুরু করেছেন। আবার কেউ কেউ দিনের বেলা কিছু সময়ের জন্য ঘরগুলিতে গেলেও স্থায়ীভাবে থাকছেন না। মূলত পুরোনো বাসস্থান সংলগ্ন এলাকায় নানা ধরনের সুবিধা ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা থাকার জন্যই চা সুন্দরীর নতুন ঘরগুলিতে শ্রমিকদের একাংশ আসছেন না বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সুজিত মুন্ডা বলেন, 'আমি চা সুন্দরীর কোনও ঘর অন্ধকার থাকতে দেখিনি। তবুও এই সমস্যাটি খতিয়ে দেখব।'

পাকাপাকিভাবে না থাকা শ্রমিক পরিবারের সংখ্যাটা প্রায় ১০০। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একবেলার জন্য আসেন আবার সন্ধ্যা হতেই পুরোনো ঠিকানায় ফিরে যান। এই প্রসঙ্গে শ্রমিকরা জানাচ্ছেন, তাঁদের আগের চা বাগানের কোয়ার্টারগুলিতে সুপারি গাছ রয়েছে। এছাড়া গৃহপালিত পশুদের খামার থাকায় তাঁরা বাগানে কাজ করার বাইরেও আয়ের বিকল্প রাস্তা খুঁজে পান। নতুন ঘরে গেলে সেইসব সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তাই তাঁরা পুরোপুরিভাবে বসবাস শুরু করতে পারছেন না। তোর্ষা চা বাগানে চা সুন্দরীর মোট ৪৭৬টি আবাসন রয়েছে। ম্যানেজার বাংলোর সামনে ২৭৬টি এবং চা বাগানের অপর প্রান্তে আরও ২০০টি আবাসন। সেখানে দুটি করে ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম এবং ছোট একফালি বারান্দা রয়েছে।

যদিও তোর্ষা চা বাগানে চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘরে না থাকার বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকরা আগে কথা বলেছিলেন। জেলা প্রশাসন ও কালচিনি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। তারপর অবশ্য শ্রমিকরা জানিয়েছিলেন যে তাঁরা ঘরগুলিতে বসবাস শুরু করবেন। কিন্তু এখনও তা হয়নি। এবিষয়ে তোর্ষা চা বাগানের শ্রমিক ভারতী নাগেশিয়া বলেন, 'আমাদের পুরোনো

তোর্ষা চা বাগান

বাড়িতে সুপারি বাগান, গোয়াল এইসব আছে। চা সুন্দরীর ঘরগুলির কাছে জায়গা কম। তাই অনেকে আসতে চাইছেন না। কিন্তু অনেকেই দিনের বেলায় যাতায়াত করছেন। আমরা বরাবর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেই অভ্যস্ত।'

পুষ্পা কামি নামে অপর এক শ্রমিকের গলাতেও একই সুর। তাঁর কথায়, 'নতুন ঘরে আসতে গেলে পুরোনো ঘর ছাড়তে হবে। আমাদের পক্ষে পুরোনো ঘর পুরোপুরিভাবে ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। চা বাগানে কাজ করে বেশি টাকা আয় তো হয় না। বিকল্প আয়ের পথ হিসাবে আমাদের পুরোনো জমিতে সুপারি গাছ লাগানো আছে। সুপারি বিক্রি করে আয় হয়। তবে আমরা চা সুন্দরীর ঘর একবারে ফাঁকা রাখি না। আমাদের বাড়ির কোনও না কোনও সদস্য এসে থাকেন।'

ফাঁকা পড়ে রয়েছে চা সুন্দরীর ঘর। তোর্ষা চা বাগানে।

এবার বর্ষাতেও এমনই অবস্থা হতে পারে শামুকতলার। - ফাইল ছবি

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থায় নাজেহাল শামুকতলা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ মে : শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে নিকাশিনালা এবং সেচনালাগুলির সাফাই ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। নিকাশিনালা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বৃষ্টি হলে জল ঠিকমতো নামছে না এলাকা থেকে। অন্যদিকে, অনেক কৃষিজমিতেই জল পৌঁছাচ্ছে না সেচনালা সাফাই না হওয়ায়। সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান।

শামুকতলা বাজারে জল নিষ্কাশনের জন্য নালা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া সেগুলি অনেক পুরোনো এবং চওড়ায় ছোট। ফলে কিছুক্ষণ টানা বৃষ্টি হলেই গোটা এলাকায় জল জমে যায়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, অনেক নিকাশিনালা দখল করে নির্মাণকাজ হয়েছে। ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। বুধবার রাত এবং বৃহস্পতিবার সকালের টানা বৃষ্টিতে শামুকতলা বাজারের অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। একই অবস্থা শামুকতলার অন্যান্য গ্রামগুলিতেও।

শামুকতলা এলাকার ব্যবসায়ী বজরং বুচ্চা বলেন, 'অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে। নিকাশিনালাগুলি আবর্জনায় ভরাট হয়ে আছে। অবিলম্বে সেগুলি পরিষ্কার করা হোক। তাছাড়া আরও নিকাশিনালা নির্মাণের প্রয়োজন।'

টানা বৃষ্টিতে স্থানীয় বাড়িগুলিতেও হাঁটুজল জমে যায়। এবারও সেই সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিকাশি ব্যবস্থা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নামছে বিজেপি। আট দফা সংবলিত দাবিপত্র পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে জমা দিয়েছে তারা। বিজেপি নেতা রিন্টু গুন বলেন, 'আমাদের দাবি, বাজার এলাকা সহ প্রতিটি গ্রামে নিকাশিনালা নির্মাণ করা হোক।'

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজেন মিঞ্জ বলেন, 'শামুকতলা বাজারে হাটশেড নির্মাণ চলছে। তার জন্য জলনিকাশি ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা চলছে। নির্মাণকাজ শেষ হলেই এই সমস্যা থাকবে না। সেচনালাগুলি পরিষ্কার করার কাজও শুরু হবে দ্রুত।'

বনবস্তির বাসিন্দাদের বিক্ষোভ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ মে : কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন বনবস্তি এলাকার অন্তত ১০০ জন বাসিন্দা জমির অধিকার রক্ষার দাবিতে মিছিল বের করলেন। সোমবার কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন চৌপথি থেকে মিছিলটি ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিস পর্যন্ত যায়। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেয় সিটু'র ফরেস্ট মজদুর ইউনিয়ন। সিটু'র জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন বলেন, 'আগামীদিনে বনবস্তিবাসীদের স্বার্থরক্ষা না হলে জেলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।' এদিন কুমারগ্রাম ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপক দাসকে একাধিকবার ফোন করা হলে ফোন ধরেননি তিনি।

জমির অধিকার রক্ষার দাবি

২০০৬ সালের বন অধিকার আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের অক্টোবরে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নোটিফিকেশন জারি করে ৬৯টি বনবস্তিকে রাজস্ব মৌজা হিসেবে ঘোষণা করে। সেসময় বনবস্তির যে সমস্ত বাসিন্দাকে পাট্টা দেওয়া হয়, জমির মালিকানাও তাঁদের নামে নথিভুক্ত হয়।

এদিন সিটু'র কুমারগ্রাম ব্লকের আহ্বায়ক অরুণ পণ্ডিতের অভিযোগ, 'গত পাঁচ বছরে বনবস্তির যে বাসিন্দাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে, জমির মালিক হিসেবে খতিয়ানে তাঁদের নাম নথিভুক্ত না করে বন বিভাগে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বনবস্তির এইসব বাসিন্দা সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে রাভা, মেচ, ওরাওঁ, সাঁওতালি, নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন।'

বনবস্তির ওই বাসিন্দাদের আশঙ্কা, যে কোনও সময়ে ওঁদের ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতে পারে।

বাস না চালিয়ে ৩০ কোটির ক্ষতি নিগমের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : জয়গাঁ, বঙ্গাইগাঁও রুটে বর্তমানে বাস বন্ধ হওয়ায় আলিপুরদুয়ারে ব্যবসায় প্রতি মাসে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এমনই অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। একসময় এনবিএসটিসি'র বাস নিয়মিত চলাচল করত এই রুটে। সম্প্রতি সেসব রুটে বাস বন্ধ হতেই প্রতি মাসে বিপুল অঙ্কের ব্যবসা মার খাচ্ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। ইতিমধ্যে জয়গাঁ রুটে বিকেলের দিকে বাস চালানোর দাবি জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার ব্যবসায়ী সমিতি। জয়গাঁ রুটে বেসরকারি বাসই একমাত্র ভরসা। তবে সন্ধ্যার দিকে তেমন কোনও বাস নেই বললেই চলে। ফলে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।

আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'জয়গাঁ রুটে বিকেলের পর এনবিএসটিসি বাস নেই। ফলে জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরতে সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়াও অসম রুটে বাসের সমস্যা রয়েছে। ফলে জেলাজুড়ে ব্যবসায় প্রায় ৩০ কোটির ক্ষতি হচ্ছে।'

ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, মুদি, কাপড়, স্টেশনারির নানা জিনিসপত্র বিক্রি হত আগে। অসম রুটে বাস বন্ধ হওয়ায় সেই বিক্রি একরকম বন্ধই। জয়গাঁ রুটেও একই অভিযোগ উঠছে। সেই রুটে আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে বাস চালানোর কথা বলা হলেও ঠিক কবে থেকে তা চলবে, কবে কবে সেই বাস চলবে তা এখনও স্পষ্ট জানাতে পারেনি এনবিএসটিসি।

এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, 'জয়গাঁ রুটে বাসের সমস্যার কথা শুনেছি। অবিলম্বে ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে বাস চালানো হবে।' জানা গিয়েছে, জয়গাঁ রুটে বিকেলের দিকে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে নিমতি, কালচিনি, হাসিমারা হয়ে জয়গাঁয় চলাচল করত বাস। বিশেষ করে জয়গাঁ রুটে বিকেলের দিকে সেই বাস হওয়ায় সুবিধে হত ব্যবসায়ী, স্কুল, কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিসকর্মীদের। কয়েকমাস ধরে সেই রুট বন্ধ থাকায়, নিত্যযাত্রীদের অসুবিধে তো হচ্ছেই, তার ওপর আবার ব্যবসাও মার খাচ্ছে। অসমের নানা রুটে এনবিএসটিসি'র বাস নেই। আগে এই পরিষেবা চালু ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে যাত্রী কমে যাওয়ার ফলে সেইসব রুটে লাভের মুখ দেখা যাচ্ছিল না বলে জানায় ঠিকাদার সংস্থা। ফলে বাস বন্ধ হয়ে পড়ে।

জয়গাঁ রুটে বাস চালানোর কথা ঘোষণা করলেও বঙ্গাইগাঁও রুটে বাস চালানোর বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। দুই রুটেই ঠিকাদার সংস্থা পরিষেবা বন্ধ করায় এই সমস্যা বলে এনবিএসটিসি জানায়।

নেপথ্যে কারণ

- অসম ও জয়গাঁ রুটে আগে নিয়মিত বাস চলাচল করত
- সুবিধে হত পড়ুয়া থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সকলের
- ধীরে ধীরে যাত্রী কমতে শুরু করলে ঠিকাদার সংস্থা পরিষেবা বন্ধ করে দেয়
- তবে জয়গাঁ রুটে ফের বাস চালুর কথা জানিয়েছে এনবিএসটিসি
- অসম রুটে এখনও পর্যন্ত পরিষেবা চালুর বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি

প্রতি মুহূর্তে মনে হত, জেলেই খুন হয়ে যাব

উকিল বর্মন

বাংলাদেশের জেলে বসে প্রতি মুহূর্তে মনে হত মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। হয়তো জেলের মধ্যেই খুন হয়ে যাব। জেলে বন্দি থাকা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা রোজ বলত, তোকে মেরে ফেলেনি কেন? অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হত। মনে হত, কোনওদিন আর দেশের মাটিতে ফিরতে পারব না। বাড়ির কথা মনে করে রোজ কাঁদতাম।

১৬ এপ্রিল দুপুরে কাঁটাতারের ওপারে আমি আমার কৃষিজমিতে চাষ করছিলাম। সে সময় বাংলাদেশের ছয়জন দুষ্কৃতী এসে জবরদস্তি আমাকে চ্যাংদোলা করে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। প্রথমে ওরা আমাকে একটা গ্রামে নিয়ে গেল। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল।

এরপর পুলিশ আমাকে বাংলাদেশের হাতিবান্ধা থানায় নিয়ে গেল। থানায় আমাকে সেই রাতটার জন্য রাখা হল। পরদিন সকালে আমাকে সেখান থেকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আমার ঠাঁই হল লালমণিরহাট জেলে।

জেলের ভেতরে বাংলাদেশের প্রচুর দুষ্কৃতী ছিল। ওরা যখন জানতে পারে যে আমি ভারতীয়, তখন থেকেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল। ওরা আমাকে বলত, তোকে মেরে ফেলেনি কেন? তোকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন? তোকে তো মেরে ফেলাই উচিত ছিল? তোদের বিএসএফ কাঁটাতার সীমান্তে আমাদের অনেক বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশকারী বলে গুলি করে মেরে ফেলে। তুইও তো অনুপ্রবেশকারী। তাহলে তোকে না মেরে এখানে নিয়ে এল কেন?

জেলে কয়েকজন বন্দি আমাকে বলেছিল, তুই এখান থেকে আর ভারতে যেতে পারবি না। তোকে এখানেই মরতে হবে। তুই এখানেই মারা যাবি। রোজ এসব কথা শুনতে শুনতে মনে হত, আমিও বোধহয় এই জেলেই মরে যাব।

আমি শুনেছিলাম, অনেক ভারতীয় বাংলাদেশের জেলে মারা গিয়েছে। তাঁরা আর কখনও দেশের মাটিতে ফিরতে পারেননি। কয়েদিদের এসব কথায় আমি ভয়ে সবসময় কুঁকড়ে থাকতাম। কি করব বুঝতে পারতাম না। জেলের মধ্যে রাতে আতঙ্কে ঘুম হত না।

কয়েদিদের এসব হুমকির কথা বেশ কয়েকবার আমি সেখানকার জেলকর্মীদেরও জানিয়েছি। তাঁরা দু'-চারবার ওদের এসব বলতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু ওরা সে কথা গ্রাহ্য করত না। বাড়ি আসতে পারব এটা আমি ভাবিনি। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

অনুলিখন – গৌরহরি দাস

বন্ধুরা একসঙ্গে, কিন্তু অন্য জগতে।। *জলপাইগুড়ি শহরের মাড়োয়ারিপট্টিতে। ছবি : মানসী দেব সরকার*

মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত মেয়েও

শাশুড়ির নাক কাটল জামাই

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৯ মে : কাঁচি দিয়ে শাশুড়ির নাক কাটার অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে। সোমবার বিকেলে রায়গঞ্জ থানার বিরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলইসুরা গ্রামের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জখম শাশুড়ির নাম কল্পনা মালি। তিনি রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওবন এলাকার বাসিন্দা। এদিন কল্পনা জানতে পারেন তাঁর জামাই বিনয় বর্মন মেয়ে সুমিত্রা মালি বর্মনকে বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। মেয়ে-জামাইয়ের ঝগড়া মেটাতে তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন। তখনই ঘটনার সূত্রপাত। তর্কাতর্কি থেকে ঝামেলা হাতাহাতিতে গড়াতেই বিনয় কাঁচি দিয়ে শাশুড়ির নাক কেটে দেয় বলে অভিযোগ। সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় কল্পনা লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর জখম অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। কল্পনার পরিবার বিনয়ের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বিকেলে সেখানে হাসপাতালের নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ অনুতোশ মাইতি দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নাক জোড়া লাগান। বর্তমানে কল্পনা ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। মাকে বাঁচাতে গিয়ে মেয়ে সুমিত্রাও জখম হয়েছেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে এদিন তিনি বলেন, 'বৃষ্টির জন্য আমাদের রান্নাঘরে জল জমে যায়। সেইজন্য সময়মতো স্বামীর জন্য রান্না করতে পারিনি। সেই কারণে বিনয় আমাকে মারধর করতে শুরু করে। আমার মা আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছিল। তখন আমার স্বামী কাঁচি দিয়ে মায়ের নাক কেটে দেয়।' এরপর প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কল্পনা ও সুমিত্রাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। অভিযুক্ত পেশায় রংমিস্ত্রি।

কোচ ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ ভবেন্দ্রর

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৯ মে : পেশায় বন উন্নয়ন নিগমের কর্মী ভবেন্দ্র রাভা (উনি) কোচ ভাষায় প্রথম গীতাঞ্জলি অনুবাদ করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ধূপগুড়ি ব্লকের গোঁসাইহাট বনবস্তির এই বাসিন্দার কাজের প্রশংসা করেছেন ভাষা গবেষক থেকে সাহিত্যচর্চায় যুক্ত বিশিষ্টরা। কুমারগ্রাম ব্লকের পূর্ব শালবাড়িতে রবিবার 'কোচা কৌরৌউ রুঙচু' (কেকেআর) প্রথম বর্ষ সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিল। সেখানে গীতাঞ্জলির অনুবাদ 'সেওচি চায়' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। কোচ-রাভা সমাজে মাতৃভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবক্ষয় রুখতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

ভবেন্দ্র বললেন, 'কেকেআরের সহযোগিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গীতাঞ্জলি মাতৃভাষায় 'সেওচি চায়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইতে ১৫৭টি কবিতা এবং গান কোচ ভাষায় অনুবাদ করেছি। এটা করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।' তাঁর এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক বাবুচরণ রাভা, ভাষা গবেষক এবং সাহিত্যিক সুশীল রাভা, প্রয়াত শিক্ষক ইন্দ্রমোহন রাভা, কোচ ভাষার স্ক্রিপ্ট ফাউন্ডার দঁয়চাঁদ রাভা, শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র রাভা, অধ্যাপক উপেন রাভা এবং আরও অনেকে। কোচ ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে তাঁর সময় লেগেছে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি। স্ত্রী মালতী শৈব্য রাভাকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অনুবাদক।

> আমরা নিজেদের শিকড় ভুলে বাকি সব কিছু নিয়ে মেতে রয়েছি। পরিবেশগত কারণে স্থানীয় ভাষা বেশি ব্যবহার করি। গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি কোচ ভাষার বহু শব্দ ভুলে গিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলো পুনরুদ্ধার করেছি।
>
> **-ভবেন্দ্র রাভা**

তাঁর কথায়, 'গীতাঞ্জলির আগে আমি রবি ঠাকুরের সহজ পাঠ প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ কোচ ভাষায় অনুবাদ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবে সেটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত করতে পারিনি।' অন্যদিকে, নিজের মাতৃভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা কেমন? বললেন, 'আমরা নিজেদের শিকড় ভুলে বাকি সবকিছু নিয়ে মেতে রয়েছি। পরিবেশগত কারণে স্থানীয় ভাষা বেশি ব্যবহার করি। গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি কোচ ভাষার বহু শব্দ ভুলে গিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলো পুনরুদ্ধার করেছি।' তাঁর বিশ্বাস, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাঁরা আগামীতে কোচ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং গবেষণা করবেন, তাঁরা এই বই থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

ভবেন্দ্রর এই কাজের প্রশংসা করেছেন ভাষা গবেষক তথা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দীপককুমার রায়। তিনি বলেন, 'কোচ ভাষায় গীতাঞ্জলির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে বিশ্বকবির অনুভূতি, চিন্তন, মনন ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভবেন্দ্র রাভার অনুবাদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' একই কথা বললেন বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ এবং ভাষা গবেষক ও সাহিত্যিক সুশীল রাভাও।

ধর্ষণমুক্ত ভারতের স্বপ্ন

তুফানগঞ্জ, ১৯ মে : দেশ থেকে ধর্ষণ একদিন চিরতরে বিদায় নেবে। মার্চেন্ট নেভির অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিল চৌহান এই স্বপ্নই দেখেন। আর সেই স্বপ্নকে সফল করতে ৯ এবং ১১ বছর বয়সি দুই মেয়েকে সঙ্গী করে দমন ও দিউ থেকে হেঁটে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেটা ২০২৩ সাল। সোমবার তুফানগঞ্জ শহরের গোডাউন মোড় এলাকায় দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখা গেল। গন্তব্য অসম। ত্রয়ীকে দেখতে এদিন এলাকায় বেশ ভিড় হয়। স্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। এরপর অনিল কিছুদিন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে একটা সময় উন্নততর ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। এই সূত্রেই মেয়েদের নিয়ে পথে নামা। অনলাইনে পড়াশোনা চলছে বলে এক মেয়ে জানাল।

আজ টিভিতে

বাঘা যতীন সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ তুমি এলে তাই, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.০০ শিবাজি, সন্ধে ৭.০০ দুই পৃথিবী, রাত ১০.০০ প্রেমী, ১.০০ হিরো নম্বর ওয়ান
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ রক্তবন্ধন, সন্ধে ৭.৩০ বাঘা যতীন, রাত ১০.০৫ শুধু তোমার জন্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মায়া মমতা, দুপুর ১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৪.৩০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ১০.৩০ স্বার্থপর, ১.০৫ প্যান্থার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাপমুক্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বিকেল ১১.০০ কলঙ্ক, দুপুর ২.০০ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, বিকেল ৪.১৫ আ জেন্টলম্যান, সন্ধে ৬.৩০ এক্সকিউজ মি, রাত ৯.০০ লুটকেস, ১১.১৫ শিদ্দত
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৩ সূর্যবংশী, দুপুর ২.০৯ সিটিমার, বিকেল ৪.৪৩ ভালিমাই, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৭ কমান্ডো-থ্রি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০১ উড়তা পঞ্জাব, ২.২৭ কেদারনাথ, বিকেল ৪.২৬ নাম শবানা, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ বদলা, ১১.০১ তুফান
স্টার মুভিজ এইচডি : দুপুর ১.১৫ দ্য জাঙ্গল বুক, বিকেল ৫.১৫ পিট'স ড্রাগন, সন্ধে ৭.০০ ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, রাত ১১.০০ দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন

দ্য জাঙ্গল বুক দুপুর ১.১৫ স্টার মুভিজ এইচডি

দ্য জোয়া ফ্যাক্টর দুপুর ২.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

চিকেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং চিলি টি তৈরি শেখাবেন মামণি পাল।
রাঁধুনি দুপুর ১.০০ আকাশ আট

REQUIRED STAFF FOR TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR

1. Application are invited for the following vacancies for various post at **TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL**, Shivmandir on contractual basis for a period of 11 (eleven) months with effect from 01 Jul 2025 (date of appointment). Selected Candidates will appear before a selection board on date and time fixed by the board (expected date of interview is after **01 Jun 2025**).

Name of Post	Number of Vacancies	Minimum Qualification	Age Limit	Working Hours
Teachers	06	1. Graduate or above in any discipline with min 50% marks. 2. Diploma in Nursery Teacher edn/Pre school education/Early childhood education pgme (D.E.C.Ed) of min two yrs duration or B.Ed from NCTE recog institution. 3. Basic knowledge of computer applications and operations. 4. Good communication skill in English is mandatory. 5. Experience in conducting activities for Children aged 2-6 yrs in preferred. 6. Creativity, energetic and excellent interpersonal skills.	1. Min 25 Years 2. 55 Years on 01 Apr 2025 for experience holders of atleast 5 years in last 10 years.	08:00 AM to 1330 PM (Monday to Friday)
Clerk	01	1. Commerce Graduate or 10-15 years service as accounts clerk in Defence Services. 2. 5-10 yrs experience as accounts clerk in reputed organization. 3. Basic computer application course of Army/Diploma in computer applications (min one year) 4. Speed-12000 key depression per hour. 5. Knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software. 6. Should not have any disciplinary case against him in the entire service. 7. Computer savvy-MS Office etc. 8. Good communication skill.	Min 35 years	
Ayah	04	1. Preferably 8th pass of experience with young children in a school/day care. 2. Medically fit and police verified. 3. Freshers may also apply.	55 years Below	07:30 AM to 1330 PM (Monday to Saturday)

2. Interested candidates may apply on prescribed application which can be collected from **TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR** (free of cost) during working hours (0830 AM to 1230 PM). Applications duly filled are required to be deposited by 31 May 2025 at **TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR.**
3. Contact No : 2530 (Army), 7702168664 Sep/MT Dollu Ravi.
4. Accommodation/transport will not be provided by the School.

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ এর বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে ই-টেন্ডার নোটিস নং ১১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই - ২০২৫-২৬ টি বাতিল করা হয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender eNIT No.-03/SLK/2025-26 dated 14.05.2025. Details are available at Office Notice Board.
Sd/-
Block Development Officer,
Sitalkuchi Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি হোলসেল ঔষধের দোকানে শিলিগুড়ি লোকাল ছেলে চাই। (M) 9679483349/ 7602342529 (C/116351)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1943/ KCK-IIIP Sl No-01 to 02 Dated-19.05.2025, invited by the B.D.O, Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 02.06.2025 upto 17:30 P.M. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda

শিলিগুড়ি জংশনে রেট্রো ফিটমেন্ট

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৯৪-এসজিইউডি-ওয়াটারলেস-২০২৫, তারিখ : ১৩-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : তিন কেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে ২০টি ওয়াটারলেস ইউরিনালের রেট্রো ফিটমেন্ট। টেন্ডার মূল্য : ১৩,২২,০০০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১১৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলা ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিএমই/ডিজেল/শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাইনেজ বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন

জিইএম বিড নং. : জিইএম/২০২৫/বি/৬২২৯১৭৫; তারিখ : ১৪-০৫-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - ২ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে ০৯টি রেলওয়ে স্টেশনে যথা কাটিহার, পূর্ণিয়া জংশন, ফোর্বসগঞ্জ, জোগবানি, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, দার্জিলিং, ঘুম -এ স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ কমিশনিং বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন। আনুমানিক দর মূল্য : ৩,৩৮,২৫,৮২৪.৫৪/- টাকা; ইএমডির মূল্য : ৩,১৯,২০০/- টাকা; বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০৫-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য দয়া করে সরকারি ই-মার্কেটিং ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Affidavit

I, Smt, Putul Mohanta, W/o Ramesh Chandra Mohanta, R/o Bhotpara, P.O.- Kunderdighi, Dist- Jalpaiguri, Pin-735135 (W.B) declare before Ld, EM Court, Jalpaiguri vide affidavit No. 35AA879274, dated 21/04/25 that 'Smt. Putul Mohanta' and Putul Rani Mohanta is the same and one identical person. (C/116505)

অ্যাফিডেভিট

I Payal Pallavi Ghosh W/o Suvabrota Ghosh residing at Bagdogra,shall henceforth be known as Payal Pallavi Daevid as declared before the Notary Public of Slg. vide off no 04AC 5700521 dated 19.05.25 Payal Pallavi Ghosh and Payal Pallavi Daevid both are same and identical person. (C/116507)

Kind attention to Paver Block Road Contractor

Fund available for investment in Paver block road works with upto 50% partnership. Contact : BGPL 9434054095. (C/116513)

কর্মখালি

Urgent vacancy for security guard in Siliguri. Call : 9382982327/ 9832422178. (C/116349)

•

Require Staff-Welder, Painter, Mechanic, Accountant, Workshop Advisor. (M) 8617842863. (C/116514)

Urgently Requires

TGT/PRT/NTT/WARDEN & NIGHT GUARD Graduate Candidates having atleast 2 years of experiences & good communication skill in English are requested to attend interview with resume & attested copy of all certificates. Salary : As per ICSE norms lodging & fooding facilities Available EXPLORATION ENGLISH MEDIUM SCHOOL, Uttar Pali, Kishanganj, Bihar.
Contact No.: 9229626597, 9006536889, 8084045018, 9973199991

REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES		APPLY TO
Army Public School Located at	Upto class	Application be forwarded to
Bengdubi Military Station Post : Bengdubi Dist : Darjeeling (WB) PIN : 734424	12th	Chairman, Army Public School Bengdubi, E.mail: apsbengdubi@gmail.com

Qualification & Experience : As per CBSE Bye-Laws, however B.Ed is mandatory, IT Literate and SOP for selection of Vice Principal APSs.
Age : Below 50yrs (Ex-servicemen below 58yrs)
Pay & Allowances : Negotiable, along with other perks as per CBSE guidelines.
Selection Process : Through Panel Interview (**Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview).**
Apply on plain paper along with Bio-data, affixed with photograph, mentioning the year/School/ Appointment wise experience, duly supported with experience certificate/testimonials, Email Id, mobile and postal address **by 06 June 2025.**
(No TA/DA is admissible)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: এটিএম-২০২৫-০৬
মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) স্টল-এর জন্য ই-অকশন
এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, স্টেশন : এএ/১, এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৫-২, বারিয়ারপুর, **এএ/২,** এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জেন-৪০-২৫-২, সাবৌর, **এএ/৩,** এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জেন-৩১-২৫-২, রাজমহল, **এএ/৪,** এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জেন-৩৯-২৫-২, মির্জা চেওকি, **এএ/৫,** এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৫-২, ঘোঘা, **এএ/৬,** এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৫-৪, সাহেবগঞ্জ, **এএ/৭,** এটিএম-এমএলডিটি-এসভিআরপি-জেন-৪১-২৪-১, শিবনারায়ণপুর, **এএ/৮,** এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩৩-২৫-২, অভয়পুর, **এএ/৯,** এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জেন-৪২-২৫-২, তিনপাহাড়, **এএ/১০,** এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জেন-৩৮-২৫-২, জঙ্গীপুর রোড, **এএ/১১,** এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জেন-৪৩-২৫-২, পীরপৈঁতি, **এএ/১২,** এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জেন-২৫-২৫-২, বাঁকা, **এএ/১৩,** এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জেন-২৯-২৫-২, মুঙ্গের, **এএ/১৪,** এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জেন-৩৬-২৫-২, গোড্ডা, **এএ/১৫,** এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জেন-৩০-২৫-২, মালদা টাউন, **এএ/১৬,** এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জেন-২৭-২৫-২, ধুলিয়ান গঙ্গা। **অকশন শুরুর তারিখ:** ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-60/2025-26
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংবাদদাতা চাইছে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বানারহাট | ফালাকাটা | ইসলামপুর

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৭ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদ্যার্থীরা পরীক্ষায় সফল হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বোঝায় অশান্তি। **বৃষ** : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। **মিথুন** : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বাড়বে। বস্ত্র, রত্ন, কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান। **কর্কট** : আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ ক্ষতি করতে পারে। সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তি। **সিংহ** : সারাদিন অস্থিরতায় কাটবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা** : ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব। নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। **তুলা** : কোনও কাজে আপনার সাহসিকতা প্রশংসিত হবে। আবেগে অপব্যয় করে সমালোচিত। **বৃশ্চিক** : অকারণে প্রিয়জনের সঙ্গে মানসিক অশান্তি। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। **ধনু** : বিনা কারণে অপমানিত হতে পারেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপোষ করে নেওয়াই ভালো। **মকর** : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সঞ্চয়ের সুযোগ আসবে। **কুম্ভ** : কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলে সমস্যা। ভুল স্বীকার করে নিন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। **মীন** : ভ্রমণে আনন্দ লাভ। ব্যবসায় ঋণ নিতে হতে পারে। চাকরিক্ষেত্রে মানসিক চাপ থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ বৈশাখ, ২০ মে, ২০২৫, ৫ জেঠ, সংবৎ ৮ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। মঙ্গলবার, অষ্টমী রাত্রি ১২।১৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৩।৩৩। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১১।১৯। বালবকরণ দিবা ১২।৫১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।১৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।৩৩ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১২।১৩ গতে পূর্বে। যাত্রা-মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাতি ৮।৫২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।১৯ গতে যাত্রা নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৬ মধ্যে ও ৯।২৪ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৪ গতে ৩।৩৮ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৬ গতে ৯।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্মতি ছাড়া দল ঘোষণা

ইউসুফের নাম প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা মমতা ও অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মে : অপারেশন সিঁদুর ও পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করতে বিশ্বের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে ইউসুফ পাঠানের নাম প্রস্তাব করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তৃণমূল স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ওই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে কেউ যাবে না। তারপরই বিতর্ক চরমে ওঠে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য থেকে শুরু করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলকে দেশবিরোধী বলে আক্রমণ শানায়। এরপরই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকার দলের কাছে কোনও নাম চায়নি। তৃণমূলের তরফে প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা তৃণমূলই ঠিক করবে। সরকার সেটা ঠিক করতে পারে না।

অভিষেক বলেন, 'পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া নিন্দা করি। কিন্তু প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা পার্টির সিদ্ধান্ত। এটা বিজেপি ঠিক করে দিতে পারে না। আমাদের কাছে একটা নাম চাইলে আমরা পাঁচটা নাম দিতাম। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও নামই চাওয়া হয়নি। আমরা এটা বয়কট করছি না। কিন্তু তৃণমূল কাকে পাঠাবে, সেটা দলের সিদ্ধান্ত হতে পারে। দলীয় নেত্রীর সঙ্গে কথা না বলে সরাসরি সাংসদের কাছে ফোন করে তাঁর পাসপোর্ট চাওয়া দলের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। কারণ তিনি তো দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছেন। দলের ঊর্ধ্বে তো সাংসদ নন।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দেশের বিদেশনীতি নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করব। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব। কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা তো দলকে সিদ্ধান্ত নিতে দিতে হবে। আমাদের কেউ যাচ্ছে না, বিষয়টি তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দলকে কিছু জানানোই হয়নি। শুধু সংসদীয় দলকে জানানো হয়েছে। সংসদীয় দলের সিদ্ধান্তে এটা হতে পারে না। সংসদীয় দল সংসদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এটা পার্টিকে জানানো উচিত ছিল।'

"সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব। দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা তো দলকে সিদ্ধান্ত নিতে দিতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"নেত্রীর সঙ্গে কথা না বলে সরাসরি সাংসদের কাছে ফোন করে তাঁর পাসপোর্ট চাওয়া দলের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। দলের ঊর্ধ্বে তো সাংসদ নন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে একত্র হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে বিরোধী দলগুলির সাড়া দেওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি অংশ। দেশের প্রতিনিধিদল যেহেতু দেশের সরকার গড়ে থাকে, তাই এক্ষেত্রে সরকারই প্রতিনিধিদল গঠন করেছে। এর সাথে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। সরকার যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধি করে থাকে।'

জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা-এর নেতৃত্বাধীন দলে তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম ছিল। কিন্তু ইউসুফকে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি দল। মমতার বক্তব্য, 'বিদেশনীতি সম্পূর্ণ কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দলের অন্য কোনও নেতাকে তো আমরা পাঠাতে পারতাম। আমাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।' তবে শুধু তৃণমূল নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) শিবির, কংগ্রেসও। কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা না করেই শশী থারুরের নাম প্রতিনিধিদলে রাখা হয়েছে। শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) শিবিরের প্রিয়াংকা চতুর্বেদীর নামও দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাখা হয়েছে।

এভারেস্ট শীর্ষে পুলিশকর্মী

কলকাতা, ১৯ মে : এভারেস্টের শীর্ষে পা রাখলেন আরেক বাঙালি। সোমবার সকালে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছেন রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। তবে এই সফরে তিনি একা ছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের এই কনস্টেবলের সঙ্গে এভারেস্ট শিখরে পা রাখেন আরও এক ভারতীয় গীতা সামোতা। সঙ্গী হিসাবে ছিলেন তেনজিং শেরপা (গেলবা) এবং লাকপা শেরপাও।

বর্তমানে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এভারেস্ট অভিযানে রওনা দিয়েছিলেন। যাত্রা শুরুর আগে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মনোজ ভার্মা সহ কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। সোমবার এভারেস্ট জয়ের পর লক্ষ্মীকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

বন্ধু চল, বলটা দে... *সোমবার কলকাতা ময়দানে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে চাকরিহারারা

নিত্য জীবনযাপনে সমস্যায় জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৯ মে : বিকাশভবনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মারধর ও নোটিশ পাঠিয়ে ডেকে পাঠানোর অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন একাধিক চাকরিহারা শিক্ষক। সোমবার এই বিষয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়েরের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বুধবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বিকাশভবন চত্বরে আন্দোলন ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জেরে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই অভিযোগে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আবেদনকারীদের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিকাশভবনের সামনে আন্দোলনকারীদের মারধর করা হয়েছে। তাতে অভিযুক্ত শাসকদলের নেতা ও অনুগামীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। আন্দোলনকারীদের নোটিশ পাঠিয়ে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। এরপরই বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এদিকে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয়রা। আবেদনকারীদের অভিযোগ, আন্দোলনের ফলে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেখেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্য জীবনযাপনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিচারপতি সৌমেন সেন মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'এখন অধিকাংশ জনস্বার্থ মামলাই ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক।'

বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিহারাদের। -ফাইল চিত্র

শুভেন্দুর আগে মিছিল তৃণমূলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ মে : পহলগাম কাণ্ড ও তার জেরে পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ধ্বংসে দেশের সেনা জওয়ানদের অভিবাদন জানানোকে ঘিরে রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল তৃণমূল। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য দেশের সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাতে ১৩ মে থেকে দেশজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। ১৬ মে কলকাতায় রাজ্যস্তরে এই মিছিল করার পর, সোমবার জলপাইগুড়িতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বালুরঘাটে রাজ্য সভাপতি তিরঙ্গা যাত্রা করেছেন। দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসারে ২৩ মে-র মধ্যে রাজ্যের সব জেলায় এই যাত্রা শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার রানাঘাট উত্তর বিধানসভার বিননগরে তিরঙ্গা যাত্রা করার কথা শুভেন্দুর। ঠিক আগের দিনই রানাঘাটে একই ইস্যুতে মিছিল করল তৃণমূল। রানাঘাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী রানাঘাট ১ নং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে হবিবপুর এলাকায় মিছিল করেন।

পুঞ্চে সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে নিহত নদিয়া জেলার সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখকে বীর শহিদের সম্মান জানানো হয়। জেলায় বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার ঠিক আগের দিন তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে 'মন্দের ভালো' বলে কটাক্ষ করে চাকদার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, 'এটা মন্দের ভালো। দেরিতে হলেও, বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার ঠেলায় জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নিতে শুরু করেছে তৃণমূল সহ বহু বিরোধীই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তৃণমূলের মিছিলে আজ ভারত মাতার নামে জয়ধ্বনিও দেওয়া হয়েছে।'

পরিচালকদের কাজে বাধা নয়

নির্দেশ আদালতের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ মে : টলিউডে পরিচালকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তাঁদের স্বার্থ রক্ষার দায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের। সোমবার ফেডারেশনের বিরুদ্ধে পরিচালকদের মামলায় এমনটাই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি জানান, কারোর জীবন, জীবিকা, ব্যবসা, পেশাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই।

দীর্ঘদিন ধরে ডিরেক্টরস গিল্ড ও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলায় শুটিংয়ের সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। তবে রাজ্যের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ না করায় এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, শুটিং যাতে কোনওভাবে বন্ধ না হয়, তার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। পরিচালকরা কাজে বাধা পেলে সচিবকে জানাতে পারবেন। ফেডারেশন সহ কোনও সংগঠনই কাজে বাধা দিতে পারবে না। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ জুন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি অনির্বাণ এবং পরমব্রত। সোমবার।-সংবাদচিত্র।

ডিরেক্টরস গিল্ড ও ফেডারেশনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত তৈরি হয়েছে। অহেতুক পরিচালকদের কাজে ফেডারেশনের হস্তক্ষেপের অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। এদিন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা রায় সহ একাধিক পরিচালকের দায়ের করা মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্টভাবে পরিচালকদের কাজে বাধা না দেওয়ার পক্ষে জানান। পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা অবশ্যই রাজ্যের কাছে আমাদের অভাব, অভিযোগ জানাব। আশা করি, অবশ্যই সুরাহা পাব। আদালতের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হবে।' পরিচালক সুদেষ্ণা রায়ের কথায়, 'কলাকুশলীরা সমস্যায় পড়বেন এটা দুঃখজনক। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আমরা কোনও সমস্যায় পড়লে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জানাতে পারব।' আবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কথাটাই আমরা বার বার বলার চেষ্টা করে আসছি। আমাদের কোনও অসুবিধা হলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে জানাতে পারব।'

ব্লক স্তরেও রদবদল আসন্ন, জানালেন অভিষেক

কলকাতা, ১৯ মে : জেলাস্তরে বড় ধরনের রদবদল হয়েছে দু'দিন আগেই। এবার ব্লক ও টাউনস্তরে রদবদলের কথা জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লিতে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে অভিষেক বলেন, 'দলের কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। কাউকে জেলাস্তর থেকে সরিয়ে রাজ্যস্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার অনেকে কাজ করেও আশানুরূপ ফল দিতে পারেননি। এবার আমরা ব্লক ও টাউনস্তরে রদবদল করব। দলে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে।' গত বছর ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশ থেকে রদবদলের কথা জানিয়েছিলেন অভিষেক। তিন মাসের মধ্যে রদবদল হবে বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। গত নভেম্বরেই রদবদলের সুপারিশ দলনেত্রীকে জমা দিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন অভিষেক। তারপর গত শুক্রবার জেলাস্তরের তালিকা প্রকাশ হয়েছে।

উত্তর কলকাতা এবং বীরভূমে কোর কমিটি গঠন করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। জেলফেরত, তৃণমূলের বীরভূম জেলার প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে আর পুরোনো পদে ফিরিয়ে আনা হয়নি। একইভাবে উত্তর কলকাতায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দলের একাংশের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কুণাল ঘোষ একাধিকবার প্রকাশ্যেই সুদীপের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে সুদীপকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে চেয়ারম্যান করে সাত বিধায়ক ও দুই শাখা সংগঠনের নেতাকে নিয়ে ৯ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিন কোর কমিটি গঠন প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই দুই জেলায় যৌথ নেতৃত্বের ওপর দল ভরসা করেছে। বীরভূম জেলা কোর কমিটি রবিবার বৈঠক করে দলীয় কর্মসূচি নিয়েছে। উত্তর কলকাতা কোর কমিটিও খুব শীঘ্রই বৈঠক ডাকবে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। দল যেখানে যাঁকে যোগ্য মনে করেছে, তাঁকে সেই পদে বসানো হয়েছে।'

তবে ব্লক ও টাউন সভাপতি পদে রদবদল যে খুব শীঘ্রই হবে, তা এদিন অভিষেকের কথায় স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'আমরা জেলা কমিটি, বিধায়ক, স্থানীয় নেতাদের সুপারিশ নিয়েছি। সকলের মতামত নিয়েই আমরা ব্লক ও টাউনস্তরে রদবদল করব। দলনেত্রী সম্পূর্ণ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা হয়েছে জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সকলেই আশা করছেন, খুব দ্রুত সব কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু সকলেই নিজের দায়িত্বে রয়েছেন। সব কিছুর জন্য কিছু সময় তো দিতে হবে। তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি সামনের সারিতে এনে প্রচার চালাতে হবে। সেই কাজ এখন থেকেই শুরু করে দেওয়া হবে।'

ভর্তি স্থগিত

কলকাতা, ১৯ মে : ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া আপাতভাবে বন্ধ রাখা হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে ওবিসি সংরক্ষণ মামলার সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। সেই মর্মেই সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি নিয়ন্ত্রক কমিটি বৈঠকে বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপাতভাবে সমস্ত ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

ধৃত তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র।

রক্ষীকে গুলি, গ্রেপ্তার নেতা

কলকাতা, ১৯ মে : প্রয়াত তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে নিজের নিরাপত্তারক্ষীকেই লক্ষ্য করে গুলি চালালেন নদিয়ার তৃণমূল নেতা। সেই অভিযোগেই রবিবার গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল নেতা সেজাজুল হক শাহ মিঠু। তিনি প্রাক্তন মাওবাদী 'স্কোয়াড্রন লিডার' ছিলেন। পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকে ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে।

খুনের চেষ্টা এবং অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে সেজাজুলের বিরুদ্ধে। সোমবার তেহট্ট মহকুমা আদালতে হাজির করানোর পর পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নিয়েছে। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একনলযুক্ত পিস্তল, দুটি সেভেন ও নাইন এমএম পিস্তল, ৮ রাউন্ড কার্তুজ এবং একটি গুলির খোল। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত রবিবার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার স্মরণসভার শেষে সেজাজুল অস্বাভাবিক পরিমাণে মদ্যপান করেন। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী তথা রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল জাহাঙ্গির আলম তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বচসা শুরু করেন সেজাজুল। তখনই একনলযুক্ত দেশি পিস্তল বার করে হঠাৎ নিরাপত্তারক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন তিনি। অবশ্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচেছেন জাহাঙ্গির। সেজাজুলের স্ত্রী তথা নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানোয়ারা শাহ পুলিশকে এই ঘটনার খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ তদন্ত শুরু করে।

সেজাজুল দাবি করেন, 'আমার কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। ঘটনার দিন রাত ৭.২৫ মিনিট নাগাদ বাড়ি ঢোকার পর আর বাইরে বেরোইনি। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।' অবশ্য স্ত্রী মানোয়ারার অভিযোগ, 'বিধায়ক তাপস সাহার মৃত্যুর পর ওঁর মানসিক বিকৃতি হয়েছে। সুস্থ অবস্থায় থাকলে নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে এমন গণ্ডগোল করতেন না। তবে গুলি চালানোর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।'

কুণালের বিরুদ্ধে রুল জারি

কলকাতা, ১৯ মে : বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে কুমন্তব্য ও আইনজীবীদের চেম্বার ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর মামলায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বৃহত্তর বেঞ্চের নির্দেশ, ১৬ জুন কুণাল ঘোষ সহ ৮ জনকে আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে। এদিন কুণাল হাতজোড় করে বিচারপতিদের উদ্দেশে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি বৃহত্তর বেঞ্চ।

আদালতের মন্তব্য, 'আপনাকে তো জেলে পাঠাচ্ছি না। রুলের উত্তর চাইছি।' তাঁর আইনজীবী জানান, ঘটনার সময় কুণাল সেখানে ছিলেন না। তাঁকে উত্তর দেওয়ার সময় দেওয়া হোক। বিশেষ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিযুক্তদের হলফনামা দিয়ে বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি। তাই রুল জারি করা হচ্ছে।' তবে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফে ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে আরও ১৬ জনের জড়িত থাকার তথ্য দেওয়া হয়। আদালত জানায়, পুলিশের রিপোর্ট বিবেচনা করে নতুন করে ১৬ জনের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

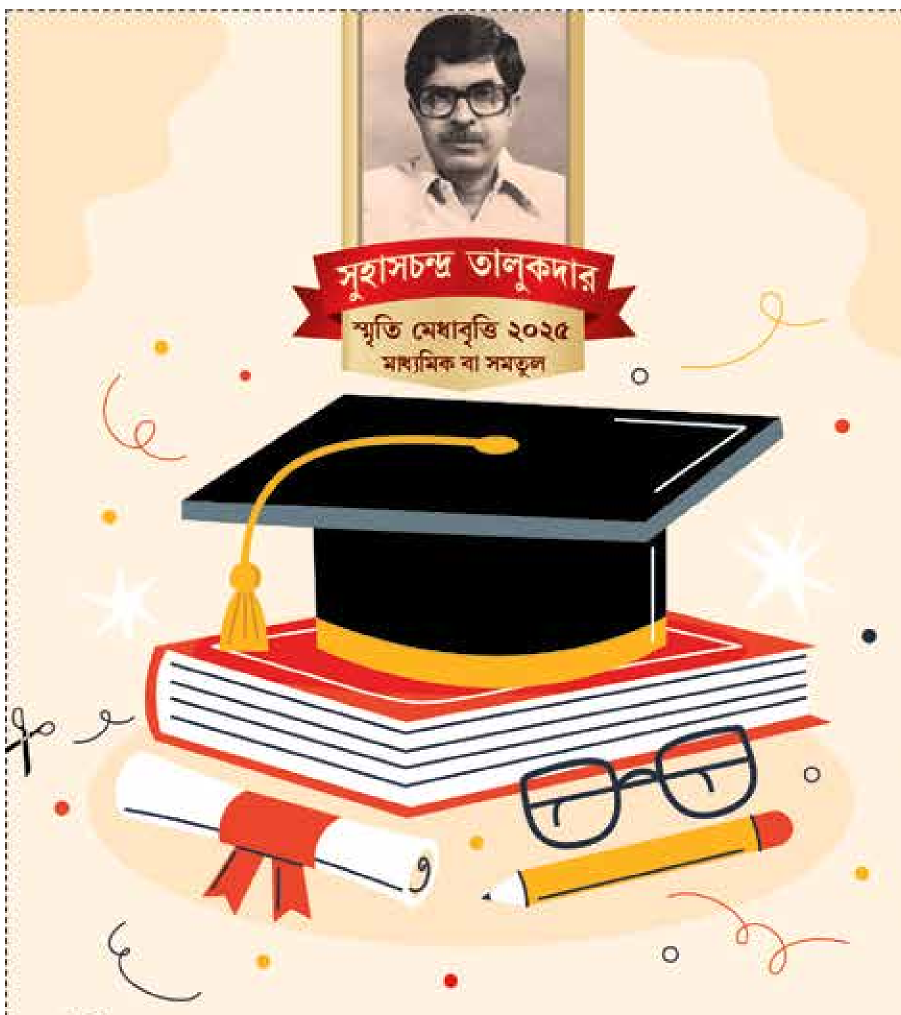

ছাত্র/ছাত্রীর নাম : ....
বাবার নাম : ....
সম্পূর্ণ ঠিকানা : ....
....
যোগাযোগের মোবাইল নং : .... কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী : ....
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর : ..../.......... শতাংশের হিসাব : ....%
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় : ....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : ....
....
....
....
আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

• নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে • শুধুমাত্র ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে • যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে • ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না • প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে • মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না • পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে : ১) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র, ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন ২৮ মে

সিঁদুরে মেঘ দেখছে মধু বাগান

কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যাওয়ার ভাবনা

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৯ মে : রবিবার রাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগান। তবে বাগানের সব শ্রমিক রাতেই সে খবর পাননি। অভ্যাসমতো সোমবার সকালে কাজে যাওয়ার জন্য অনেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আগেই বাগান বন্ধের খবর পেয়ে পিঠের চা পাতা তোলার কাপড়ের থলিটা নামিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন তাঁরা।

এদিন সকালের সঙ্গে ২০১৪ সালের সকালের মিল খুঁজে পাচ্ছেন প্রবীণ শ্রমিকরা। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জুড়া লাইনের বাসিন্দা রান্থি মুন্ডা বললেন, '২০১৪ সালেও এমন এক সকাল দেখেছিলাম। সেদিনও সকালে বাগানের সাইরেন বাজেনি। প্রায় ৮ বছর আমাদের কতটা দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

বাগান বন্ধ থাকাকালীন লোদো লাইনের মাংরি ওরাওঁয়ের মতো অনেকেই ভুটানে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতে চলে গিয়েছিলেন। 'পেট চালানোর জন্য তখন দূরদূরান্তে যেতে হত। এখন আবার হয়তো আমাদের ছুটতে হবে ভুটান বা জয়গাঁয় কাজ খুঁজতে।' বলছিলেন মাংরি। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক সুমতি ওরাওঁয়েরও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। বলছিলেন, 'বাগান বন্ধ থাকায় দীর্ঘদিন ছেলে অমিতকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আবার ওকে ভিনরাজ্যেই যেতে হবে।'

একদিকে যখন ভিনরাজ্যে যাওয়ার কথা ভাবছেন বাগানের শ্রমিকরা, তখনই আবার মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে জমা হচ্ছে অসন্তোষ। শ্রমিকদের গেট মিটিংয়ের জেরে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কথা বলেছে মালিকপক্ষ। আর বুধরাম লাইনের শ্রমিক রিনা লোহারের মতো শ্রমিকরা বলছেন বকেয়া মজুরির কথা। বলছেন, মালিকপক্ষ শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখল। এদিন একাধিকবার ফোন করা হলেও বাগানের মালিক শ্যামসুন্দর গোয়েল ফোন ধরেননি।

শ্রমিক শ্যামলী ওরাওঁ বলেন, 'বাগানের স্থায়ী শ্রমিকদের বকেয়া রয়েছে ৬টি পাক্ষিক মজুরি। আর রিপ্লেসমেন্টে কাজ পাওয়া শ্রমিকদের ১২টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। এই পরিস্থিতিতে দু'বেলা খাবার জোটাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করার উপক্রম হয়েছে।'

এদিন সকালে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের বাগান কমিটির তরফে বাগানের অফিসের সামনে গেট মিটিং করা হয়। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, 'আমরা চাইছি প্রশাসনের তরফে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) কার্যকর করে এই মালিককে পরিবর্তন করা হোক।'

পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কেরকেট্টার দাবি, বাগানের লিজ বাতিল করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁরা। পুলিশের কাছে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আর সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মাহালির কথায়, 'এরকমভাবে বাগান পরিচালনার থেকে বাগান বন্ধ থাকাই ভালো ছিল। তখন অন্তত শ্রমিকরা সরকারি ফাওলই ভাতা পেতেন।'

২০ মে বাগান খোলা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে, জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস।

বন্ধ মধু চা বাগানের গেটে তালা। সোমবার।

দুর্ভোগ

- স্থায়ী শ্রমিকদের বকেয়া রয়েছে ৬টি পাক্ষিক মজুরি
- রিপ্লেসমেন্টে কাজ পাওয়া শ্রমিকদের ১২টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া
- আগামী ২০ মে বাগান খোলা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

"বাগান বন্ধ থাকার সময় পেট চালানোর জন্য দূরদূরান্তে কাজে যেতে হত। এখন আবার হয়তো আমাদের ছুটতে হবে ভুটান বা জয়গাঁয় কাজ খুঁজতে।
–মাংরি ওরাওঁ *শ্রমিক*

২০১৪ সালেও এমন এক সকাল দেখেছিলাম। সেদিনও সকালে বাগানের সাইরেন বাজেনি। প্রায় ৮ বছর আমাদের কতটা দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।
–রান্থি মুন্ডা *শ্রমিক*

প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকরা গবাদিপশু পরীক্ষা করছেন।

পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুতে আতঙ্ক গ্রামে

সিতাই, ১৯ মে : বাড়িতে যেন মড়ক লেগেছে। ১৫ দিনের ব্যবধানে মৃত্যু হয়েছে বাড়ির তিন সদস্যের। এখনও একজন সদস্য জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এক প্রতিবেশীরও চিকিৎসা চলছে। সিতাই-১ ব্লকের ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রামে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরীক্ষানিরীক্ষা করেও মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে পারেনি স্বাস্থ্য দপ্তর। শুধু যে মানুষেরই মৃত্যু হচ্ছে তা নয়, ইতিমধ্যেই ওই বাড়ির তিনটি গোরু ও চারটি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

প্রায় এক মাস আগে ওই গ্রামে জোনাক বর্মনের বাড়িতে একটি খাসির মৃত্যু হয়। পরিবারের পাঁচ সদস্য এবং প্রতিবেশীরা মিলে খাসিটির মাংস খেয়ে নেয়। পরবর্তীতে ওই বাড়ির তিন সদস্যের পরপর মৃত্যু হয় এবং বাড়ির গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। গ্রামের বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, গবাদিপশুর মধ্যে কোনও একটি রোগ ছড়িয়েছে। সেই রোগের ফলেই বাড়ির গবাদিপশুগুলির মৃত্যু হচ্ছে এবং রোগগ্রস্ত খাসির মাংস খাওয়ার ফলেই বাড়ির সদস্যরা আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে তিনবার লোক এসে পশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। যদিও এখনও কোনও নির্দিষ্ট রোগ চিহ্নিত করা যায়নি। এদিকে এলাকাবাসীদের দাবি, প্রশাসন যেন দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে ও পরিবারটির পাশে দাঁড়ায়।

যদিও একই পরিবারের সদস্যরা কীভাবে মারা গিয়েছেন, তা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি স্বাস্থ্য দপ্তর। কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আরি বলেন, 'খবর পাওয়ার পরেই আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলাম। পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষানিরীক্ষার পাশাপাশি প্রতিবেশীদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভাইরাসঘটিত কোনও রোগ বা মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করতে পারিনি। আমরা আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করব। সেই ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পরিবারটি আমাদের নজরদারিতেই আছে।'

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রথমে গত ২২ এপ্রিল মারা যান জয়তী বর্মন। এরপর ২৫ এপ্রিল স্বামী জোনাক বর্মনের মৃত্যু হয়। সর্বশেষ ১৪ মে মারা যান তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ক্ষীরবালা বর্মন। মৃত্যুর সময় তিনজনেরই উপসর্গ ছিল জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। তাঁদের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। পরিবারে বর্তমানে রয়েছেন জোনাকের দুই সন্তান ২৪ বছরের রাখাল বর্মন ও ১৫ বছরের অর্চনা বর্মন।

এই ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক আগে ওই বাড়িতেই জোনাক বর্মন ও তাঁর ভাইয়ের পোষা তিনটি গোরু ও চারটি ছাগল মারা যায়। সোমবার ফের ওই এলাকার জোনাকের প্রতিবেশীর একটি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে, যা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে গ্রামে। স্থানীয় তরুণ কামিনীকান্ত বর্মন বলেন, 'সমস্যা দেখা দিলে আমরা প্রথমে সিতাই ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তারপর দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল ও কোচবিহার নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীনই ওঁরা মারা যান।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

এক বিকেলে।। *মূর্তির গাছবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।*

নিকাশিনালা সংস্কারের দাবিতে মিছিল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৯ মে : এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে আলিপুরদুয়ারে। এই প্রাক বর্ষার বৃষ্টির জলেই ভাসছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট। বাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকার নিকাশিনালাগুলি বেহাল। নালার জল অনেকের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হলেন। এদিন স্থানীয়রা মিছিল করে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে নালা সংস্কারের দাবি জানান।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন বলেন, 'এদিন এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলেন। নিকাশিনালার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের দাবি প্রশাসনের ওপর মহলে পাঠানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সম্ভব হলে কিছু নালা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

শিলবাড়িহাট বাজারে সামান্য বৃষ্টি হলেই নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। এর নেপথ্যে দুটি কারণ। এক, নির্মীয়মাণ মহাসড়ক। দুই, পুরোনো নিকাশিনালাগুলি বছরের পর বছর ধরে সংস্কার বা সাফাই না করা। রাস্তার দু'পাশের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য শিলবাড়িহাটে একটি নীচু জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। এজন্য বাজার চত্বরে জল জমছে। আর সংস্কার না হওয়ায় নিকাশিনালাগুলির জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। বাজারের পাশাপাশি পলাশবাড়ির বিভিন্ন পাড়ায় থাকা নালাগুলির অবস্থাও বেহাল। বৃষ্টি হলে বাজার চত্বরের পাশাপাশি পাড়াতেও নালার জল জমছে। বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টি হলে নিকাশি ব্যবস্থার হাল আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

আসন্ন বর্ষায় কীভাবে ব্যবসা করবেন, তা নিয়ে চিন্তায় অনেক ব্যবসায়ী। শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবার শিলবাড়িহাটে সাপ্তাহিক বাজার হয়। তবে গত সপ্তাহে বুধ ও শনিবার সবজি বাজার, মাছ বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় নালার জল জমে গিয়েছে। কোথাও হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়েছে। কেনাবেচা করতে ভীষণ সমস্যা হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, এদিন মিছিল করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যাবেন এমন পরিকল্পনা তাঁদের আগে থেকে ছিল না। হঠাৎ করেই ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের কেউ কেউ বাজারে জমায়েত হয়ে মিছিলের সিদ্ধান্ত নেন। তারপর মিছিল করে সবাই মিলে চলে যান গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে। সেখানে দ্রুত নিকাশিনালা সাফাই করতে হবে, বাজারে একটি বড় নিকাশিনালা তৈরি করতে হবে বলে দাবি তোলেন সবাই। তারপর কয়েকজন প্রতিনিধি লিখিত দাবিপত্র নিয়ে প্রধানের অফিসে ঢোকেন। বিষয়গুলি নিয়ে প্রধানের সঙ্গে স্থানীয়দের বিস্তারিত আলোচনা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় এলাকাবাসী।

তিনদিনের নাট্য কর্মশালা

বারবিশা, ১৯ মে : সোমবার বারবিশার শিক্ষকপল্লিতে 'থিয়েটার ইনডাকশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক তিনদিনের নাট্য কর্মশালা শুরু হল। 'বারবিশা অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমি' আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিন আলিপুরদুয়ার-২ ও কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের ২০ জন অংশগ্রহণ করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী এবং নাট্যকার দেবাশিস দত্ত। সঙ্গে ছিলেন অ্যাকাডেমির সম্পাদক বরুণকুমার দেব সহ শিক্ষার্থীরা। বরুণের কথায়, 'নাট্যকর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এলাকার যুবসমাজকে নাটকের প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যেই এই বিশেষ উদ্যোগ। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাট্য শিল্পকে বারবিশার মতো প্রত্যন্ত এলাকায় আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন জরুরি। যা নাটকের কলাকুশলীদের অভিনয় দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্বিক প্রযোজনার মান নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তুলবে।'

নাট্য কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে প্রথম দিনই বেজায় খুশি কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলদলির সুরভি সরকার, ধ্রুবজিৎ কর, অর্পিতা রায়, খোয়ারডাঙ্গার ইলিকা রায়, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলার সহদেব দে প্রমুখ। নাট্যকর্মী মৃণাল পণ্ডিতের বক্তব্য, 'বারবিশায় নাট্য প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই বললেই চলে। আমরা অবশ্য নিজেরা নিয়মিত নাটক চর্চা করে চলেছি। কলকাতা থেকে আগত একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক পেয়ে আমার নাটকের অনেক নতুন কলাকৌশল জানতে পেরেছি। অভিনয়ের সময় কীভাবে স্বর নিক্ষেপ করলে কিংবা কীভাবে মঞ্চে হাঁটাচলা করলে দর্শকদের মন জয় করা যাবে সেব্যাপারে বিস্তারিত জেনেছি। আগামী দু'দিনে নাটকের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পারব ভেবে আনন্দ হচ্ছে।'

প্রশিক্ষক দেবাশিস দত্ত বললেন, 'বারবিশার মতো প্রান্তিক জনপদে এধরনের ম্যারাথন নাট্য কর্মশালার আয়োজন ভাবাই যায় না। এই কর্মসূচি ভীষণভাবে সময়োপযোগী। শিক্ষার্থীরা তো বটেই, এই কর্মশালার সুফল উপভোগ করবেন এলাকার নাট্যপ্রেমী, সংস্কৃতিপ্রেমীরাও।'

সোমবার বারবিশার শিক্ষকপল্লিতে আয়োজিত নাট্য কর্মশালায় উৎসাহী শিক্ষার্থীরা।

দু'দিনের বৃষ্টিতেই বাঁধে ফাটল

উদ্বোধনের আগে মাথায় হাত স্থানীয় বাসিন্দাদের

ফালাকাটা ও রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ মে : গ্রামবাসীদের দীর্ঘ ১২ বছরের দাবি মেনে ফালাকাটার ঝাড় বেলতলি এলাকার মুজনাই নদীর পাড়ে বোল্ডারের পাকা বাঁধ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেই বাঁধের উদ্বোধন হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই এলাকাবাসীর মাথায় হাত। মাত্র দু'দিনের বৃষ্টিতেই বাঁধের একাধিক জায়গায় ফাটল ধরা পড়েছে। পাশাপাশি বাঁধের একাংশ বসে গিয়ে নদীতেও তলিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। সেচ দপ্তরের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি,আগে বাঁধ মেরামত করা হোক, তারপর উদ্বোধন হবে।

যদিও সেচ দপ্তর এই অভিযোগ মানতে নারাজ। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশবরঞ্জন রায় বলেন, 'ঝাড় বেলতলির মুজনাই নদীর পাড়বাঁধের কাজ আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। খুব সুন্দর কাজ হয়েছে। যদি সেখানে কোনও সমস্যা থাকে তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলব।'

দেওগাঁও এবং জটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে মুজনাই নদী। এই নদী লাগোয়া দুই এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণ। প্রতি বছর নদীভাঙনে হারিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি। ভিটেও হারিয়েছেন অনেকে। নদীভাঙনের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের। তারপর ঝাড় বেলতলির বাসিন্দাদের বহুদিনের দাবি মেনে মুজনাই নদীর সাড়ে ৪০০ মিটার পাড় বোল্ডার দিয়ে বাঁধানোর কাজ শুরু হয়। প্রায় পাঁচ মাস আগে কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে তা প্রায় শেষের পথে। বোল্ডার এবং তারজালি দিয়ে পাড়বাঁধের কাজ করা হচ্ছে। এলাকায় নদীর উপর দু'জায়গায় কাজ হচ্ছিল। তার মধ্যে বঙ্কিমের ব্রিজ এলাকাতেই সমস্যা বেশি। গত দু'দিনের সামান্য বৃষ্টিতেই বাঁধের একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি শনিবার থেকে বাঁধের একাধিক জায়গা ধসে যাচ্ছে। এমনকি কিছুটা অংশ ভেঙে নদীতেও ভেসে গিয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা সুমন্ত সরকার বলেন, 'কাজ শেষ করার আগেই বাঁধের একাংশ ভেঙে নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, একেবারে নিম্নমানের কাজ হয়েছে। তা না হলে এমন হওয়ার কথা নয়।' আরেক বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মণ্ডলের কথায়, 'বোল্ডারের তিনটি স্তর দিয়ে কাজ হচ্ছিল। এখন নীচের স্তরটি ভেঙে নদীতে তলিয়ে গিয়েছে।'

এলাকার ১৩/৭৭ পার্ট দিয়ে মুজনাই নদী বয়ে গিয়েছে। তার পাশেই কয়েক হাজার বাসিন্দা বসবাস করেন। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্যা তনুশ্রী রায় সোমবার বলেন, 'নদীভাঙনের বিষয়টি বারবার সেচ দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। একটি পাড়বাঁধ তৈরি করা হল। ভাঙনকবলিত অন্য এলাকাগুলিতেও পাড়বাঁধ তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।'

বাঁধের একাংশ ভেঙে পড়েছে নদীতে। ঝাড় বেলতলিতে।

বিভ্রাট

- উত্তরবঙ্গ সফরে ঝাড় বেলতলির এই বাঁধ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী
- সামান্য বৃষ্টিতেই বাঁধের একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছে
- বোল্ডারের তিনটি স্তরের নীচের স্তরটি ভেঙে নদীতে তলিয়ে গিয়েছে
- ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই কাজ করছে সেচ দপ্তর
- স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হয়েছে

টুকরো খবর

ত্রিপল বিলি

পলাশবাড়ি, ১৯ মে : ১২ মে হাতির হানায় ঘর ভেঙে যায় পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্ডাপাড়ার রিন্টু মুন্ডার। জলদাপাড়া বন দপ্তর তখন ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেয়। তবে ভাঙাচোরা ঘরে থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল রিন্টুর। সোমবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রিন্টুকে একটি ত্রিপল দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন বলেন, 'সোমবার ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আরও সহায়তা করা হবে।'

গাড়ি বিকল

ফালাকাটা, ১৯ মে : রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। আর ফালাকাটায় নির্মীয়মাণ মহাসড়কের খানাখন্দে জমছে জল। দিন-দিন রাস্তার গর্তের আকারও বড় হচ্ছে। সোমবার দুপুরে ফালাকাটার সাইনবোর্ড বাসস্ট্যান্ডের পাশেই যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়। যেখানে গাড়িটি খারাপ হয়, সেখানে বড় বড় গর্ত। সেই গর্তগুলি জলে পরিপূর্ণ। পরে ওই গাড়ির যাত্রীরা অন্য গাড়িতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছান। আর কয়েক ঘণ্টা পর গাড়িটি বাইরের গ্যারাজকর্মীরা এসে ঠিক করেন।

দাবি

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৯ মে : সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে হ্যামিল্টনগঞ্জের পাঁচ মোড় থেকে হ্যামিল্টনগঞ্জ রেলস্টেশনের সামনে দিয়ে মনসাতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। রাস্তাটির বটতলা থেকে মনসাতলার কাছে কালভার্ট পর্যন্ত পেভার্স ব্লক দিয়ে নির্মাণের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। বাসিন্দা নন্দদুলাল সাহা বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই এই দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু আমাদের দাবি মানা হচ্ছে না।' দাবি না মানলে রাস্তার কাজ বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

হাতির হামলা

কালচিনি, ১৯ মে : রবিবার গভীর রাতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে একটি হাতি কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে ঢুকে পড়ে। ওই বাগানের ১১/৭৯ পার্টের দেবা লাইনের বাসিন্দা অজয় মুন্ডার বেড়ার ঘর সম্পূর্ণ ভেঙে খাদ্যসামগ্রী সাবাড় করে বলে অভিযোগ। তরুণ পরিবার নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে চিৎকার শুরু করলে হাতিটি জঙ্গলে ফিরে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত তরুণ সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

মেশিন বিলি

কালচিনি, ১৯ মে : চলতি মাসের ৯ তারিখ অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কালচিনির গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের বাসিন্দা লীলা দোরজির বাড়ি। বাড়িতে থাকা সেলাই মেশিনটিও পুড়ে যায়। সেটাই ছিল ওই মহিলার আয়ের একমাত্র পথ। সোমবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে ওই মহিলাকে একটি নতুন সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া হয়।

সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ মে : সোমবার আরএসপির শ্রমিক সংগঠন ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ার বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস, শ্রমিক নেতা কিশোর মিঞ্জ সহ অন্যরা। নির্মল জানান, ৯ জুলাই দেশজুড়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ধর্মঘট হবে।

অকালবর্ষণে মুখে চওড়া হাসি 'ছাতাওয়ালা'দের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৯ মে : বর্ষার আগেই টানা এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টি ভুট্টাচাষিদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। আবার রোজ রোজ বৃষ্টিটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না জনসাধারণের। কিন্তু এই বৃষ্টিতে আবুল হোসেন, সইদর মিয়াঁদের মুখে চওড়া হাসি। আবুলরা সবাই 'ছাতাওয়ালা' অর্থাৎ ছাতা সারাইয়ের কারিগর। বর্ষার কয়েকটা মাসই তাঁদের এই কাজ। বাপ, ঠাকুরদার আমল থেকেই এই পেশায় যুক্ত। তবে বছরের অন্য সময় দিনমজুরি করেন। আর বৃষ্টি যত হবে ততই ছাতার কদর বাড়ে। গ্রামীণ এলাকায় কেউ পুরোনো ছাতা সহজে ফেলে দেন না। এখনও হাটবাজারে পুরোনো ছাতা সারাই করতে নিয়ে যান। সোমবার ফালাকাটার শিশাগোড় বাজারে সেই কাজই করতে দেখা গেল সইদরকে। বৃষ্টির জন্য পুরোনো ছাতা সারাই করতে ভিড় করেন অনেকে।

বৃষ্টির সময় বাড়ির বাইরে বেরোলেই ছাতা যেন সকলের নিত্যসঙ্গী। আবার বৃষ্টি কমলে ছাতা হারিয়ে গিয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা সকলেরই রয়েছে। তবে দিন-দিন ছাতার ব্যবহারও যেন কিছুটা কমছে। এখন গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র বাইকের রমরমা। এজন্য রেইনকোটের ব্যবহার বেড়েছে। তাই বলে যে ছাতার ব্যবহার তলানিতে, তা কিন্তু নয়। এখনও অনেকেই পুরোনো ছাতা ব্যবহার করেন। আর পুরোনো ছাতা ব্যবহার করলে সারাইও করে নিতে হয়। সেই কাজই করেন এক শ্রেণির কারিগর।

ছোটবেলায় ঠাকুরদাকে এই কাজ করতে দেখেছেন সইদর। তাঁর বাবাও একই কাজ করতেন। এভাবেই ১২ বছর বয়সে ছাতা সারাইয়ের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এখন তাঁর বয়স ৫২ ছুঁয়েছে। বাড়ি ফালাকাটার সাইনবোর্ডে। তবে ছাতার কাজ শুধু বর্ষাকালে ৩-৪ মাস হয়। তাই এই পেশা দিয়ে গোটা বছরের সংসার চলে না। এজন্য বছরের বাকি দিনগুলিতে দিনমজুরির কাজ করতে হয়। সইদরের কথায়, 'বাপ, ঠাকুরদার পেশা। তাই ছাড়তে পারিনি। কাজটা ভালো জানি। বৃষ্টির দিনগুলিতে হাট, বাজারে গেলেই কাজ হয়। হাটে একদিন কাজ করলেই ৭০০-৮০০ টাকা রোজগার হয়।'

রাইচেঙ্গায় বাড়ি আরেক কারিগর আবুল হোসেনের। বছর পঁয়তাল্লিশের আবুলও বাবার থেকে এই কাজ শিখেছেন। তাঁর কথায়, 'বছরের অন্য সময় চাষের জমিতে দিনমজুরি করতে হয়। কারণ, ছাতার কাজটা তো কয়েক মাসের। তবে এখন হাট, বাজারের পাশাপাশি গ্রামে গ্রামেও সাইকেলে জিনিসপত্র নিয়ে ঘুরি। তাতেও কাজ হয়। তাই বৃষ্টি হলেই আমাদের ভালো লাগে।' এই কাজ করতে করতে কারিগরদের ডাক নাম হয়ে গিয়েছে 'ছাতাওয়ালা।'

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির আরেক কারিগর আমজাদ হোসেন বলেন, '৩০-৩৫ বছর ধরে এই কাজ করি। তাই পরিচিত অনেকেই আমাদেরকে ছাতাওয়ালা বলেই ডাকেন। সেই ডাক শুনতে মন্দ লাগে না।' এই কারিগরদের ফালাকাটা ব্লকের বাবুরহাট, শিশাগোড়, কালীপুরের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাট, শালকুমারহাট এলাকাতেই দেখা যায়। বৃষ্টি হচ্ছে বলেই এখন তাঁদের কদরও বেড়েছে।

পুরোনো ছাতা সারাইয়ের কাজে ব্যস্ত 'ছাতাওয়ালা।' সোমবার শিশাগোড় বাজারে।

ছোট্ট তারা

৯ বছর বয়সি তানিষ্কা দাস মহাকালধাম এলাকার বাসিন্দা। স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি, নৃত্য ও অঙ্কনে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে।

সাঁতার শেখাত গরমের ছুটি

ছাত্র জীবনে বা সব জীবনেই 'ছুটি' বরাবরই আনন্দের বিষয়। সে অনুভব সর্বজনীন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা না হওয়ার কষ্টটাও করুণ সুরে বাজত মনের ভিতর। তার ওপর স্কুল খুলতেই ওই পরীক্ষার চাপ! গরমে আম পাকত, কাঁঠাল পাকত। আমের বোঁটার আঠায় হাতে, পায়ে ঘা হবার ভয় থাকত। পুরোনো দিনগুলির কথা মনে করে কলম ধরলেন শিক্ষাবিদ ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (আলিপুরদুয়ার)

ডঃ আশানুল করিম

খোলা জানালা

আমাদের শৈশবে গরম এত বেপরোয়া ছিল না। গরমের সময়েই গরম পড়ত। তার এত্ত খামখেয়ালিপনা ছিল না এখনকার মতো। জুন মাসেই মূলত হত স্কুলের গরমের ছুটি। সেই 'ভ্যাকেশন' এগিয়ে আসত না এখনকার মতো। এগিয়ে এসে পূর্ব নির্দিষ্ট ভ্যাকেশনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে সে বিশেষ লম্বাও হত না। সবকিছু ছিল নিয়ম নির্দিষ্ট। তাই সুশৃঙ্খল। প্রকৃতি-পরিবেশও চাইত পড়ুয়ারা পড়ুক। সেইসব দিনে শিক্ষাবর্ষের বিস্তৃতি ছিল জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তখন সার্বিক মূল্যায়ন হত না এখনকার মতো। গোটা শিক্ষাবর্ষে দুটি ছুটি আর দুটি পরীক্ষা ছিল বাঁধাধরা। পরীক্ষার ভ্রূকুটি ছিল আর পুজোর ছুটির পর ছিল বার্ষিক পরীক্ষার রক্তচক্ষু। তখন ষাণ্মাসিকের 'খাতা দেখানো' হত নিয়ম করে। স্যরেদের হাতে গার্ডারে বাঁধা বান্ডিল আর লাল কালির উঁকিঝুঁকি কী যে আকর্ষণের বস্তু ছিল, তা বলে বোঝানো যাবে না। আর বার্ষিকের 'রক্তচক্ষু' বলেছি এই কারণে যে তখন পাশ-ফেল ছিল আর বার্ষিকের পরে বন্ধুবিয়োগের একটা সম্ভাবনা থাকতই। তেমন হলে বড় কষ্ট হত। তখন পড়াশোনা এত হেলাফেলার বিষয় ছিল না আমাদের গাঁ ঘরে। আমাদের ছাত্রবেলায় মনোরঞ্জনের এত আয়োজন যেহেতু ছিল না, কাজেই বানানও শিখতে হত আবার ব্যাকরণও শিখতে হত।

আর, রাস্তায় হঠাৎ মাস্টারমশাই বা দিদিমণিদের সঙ্গে দেখা হলে ঝুপ করে ছাতা বন্ধ করতে হত কড়া রোদেও। তখনও মাস্টারমশাইরা 'স্যর' হয়ে ওঠেননি আমাদের স্বরে। দিদিমণিরাও 'মিস' হয়ে ওঠেননি।

ছাত্র জীবনে বা সব জীবনেই 'ছুটি' আনন্দের বিষয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা না হবার কষ্টটাও করুণ সুরে বাজত মনের ভেতর। তার ওপর স্কুল খুলতেই ওই পরীক্ষার চাপ! গরমে আম পাকত, কাঁঠাল পাকত। আমের বোঁটার আঠায় হাতে, পায়ে ঘা হবার ভয় থাকত। আবার সেইসব ফলের অনির্বচনীয় স্বাদের হাতছানিও থাকত। কাঁঠাল তেমন আকর্ষণীয় ফল ছিল না। তবুও সে পাকতই, তার বয়সের গুণে। নিজে থেকেই কখনও ধপাস হত গাছের নীচে। তখন তা চারপেয়েদের খাদ্য হত। কাঁঠাল গাছে উঠে, তার বোঁটাতে দড়ি লাগিয়ে পাকা কাঁঠাল পাড়ার সাবধানি দৃশ্য মনে পড়ে। সে অবস্থাতেই তারা কখনও গা ছেড়ে দিয়ে দর্শকদের হাসির উদ্রেক করতো বৈকি। তবে আম, কাঁঠালের বাইরে লিচুর মতো বনেদি ফলেরও দেখা মিলত গরমের ছুটিতেই। এর বাইরেও পেঁপে, কলা, তরমুজরাও তাদের অস্তিত্বের জানান দিত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গী হয়ে। আমাদের মতো যাদের কপালে 'সুইমিং পুল' জোটেনি, তাদের সাঁতার শেখার মোক্ষম সময় ছিল এই গরমের ছুটি। আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার মতোই।

গরমের ছুটি একটা অভ্যেসের জন্ম দিত। অন্য একটা রুটিন। যে রুটিনে সকালে স্নান নেই, স্কুল-ভাত নেই, টিফিন পিরিয়ড নেই, স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। তাই একটা 'হোমিওস্ট্যাসিস' বা বলা যেতে পারে 'জাড্য' তৈরি হত শরীরে আর মনে। হোমিওস্ট্যাসিস সব সময় ভেতর থেকে বাধা দেয়। যে কোনও পরিবর্তনের সে পরিপন্থী। তবুও যেতেই হত। এক সপ্তাহের মধ্যে রুটিন দেওয়া হত হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার। দ্রুত উচ্চারণে সে বন্ধুদের মুখে কখন 'হাফি আলী' হয়ে পড়ত। সেই বন্ধুদের কাছে বার্ষিকটা অবশ্য 'অ্যানু আলী' হয়ে যেত। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার রুটিন অনেক সময় গ্রীষ্মাবকাশের আগেই দিয়ে দেওয়া হত সেই ইঙ্গিত দিতে যে, গরমের ছুটিতে বাঁধনহারা উল্লাস করলে চলবে না। পড়তেও হবে। ছুটির পরেই স্কুলের টিনের চালে বর্ষার ব্যান্ড বাজবে, বারান্দায় আসবে জলের ছাট, কাদা রাস্তায় পা টিপে টিপে হেঁটে তোমাকে পরীক্ষার হলে ঢুকতে হবে। সামনে প্রিন্টেড প্রশ্ন, তোমার হাতে খাতা। আমার ছাত্র জীবনে গরমের ছুটির মূল শিক্ষা এগুলোই যে, ভালো সময়ের পরে বা অবকাশের পরে 'টেস্টিং টাইম' আসে আর জীবনে বহুবার জাড্য বা জড়তা ভাঙতে হয়। আর, অবিমিশ্র ভালো সময় বা খারাপ সময় সংসারের রীতি নয়।

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ফালাকাটায় ছাত্রমৃত্যু

সুপারস্পেশালিটিতে ধুন্ধুমার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৯ মে : ভুল চিকিৎসায় এক ছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সোমবার ছাত্রের মৃত্যুর জন্য চিকিৎসককে দায়ী করে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায় পরিবার। একটা সময় গ্রিল খুলে হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করেন উত্তেজিত জনতা। বিক্ষোভ সামলাতে ছুটে আসে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম আলিপ হোসেন (১২)। ফালাকাটা হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। বাড়ি ফালাকাটা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকারী কলোনিতে। ছাত্রের মৃত্যুর পর উত্তেজনা ছড়াতেই পুলিশ জমায়েত হয় হাসপাতালে, ছুটে আসে র‍্যাফ।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'একটি বাচ্চার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। আমরা খবর পেয়েই হাসপাতালে যাই। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।' মৃতের বাবা আজিজ হোসেন বলেন, 'আমি সুস্থ ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। ডাক্তারের কথামতো ভর্তি করাই। কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুল চিকিৎসায় আমার ছেলের মৃত্যু হল। আমি ওই চিকিৎসকের কড়া শাস্তি চাই।'

ফালাকাটা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকারী কলোনির বাসিন্দা আজিজ হোসেন। তাঁর বড় ছেলে আলিপ। সোমবার শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে ছেলেকে নিয়ে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটিতে আসেন আজিজ। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই নাবালককে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তিও করান। চলতে থাকে স্যালাইন। অভিযোগ, দুপুর ২টা নাগাদ তাঁরা দেখেন ছেলের শরীর কালো হয়ে যাচ্ছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই নাকি ছেলেটির মৃত্যু হয়। কিন্তু কীভাবে এই মৃত্যু হল? তা জানতে চান আজিজ। ওই সময় হাসপাতাল থেকে কিছুই জানানো হয়নি। এরপরই সকলে উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

এদিকে সন্ধ্যা হতেই আজিজের আত্মীয় সহ আশপাশের প্রচুর মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসেন। একটা সময় তাঁরা মারাত্মক উত্তেজিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়েই ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। অভিযোগ, তার মধ্যেও উত্তেজিত জনতা হাসপাতালের গ্রিল ঠেলে ভেতরে ঢুকতে চান। ডাক্তারকে বের করে তাঁদের সামনে আনার দাবি তোলেন তাঁরা। এমনকি হাসপাতালের গেটে পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ধস্তাধস্তি হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। পরে বীরপাড়া থেকেও পুলিশ আসে। তার মাঝেই আবার দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। পরে জয়গাঁ থেকে আসেন এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ, আলিপুরদুয়ার থেকে ছুটে আসে র‍্যাফ।

মৃত ছাত্রের সম্পর্কে দাদু নাজির হোসেন বলেন, 'আমার নাতিকে ওর বাবা একেবারে সুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু চিকিৎসক কী করলেন, যে আমার নাতি মারাই গেল। আমরা এর উপযুক্ত তদন্ত চাই।'

উত্তেজিত জনতাকে কিছুটা শান্ত করার পর হাসপাতালের সুপার, এসডিপিও, আইসি ও চিকিৎসকরা মিলে একটি বৈঠক করেন। ঘটনার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কী কারণে ছাত্রের মৃত্যু হল তা তদন্ত করা হবে। গোটা বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'বাচ্চাটির তিনদিনের জ্বর ছিল। আমাদের কাছে আসার পর সব ধরনের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু প্রথমদিকে কিছু পাওয়া না গেলেও ইসিজি করার পর কিছু সমস্যা ধরা পড়ে। দ্রুত আইসিইউ-তে নেওয়ার কথা বলা হয়, তার প্রস্তুতিও চলছিল। এর মধ্যেই প্রাণ হারায় ছেলেটি। গোটা বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' একটি কমিটি গোটা বিষয়টি তদন্ত করবে।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটিতে বিক্ষুব্ধ জনতা।

> একটি বাচ্চার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। আমরা খবর পেয়েই হাসপাতালে যাই। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
>
> – অভিষেক ভট্টাচার্য আইসি ফালাকাটা থানা

গাফিলতির অভিযোগ

- সোমবার ছেলেকে নিয়ে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটিতে আসেন আজিজ
- কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই নাবালককে ভর্তি করার পরামর্শ দেন
- ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তিও করান, চলতে থাকে স্যালাইন
- দুপুর ২টা নাগাদ তাঁরা দেখেন ছেলের শরীর কালো হয়ে যাচ্ছে
- কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির মৃত্যু হয়
- চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি পরিবারের

লড়াইয়ের আরেক নামই জীবন।। সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরের মহাকাল ধামে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

সেমিনার

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : উপভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সোমবার আলিপুরদুয়ার লোহারপুল নিউটাউন লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। 'ভোক্তা সুরক্ষা আইন ২০১৯ ও পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক পরিষেবা প্রদান আইন ২০১৩'-র ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার চন্দন সাহা। আলিপুরদুয়ার কনজিউমার প্রোটেকশন সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৪০ জন সচেতন নাগরিক। বক্তাদের তালিকায় ছিলেন রমেন দে, স্বপন মজুমদার, শ্যামল রায় ও স্থানীয় কাউন্সিলার দীবাকর পাল সহ অন্যরা। সেমিনারে বক্তারা সাধারণ মানুষের ভোক্তা অধিকার, পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ন্যায্য ব্যবসায়িক রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রক্তদান

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি মেটাতে রক্ত দিলেন পুলিশকর্মীরা। সোমবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন একটি বেসরকারি ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আলিপুরদুয়ার থানা। সেখানে ৬০ জন রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে একজন লেডি কনস্টেবলও ছিলেন। সংগৃহীত রক্ত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ অন্যরা। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলা পুলিশ ছাড়াও আলিপুরদুয়ার থানার উদ্যোগে প্রতি বছর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবারও ভালো সাড়া পড়েছে।'

স্মরণ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : আলিপুরদুয়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ইটখোলা বীণাপাণি শিশু নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা বীণাপাণি বিশ্বাসের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সোমবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অভিভাবকদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫০ জনেরও বেশি অভিভাবক-অভিভাবিকা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কল্পনা রায় সকলের হাতে জামাকাপড় তুলে দেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, 'বীণাপাণি শিশু নিকেতন পরিবারের তরফে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ আমাদের কাছে এক আবেগঘন মুহূর্ত।'

আলিপুরদুয়ার পুরসভায় বিজেপির বিক্ষোভ। সোমবার।

দুই বিক্ষোভে স্তব্ধ পুর পরিষেবা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : কোটি টাকার টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় পুরসভায়। সোমবার সকাল থেকে উত্তাল হয়ে উঠল আলিপুরদুয়ার পুরসভা চত্বর। টেন্ডার দুর্নীতির প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলটি সরাসরি চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের পদত্যাগ দাবি করে গর্জে ওঠে। একইদিনে ভ্যানচালক ও সাফাইকর্মীদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে কংগ্রেস স্মারকলিপি জমা দেয়। দু'দিক থেকেই চাপে পড়ে পুর প্রশাসন। প্রায় দেড় ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল পরিষেবা, ফিরে যেতে হয়েছে বহু সাধারণ নাগরিককে। বেলা বাড়তেই পুরসভার দুটি গেট বন্ধ হয়ে যায়। ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ বিজেপির মিছিল এসে হাজির হয় পুরসভায়। মাইক বেজে ওঠে, স্লোগান ওঠে, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে!'

পুরসভার সামনে মোতায়েন ছিল পুলিশবাহিনী। সাধারণ মানুষ যাঁরা আধার সংশোধন, জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বা পুরকর সংক্রান্ত কাজে এসেছিলেন, তাঁরা কার্যত আটকে পড়েন। বঞ্চুকামারি থেকে আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক আপডেট করাতে এসেছিলেন তিথি দত্ত ও তাঁর পরিবার। তবে বাইরে বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় ঝুঁকি না নিয়ে ফিরে যান।

এই কর্মসূচি শুরু হয় বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলের মাধ্যমে। সেখান থেকে বিজেপির নগর মণ্ডল শাখার নেতৃত্বে কর্মীরা পুরসভার দিকে রওনা দেন। পুরসভার সামনে পৌঁছে তাঁরা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ, স্লোগান ও অবস্থান চালিয়ে যান। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস এদিন সরাসরি অভিযোগ তোলেন, 'আলিপুরদুয়ার পুরসভায় একাধিক প্রকল্পে টেন্ডার ডাকা হয়েছে নিয়ম লঙ্ঘন করে। লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে ঘনিষ্ঠদের, কোনও স্বচ্ছতা ছাড়াই। এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত প্রসেনজিৎ কর। আমরা চাই, অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত।'

চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাফাই, 'টেন্ডারের সব কাজ এমইডি'র মাধ্যমে নিয়ম মেনে হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা তাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। তার উত্তর এলে সেটা জনসমক্ষে চলে আসবে। এই নিয়ে আর আলাদা করে কিছু বলছি না। বিজেপি এখন বাজার গরম করতে দু'-চারজন লোক নিয়ে এসে হাঙ্গামা করার চেষ্টা করছে।'

অন্যদিকে, ওই একইদিনে পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এক স্মারকলিপি জমা দেন শ্রমিক ও ভ্যানচালকদের সমস্যার কথা তুলে ধরে। তাঁর অভিযোগ, 'যাঁরা প্রতিদিন শহরের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করেন, তাঁদের নেই কোনও চাকরির নিশ্চয়তা, নেই ন্যূনতম মজুরি। এই চরম বঞ্চনা বন্ধ করতে হবে।' একজন শ্রমিকের কথায়, 'আমরা বর্জ্য তুলি, কিন্তু পুরসভা আমাদের চেনে না। তাদের কাগজে আমাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।'

দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও দুপুর আড়াইটার পর থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে পুরসভা। তবে ততক্ষণে বহু সাধারণ নাগরিক পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যান।

নৌকা-পাম্পসেটের দুরবস্থায় উঠছে প্রশ্ন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : আসছে বর্ষা। কিন্তু আলিপুরদুয়ার পুর এলাকায় বৃষ্টির জল মোকাবিলায় যে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল, তা এখনও অনেকটাই অসম্পূর্ণ। শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জরুরি নৌকা ও পাম্পসেট, সবকিছুতেই অব্যবস্থা ও গাফিলতির ছবি স্পষ্ট। ফলে প্রবল বৃষ্টির আগে থেকেই উদ্বেগ ছড়াচ্ছে নাগরিকদের মধ্যে।

পুরসভার জল জমার প্রধান মোকাবিলা ব্যবস্থা হল পাম্পসেট। কিন্তু বর্তমানে পুরসভার মোট ১৪টি পাম্পসেটের একাধিক পড়ে রয়েছে অযত্নে ও অবহেলায়। যন্ত্রগুলি সংরক্ষণের জন্য যে ঘরটিতে রাখা হয়েছে, তার ছাদের একাংশ ভেঙে পড়েছে বহু আগেই। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ওই ঘরের মধ্যে জল ঢুকে সরাসরি যন্ত্রপাতির উপর পড়ছে।

এই পাম্পসেটগুলোর মাধ্যমে বর্ষার সময় ৮, ১০, ১৫, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড, দ্বীপচর সহ একাধিক অঞ্চলে জমে থাকা জল বাইরে ফেলা হয়। গত বছর এইসব এলাকায় দিনের পর দিন জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। এবারও যদি পরিস্থিতি আগেভাগে নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তবে সেই দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন বাসিন্দারা।

পাম্পসেটের পাশাপাশি বর্ষাকালে আরও একটি জরুরি উপকরণ হল নৌকা ও বোট। শহরের জলমগ্ন এলাকায় যাতায়াত এবং জরুরি উদ্ধারকাজের জন্য এই নৌকা ব্যবহার করা হয়। পুরসভার মালিকানাধীন প্রায় আট থেকে নয়টি নৌকা ও বোট। তবে বর্তমানে একাধিক নৌকা পড়ে আছে শোভাগঞ্জের একটি পুকুরে। পুকুরের ঘন কচুরিপানা ও শ্যাওলায় ঢেকে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বোঝাই যাচ্ছে না সেটি নৌকা।

কড়া নাড়ছে বর্ষা, ঝিমিয়ে প্রস্তুতি

পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, নৌকাগুলি মেরামতির কাজ জুনের শুরুতেই হবে। চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'ধীরে ধীরে আমাদের কাজগুলো শুরু হচ্ছে। জুনের শুরুতেই নৌকা ও বোটগুলি সংস্কার করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাখা হবে।' কিন্তু শহরবাসীর একাংশ মনে করছেন, জুন মাসে বর্ষা পুরোপুরি শুরু হয়ে গেলে তখন সংস্কার শুরু করে আর কাজের কাজ কিছু হবে না।

স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণপদ রায়ের কথায়, 'দ্বীপচর, বিধানপল্লি, সূর্যনগর, প্রমোদনগর এলাকায় বর্ষাকালে জল জমা নিত্যদিনের ঘটনা। নৌকা আর পাম্পসেট না থাকলে লোকজন ঘর থেকে বেরোতে পারে না। আগেভাগে ব্যবস্থা না নিলে বিপদ অনিবার্য।'

চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর অবশ্য দাবি করেছেন, 'সবকিছু ধাপে ধাপে করা হচ্ছে। বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। নৌকা থেকে পাম্পসেট, সবই চালু থাকবে।' তবে গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই নাগরিকদের অনেকেই এই আশ্বাসে ভরসা পাচ্ছেন না।

যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ থেকে জরুরি যান প্রস্তুত রাখা, সব ক্ষেত্রেই ধীর গতি, পরিকল্পনার অভাব এবং দীর্ঘদিনের অবহেলা স্পষ্ট। এই অবস্থায় যদি টানা বৃষ্টি শুরু হয়, তবে শহরবাসীর দুর্ভোগ যে আরও বাড়বে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। শহরের মানুষের এখন একটাই প্রশ্ন, বর্ষার আগে প্রস্তুতি কেন কাগজেই সীমাবদ্ধ? বাস্তবে তা কেন প্রতিবারই বর্ষা এসে পড়ার পর শুরু হয়?

শ্যাওলায় ঢেকে নৌকা। (ডানদিকে) জং ধরেছে পাম্পসেটে। - সংবাদচিত্র

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সংসদীয় রীতির বিপরীত

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত ও সন্ত্রাস বিরোধিতায় নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছে দেশে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘদিন পর এই প্রথম বলা যেতে পারে। সেই সংহতির জোরে কেন্দ্রীয় সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে প্রতিনিধিদল পাঠাবে ঠিক করেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের এই ঐক্যবদ্ধ চেহারাটা তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এই উদ্যোগ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও শানিত করে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ।

গোল বেধেছে ভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্য প্রতিনিধিদল গঠন নিয়ে। যে কায়দায় দল তৈরি করা হয়েছে, তা কর্তৃত্ববাদের প্রকাশ। সেখানে ঐকমত্যের কোনও চেষ্টাই করা হয়নি বলা চলে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আপন খেয়াল ও নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি বাছাই করেছে। কোনও দলের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেনি বা কোনও প্রস্তাব কেউ দিয়ে থাকলেও তা অগ্রাহ্য করেছে।

যেমন কংগ্রেসের দাবি যদি সত্যি হয়, তাহলে স্পষ্ট যে, তাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব চেয়েও দল গঠনের সময় সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে কেন্দ্র। ওই দলে শামিল করার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাবিত চারজন সাংসদের নাম বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ঘোষিত দলে শশী থারুরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা না বলে ইউসুফ পাঠানকে ওই দলে শামিল করেছে কেন্দ্র। শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে।

পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় পাশে দাঁড়িয়েছে বলে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার আর দরকার নেই মনে করাটা শুধু ভুল নয়, যে উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দেশে দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী। প্রতিনিধিদল গঠনেই যদি ঐকমত্য না থাকে, তবে বিদেশে গিয়ে দেশের ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরা কঠিন। তাছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের সঙ্গে সবক্ষেত্রে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও বটে।

দলীয় প্রতিনিধি বাছাইয়ের ভার সংশ্লিষ্ট পক্ষের ওপর ছেড়ে দেওয়া হত সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সাযুজ্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তাছাড়া এতে শাসক শিবিরের সঙ্গে বিরোধীদের বোঝাপড়া, সমন্বয় এবং একতা অনেক বেশি মজবুত হতে পারত। তাছাড়া যে কোনও দলের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্বাচন সেই দলের নেতৃত্বের এক্তিয়ারে থাকা উচিত। সেটা সব দলের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনের মধ্যে পড়ে। অন্যথায় দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক হল, বিরোধীদের পাশে পেয়েও কেন্দ্রীয় সরকার সহমতের ভিত্তিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বাছাইয়ের পথে হাঁটেনি। এই কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ নিয়ে তাই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট যে, বিপক্ষ শিবিরকে দুর্বল করার মতলব কাজ করেছে এমন কর্তৃত্ববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে। একথা সবারই জানা যে তিরুবন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শশীকে বাছাই করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরের সমস্যাকে খুঁচিয়ে দেওয়া হল।

যে কোনও দলে অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকতেই পারে। তা মোকাবিলা করবে সেই দলই। বাইরে থেকে অন্য কেউ তাতে নাক গলাতে যাওয়া মানে পেছনে ভিন্ন অভিসন্ধি আছে। সেই অভিসন্ধি নিয়ে চললে দলগুলির মধ্যে তিক্ততা অবশ্যম্ভাবী। এরকম কোনও বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারই প্রথম করল, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মনোনয়নে বারবার প্রধান বিরোধী দলের সুপারিশ উপেক্ষা করেছে তৃণমূল সরকার।

তৃণমূল জমানায় অতীতে প্রধান বিরোধী দল ছিল কংগ্রেস। তখন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে মানস ভুঁইয়াকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির প্রধান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিজেপি বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম ওই পদে প্রস্তাব করলেও তা মানা হয়নি। বদলে প্রথমে মুকুল রায়, পরে সুমন কাঞ্জিলালকে মনোনীত করা হয়েছে। এসব কোনও পদক্ষেপই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিসম্মত নয়।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে- 'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।' অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ। তাই এই সন্তোষ একটি মহান গুণ বলে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শুধু বিরিয়ানি? শুধু একদিনের পরীক্ষা?

বিরিয়ানির মতো চাইনিজ, বাঙালি, উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণী খাবার তৈরিতেও স্বাস্থ্যকর দিক দেখা হয় না শিলিগুড়িতে।

রম্যাণী গোস্বামী

কলেজের সিক্সথ সিমেস্টারের পড়ুয়াদের ছিমছাম ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীরা হাসিমুখে ডিপার্টমেন্টের টিচারদের হাতে বিরিয়ানির প্যাকেটগুলো তুলে দিচ্ছিল। বেলা চারটে। তাই খিদেটাও পেয়েছিল জব্বর। কিন্তু প্যাকেট খুলে গরম গরম খাবারটা মুখে তোলার আগেই দুম করে পোড়ামুখো মন কু ডাকল – এও 'কমোড বিরিয়ানি' নয়তো!

ভেবেই পেটের ভিতরে অনিচ্ছার গুড়গুড়। গুটিয়ে এল হাত। প্যাকেট দিচ্ছিল যে ছাত্রটি, সে আমার কোঁচকানো ভুরু দেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একগাল হেসে বলল, একদম ফার্স্টক্লাস জায়গা থেকে আনা ম্যাডাম। ভয় পাবেন না।

কথাটা শুনেই ওকে বলতে ইচ্ছে হল, 'ফার্স্টক্লাস জায়গা'? বটে? তুমি নিজে ওদের হেঁশেলে ঢুকে দেখেছ কিনা? তারপরই মনে হল, চারপাশে এই যে এত শয়ে-শয়ে খাবারের দোকান – এগরোল, মোমো, চপ, চাউমিনের ছড়াছড়ি- তার ক'টার হেঁশেলে খোদ আমি ঢুকে দেখেছি? উঁকি দেওয়ার অবকাশ বা সুযোগ কোনওটাই কি রয়েছে? মাত্র কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্রে জনপ্রিয় একটি রেস্টুরেন্টে আচমকা হানা দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আধিকারিকের দল যা দেখলেন, তাতে শোরগোল পড়ে গেল শহরের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। তবে কি এতদিন আমরা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম?

গত পাঁচ বছরে বাঘা যতীন পার্ক, কলেজ পাড়া, হিলকার্ট রোড, এসএফ রোড, সেবক রোড, বিধান মার্কেট, ভিড়ে ঠাসা হংকং মার্কেটের ভিতরে ও বিভিন্ন শপিং মলের বাইরে রাস্তায় গজিয়ে উঠেছে ছোট বড় অসংখ্য রেস্তোরাঁ, ক্যাফে আর স্ট্রিট ফুডের স্টল। তাদের মধ্যে কজনের কাছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত লাইসেন্সটি রয়েছে সেটা কারও জানা নেই। 'ফুড সেফটি' আর 'হাইজিন স্ট্যান্ডার্ড' এই দুটো শব্দকে অবহেলায় উড়িয়ে দিয়ে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সস্তায় ও সুলভে পাওয়া যাচ্ছে জিভে জল আনা রংচঙে সব খাবার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সবজি, মাংস ইত্যাদি কাটা-ধোয়া, বাছাই ও রান্না চলছে। লোভনীয় চিকেন তন্দুরির ওপরে ক্রমাগত উড়ে এসে বসছে মাছি। রাস্তার ধুলোবালির আস্তরণ গিয়ে জমছে চিজ স্যান্ডউইচের গায়ে। হাইড্রেনের ধারে একটামাত্র গামলার জলে চায়ের কাপপ্লেট, খাবারের এঁটো থালা চুবিয়ে রেখে সেগুলো সেখানেই মাজাধোয়া চলছে। কারও কোনও তাপউত্তাপ নেই!

অথচ বাইরে থেকে শহরের কলেজগুলোয় পড়তে আসা মেস করে থাকা এবং লোকাল স্টুডেন্ট উভয়ের ভিড় উপচে পড়ে এইসব দোকানগুলোর গায়েই। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর, টিউশন সেরে ফেরার পথে। কেউ কেউ আবার রাতের জন্য রুটি-তরকা কিংবা এগ চাউমিন অথবা চিকেন বিরিয়ানি প্যাক করে নেয় এখান থেকেই। পকেটে টান। তাই এরাই তো ভরসা। এভাবেই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নিজেদের অজান্তেই তাদের শরীরে ঢুকিয়ে ফেলছে নানা ধরনের ক্ষতিকর রোগজীবাণু।

বিরিয়ানিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম রঙে সিসার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে অনেক আগেই। তাছাড়াও বিরিয়ানি বা ফ্রায়েড রাইসে নির্বিচারে ভেজাল মশলা দেওয়া, মোমো, বার্গার, পিৎজায় দেদার বাসি ময়দা ও বাসি চিকেনের ব্যবহার, স্বাদ বাড়ানোর জন্য চাউমিনে মাত্রাতিরিক্ত আজিনামোটোর প্রয়োগ ডেকে আনছে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার মতো মারাত্মক জিনিসকে। শুধু একদিনের পরীক্ষায় কী হবে? এমন পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া উচিত। সব খাবার নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। শহরের এক কলেজে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিতে গিয়েছি এক্সটারনাল এগজামিনার হিসেবে। একজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসেই প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়ল। বমি, পেটে ব্যথা, সমস্ত শরীরে খিঁচুনি। পরে জানা গেল যা সন্দেহ করেছি তাই। সে কলেজের কাছেই একটি মেস ভাড়া করে থাকে। গতরাতে গলির মোড়ের এক সস্তার দোকান থেকে ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন কিনে খেয়েছিল। সেটা খেয়েই তার এই হাল। তাই বলে ভালো বিক্রেতা কি নেই?

এই তো, পালপাড়া মোড়ের কাছে একজন বৌদি বসেন মোমো-চাউমিন নিয়ে। নির্ভেজাল ঘরোয়া মশলা। পরিষ্কার-পরিপাটি। খুব বেশি বিক্রিও করেন না। দিনের খরচটা উঠে গেলেই, ব্যস। আসলে সমস্যা ঘটায় কিছু ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ এবং কিছু ক্রেতার সঠিক দামের বদলে সস্তার জিনিস কেনার প্রবণতা। অনেক ক্ষেত্রেই কোয়ালিটি ফুড দিতে গেলে তার দামও বাড়বে। ক্রেতা তখন অরাজি হলে চলবে কীভাবে?

আর এ তো গেল অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা সস্তার হোটেলের কথা। কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সধারী দামি রেস্তোরাঁগুলোকেও কি পুরোপুরি ভরসা করা যায়? সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারা যায় শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার জোগান দেওয়া বড় ছোট কেটারিং সংস্থাগুলোকে? হয়তো না। তাহলে অনলাইনে নিজের জন্মদিনের কেক অর্ডার করে তা খেয়ে মৃত্যু ঘটত না কিশোরীর। এক নামী রেস্টুরেন্টে চিকেনের পদ খেয়ে পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে দেখা যেত না কোনও তরুণকে। এমনকি একটি মহার্ঘ এক্সপ্রেস ট্রেনে জার্নি করার সময় সেখানকার খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেন না প্রায় তিরিশজন যাত্রী।

খাবারের পাশাপাশি পানীয়ের কথাতে আসা যাক। গরম বাড়তেই রাস্তায় রাস্তায় শরবত, আখের রস, কাটা ফলের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন দোকানিরা। ঠান্ডা লস্যি, মিল্ক শেক, নানা রঙের মোহিতো ইত্যাদি বিকোচ্ছে দোকানে দোকানে। এইসব ক্ষেত্রে কী ধরনের জল ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই জলের উৎসই বা কী, কেউ জানে না। কাটা ফলে ব্যাকটিরিয়া খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে আর দূষিত জল বহু রোগের কারণ। ঠিক এক বছর আগে মে মাসেই এই শহর অভূতপূর্ব জলসংকটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি পুরসভার জলে দূষণের মাত্রা হয়ে গিয়েছিল লাগামছাড়া। মোদ্দা কথা পানের একেবারেই অযোগ্য। তা না জেনেই পাড়ায় পাড়ায় লোকে সেই জল পান করেছেন লাগাতার। মহানন্দার জলেও অজস্র ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান মিলেছে। তাই সিলড বোতলে যে পানীয় জল শহরের দোকানগুলোয় নিয়মিত হারে বিক্রি হয় তাদের মান সম্পর্কে কিছু সংশয় থেকেই যায়।

কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন এত বাড়াবাড়ির কী আছে? সকলেই তো খাচ্ছে। সবাই তো আর অসুস্থ হয়ে পড়ছে না! তাঁরা লক্ষ্য করে দেখবেন কী হারে পেটের অসুখ, গ্যাস্ট্রিক আলসার ছড়িয়ে পড়েছে জনসমাজে। বেড়েছে টাইপ-টু ডায়াবিটিসের মতো ব্যাধি। তাই এর সমাধানসূত্র খোঁজা দরকার। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়মিত হস্তক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজন শহরের সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতাও। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তেলমশলা, রং দিয়ে খাবারকে চটকদার বানিয়ে তুললে সেই খাবার কিনতে অস্বীকার করুন। অপরিচ্ছন্নভাবে খাবার পরিবেশন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরত দিন।

শিলিগুড়ির ফুড ব্লগাররাও সোচ্চার হোন প্রতিবাদে। ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে ওঠা খাবারের দোকানগুলো ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড না মেনে চললে তাদের কাছ থেকে চড়া ফাইন নেওয়া অন্যতম উপায় যা স্বাস্থ্য দপ্তর চালু করতেই পারে। এভাবে একের পর এক অভিযান চালিয়ে গেলে আশা করা যায় সমস্যাগুলো অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। রেস্তোরাঁর পানীয় জলের ফিল্টারগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় কি না সেটা দেখা দরকার। একইসঙ্গে খাবারের দোকানে বসবার জায়গার পাশাপাশি ওয়াশরুমগুলোর হাইজিনও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে শুধু শিলিগুড়িতে নয়, অনেক জায়গাতেই বিষয়টি ভয়ংকরভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

ক'দিন আগেই রাতের বাসে কলকাতা থেকে ফিরছি। রাতে একটিই স্টপ কৃষ্ণনগরে। নেক্সট স্টপ ভোরে ডালখোলায় রমরমিয়ে চলা একটি ধাবায়। সেখানে লেডিজ ওয়াশরুমের অবস্থা দেখে আমি স্তম্ভিত! অথচ দিনের পর দিন এভাবেই চলছে।

সাধারণ নাগরিক হিসেবে নিজের গ্রিভান্সেস যথাযথ জায়গায় জানিয়ে তারপর গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। অধ্যাপক ও সাহিত্যিক)

আজ

১৯৩২

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল।

১৯২৩

আজকের দিনে জন্মেছিলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম।

আলোচিত

আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমরা মানতে বাধ্য। কিন্তু কারও মাইনে বন্ধ হয়নি। গ্রুপ-সি, ডি কর্মীদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে। অথচ আন্দোলনে শিক্ষকদের থেকে বহিরাগত বেশি। যারা উসকানি দিচ্ছে, তারাই ওদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। নাটের গুরুরা স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে গেলে মুশকিল।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

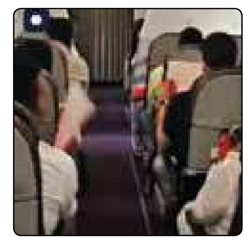

দিল্লি থেকে পাটনাগামী এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে যাত্রীরা কয়েক ঘণ্টা ভিতরেই আটকে থাকলেন। এই সময়ে ভিতরে এসি না চলায় তাঁদের ভোগান্তির একশেষ হয়। আরজেডি'র মুখপাত্র ঋষি মিশ্রের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডের পরই ভাইরাল।

ভাইরাল/২

এমনিতে তিনি খুব একটা জনসমক্ষে আসেন না। সেই অভিনেতা অভয় দেওলকে গুরুগ্রামের একটি নাইট ক্লাবে ডিজে'র ভূমিকায় দেখে সবাই স্তম্ভিত। সেই দৃশ্য মোবাইলবন্দি হয়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়নি। ফ্যানরা আপ্লুত।

জনমন জনমত

বাদ পড়েছে পুলিশের ভালো খবর

পুলিশের অপকর্ম যথার্থভাবে বিভিন্ন পত্রিকার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতে তুলে ধরা হচ্ছে। হওয়াও উচিত। বিশেষ করে পুলিশের ভালো কাজের বিষয়গুলি পত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশিত হলে সৎ পুলিশকর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উৎসাহ পাবেন। কিন্তু এমনই একটি ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদের ৪৬তম জন্মদিনে উপেক্ষিত হওয়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছি।

রবিবার রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরের জাতীয় সড়কে ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহা বিষপান করা এক টোটোচালককে অন্যের স্কুটিতে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছান। সেই স্কুটিটি ছিল পানিকৌরি অঞ্চলের প্রধান পাপিয়া সরকারের। তিনি ওই স্কুটি করে বাড়ি ফেরার সময় ট্রাফিক ওসি স্কুটি থামিয়ে ওই টোটোচালককে নিয়ে রাজগঞ্জ মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রাফিক ওসির এই মানবিকতায় সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। অথচ সংবাদটি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হল না, যা খুবই দুঃখজনক।

অয়ন দাস
মালিপাড়া, রাজগঞ্জ।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের জন্য গর্ববোধ করি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের ৪৬তম জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। খবরে ঠাসা এই পত্রিকা বরবারই আত্মার আত্মীয়। দেশ-বিদেশ তো বটেই, এত প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবরও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়, যা অন্য কাগজে বিরল।

একাধিক পাতায় আকর্ষণীয় ছবি থেকে রংদার রোববারে উঠতি লেখকদের অভিনব লেখা সত্যিই নজর কাড়ে। সেইসঙ্গে শিশু কিশোর আসর পাতাটি নতুন করে শুরু করায় আরও ভালো লাগছে। বড়দের পাশাপাশি ছোটদেরও এভাবে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে একমাত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদই পারে। এছাড়া খেলার পাতা তো অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। সম্প্রতি চালু হওয়া মধ্যবিত্তের ঘরকন্না বিভাগটি মহিলাদের ভালো থাকার রসদ জোগায়। তবে এই বিভাগ সহ খোলা জানালার মতো বিভাগ নিয়মিত প্রকাশিত হলে বেশ ভালো হয়। সবমিলিয়ে এই পত্রিকার আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

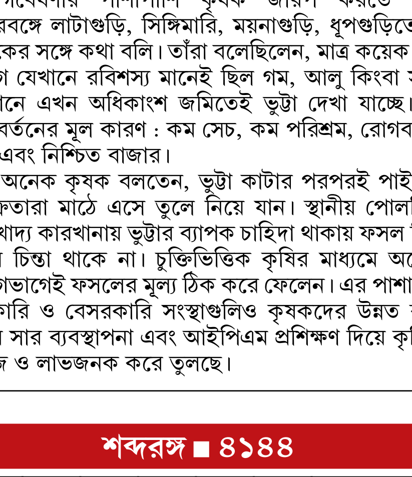

শ্রাবণী মিত্র, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরে কৃষি বিপ্লব ভুট্টার হাত ধরে

কলম্বোয় আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলনে আলোচনায় আসে উত্তরবঙ্গের ভুট্টাকে কেন্দ্র করে কৃষি আন্দোলনের নয়া দিগন্ত।

ময়ুখ ভট্টাচার্য্য

এক নীরব বিপ্লব যেন। মাঠপর্যায়ে কাজ করা কর্মী হিসেবে উত্তরবঙ্গের ভুট্টা চাষের অভূতপূর্ব উত্থান দেখেছি খুব কাছ থেকে। গবেষণাকালে, 'ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট অন বেবি কর্ন' নিয়ে কাজের সময়, পশ্চিমবঙ্গের নতুন পলিযুক্ত এলাকার মাটি ও জলবায়ুর সঙ্গে ভুট্টা তথা বেবি কর্নের ফলন ও গুণমানের সম্পর্কে খোঁজখবর করি। সেই গবেষণায় আমরা দেখতে পাই, পরিমিত জৈব ও অজৈব পুষ্টির সুষম প্রয়োগে বেবি কর্নের ফলনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গবেষণার পাশাপাশি কৃষক জরিপ করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে লাটাগুড়ি, সিঙ্গিমারি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়িতে বহু কৃষকের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা বলেছিলেন, মাত্র কয়েক বছর আগে যেখানে রবিশস্য মানেই ছিল গম, আলু কিংবা সর্ষে- সেখানে এখন অধিকাংশ জমিতেই ভুট্টা দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূল কারণ : কম সেচ, কম পরিশ্রম, রোগবালাই কম এবং নিশ্চিত বাজার।

অনেক কৃষক বলতেন, ভুট্টা কাটার পরপরই পাইকারি বিক্রেতারা মাঠে এসে তুলে নিয়ে যান। স্থানীয় পোলট্রি ও পশুখাদ্য কারখানায় ভুট্টার ব্যাপক চাহিদা থাকায় ফসল বিক্রি নিয়ে চিন্তা থাকে না। চুক্তিভিত্তিক কৃষির মাধ্যমে অনেকে আগেভাগেই ফসলের মূল্য ঠিক করে ফেলেন। এর পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিও কৃষকদের উন্নত বীজ, সুষম সার ব্যবস্থাপনা এবং আইপিএম প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষিকে সহজ ও লাভজনক করে তুলছে।

নতুন কৃষি গণনার (২০২১-২২) তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ভুট্টা চাষের আওতাভুক্ত জমির ৬৫ হাজার হেক্টরেরও বেশি, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গে (বিশেষত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ও কোচবিহার) প্রায় ৪০% জমিতে ভুট্টা চাষ হয়। রাজ্যে ভুট্টা উৎপাদন ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তরবঙ্গ থেকে। পাঁচ বছরে ভুট্টার গড় ফলন ৪.৫ টন/হেক্টর থেকে বেড়ে ৫.৮ টন/হেক্টর হয়েছে, যা আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, উন্নতজাত এবং পুষ্টি ব্যবস্থাপনার সুফলের প্রতিফলন। রাজ্যের প্রায় ৭৫% ভুট্টা পোলট্রি ও পশুখাদ্য শিল্পে ব্যবহৃত, যার বাজারমূল্য বছরে ৮০০ কোটি টাকারও বেশি। ভুট্টা এখন শুধু খাদ্য নয় বরং কৃষি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।

২০২৩ সালে যখন মালয়েশিয়ায় লিংকন ইউনিভার্সিটি কলেজে শিক্ষকতা করছিলাম, সেই সময়ে ক্যামেরন হাইল্যান্ডস অঞ্চলে কৃষি গবেষণা ভ্রমণে অংশ নিই। আশ্চর্যজনকভাবে, এই উচ্চভূমির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সমতল তরাই অঞ্চলের (বিশেষত ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির) জলবায়ু ও চাষ পদ্ধতির অনেক মিল। সেখানে যেমন সুইট কর্ন চাষ উচ্চ দামে বিক্রি ও পর্যটন ভিত্তিক কৃষিতে গুরুত্ব পাচ্ছে, উত্তরবঙ্গেও বেবি কর্ন বাণিজ্যিক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলছে।

এই গবেষণা ও মাঠ পর্যবেক্ষণের সারাংশ নিয়েই শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় জাতীয় উদ্ভিদনির্ভর ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে শ্রীলঙ্কা সরকারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে আমার দায়িত্ব ভুট্টা চাষে কৃষক-ভিত্তিক সাফল্য তুলে ধরা। কীভাবে একটি অঞ্চলের মাটি, মানুষ ও বাজার একত্রে একটি ফসলকে আন্দোলনে পরিণত করতে পারে, সেটা দেখানো।

ভুট্টা এখন শুধু একটি ফসল নয় বরং উত্তরবঙ্গের কৃষির পুনর্জাগরণ। সরকারের উচিত গতি বজায় রাখতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, সংরক্ষণ সুবিধা ও সরাসরি বাজার সংযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তবেই এই ভুট্টা বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হবে।

(লেখক কৃষি গবেষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। সক্রন্দন হইচই ৩। জড়ত্ব, আড়ষ্টতা, আচ্ছন্নভাব, ঘোর ৫। দুর্জয়, সাহস, ভয়ের সম্পূর্ণ অভাব ৬। প্রাচীন ভারতের প্রচলিত অব্দবিশেষ ৭। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদী, বাংলাদেশের নদীবিশেষ, যমের বোন ৯। মন্দ বা অসৎ পরামর্শ, কুপরামর্শ ১২। স্নেহ, মায়া, অসক্তি, আপন বলে ভাবা ১৩। অন্যকর্ম, অন্যকাজ।

উপর-নীচ : ১। অতি লোভাতুর প্রত্যাশা, দীর্ঘ প্রত্যাশা, অনুশোচনা ২। উদাসীন, আসক্তিহীন, বিষণ্ণ উন্মনা ৩। নাচগান ইত্যাদির আসর বা বৈঠক ৪। ভেলা ৫। বছর, সাল, মেঘ বা পর্বত ৭। কীর্তি, খ্যাতি ৮। অন্য নাম, পার্থক্য কেবল নামেই ৯। শেষ, মৃত্যুকালীন ১০। কন্যা, নন্দিনী ১১। গর্ব, অহংকার।

সমাধান ■ ৪১৪৩

পাশাপাশি : ১। প্রলাপ ৪। রেজকি ৫। জুন ৭। হদিশ ৮। নিত্যকাল ৯। দস্তাবেজ ১১। মরজি ১৩। জতু ১৪। পলকা ১৫। ইয়ার।

উপর-নীচ : ১। প্রসহ ২। পরেশ ৩। বিকিকিনি ৬। নওল ৯। দরাজ ১০। জনপদ ১১। মকাই ১২। জিগির।

বিন্দুবিসর্গ

পাক, মার্কিন তত্ত্বে আপত্তি ভারতের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : পহলগামে ২২ এপ্রিলের জঙ্গি হামলার জবাবে ভারতের 'সাহসী ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া' হল অপারেশন সিঁদুর। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার জবাবি হামলার সঙ্গে আমেরিকার কোনও সম্পর্ক নেই। পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে নিখুঁত হামলা চালিয়ে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা এবং ইসলামাবাদের ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন আক্রমণ ব্যর্থ করে দেওয়া, সবটাই ছিল ভারতের নিজস্ব সামরিক কৌশলের অঙ্গ। সোমবার সন্ধ্যায় বিদেশনীতি সংক্রান্ত সংসদের স্থায়ী কমিটিকে একথা জানিয়েছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে ভারতের তরফে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে পাকিস্তান যে প্রচার করছে, তাও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, অপারেশন সিঁদুরে আমেরিকার কোনও ভূমিকাই ছিল না। বরং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ায় ইসলামাবাদ কৌশলগত ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে লাহোরের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১০ মে বিকালে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস ফোন করে সংঘর্ষ বিরতির অনুরোধ জানান।

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা স্থায়ী কমিটির বৈঠকে

বিক্রম মিস্রি কমিটিকে আরও জানিয়েছেন, চলতি সংঘর্ষ বিরতির কোনও সময়সীমা নেই। ইসলামাবাদ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে দিল্লিও তা পালন করবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তাঁর মধ্যস্থতাতেই

> অপারেশন সিঁদুরে আমেরিকার কোনও ভূমিকাই ছিল না। বরং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ায় ইসলামাবাদ কৌশলগত ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে লাহোরের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নাকি ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে। সেই দাবিও পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে ভারত। দু'দেশের ডিজিএমওদের আলোচনা ও সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তের কোনও স্তরে আমেরিকার ভূমিকা ছিল না। যাবতীয় রেকর্ডে তার প্রমাণ রয়েছে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারত-পাক সাম্প্রতিক সংঘাত প্রচলিত যুদ্ধের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের তরফে পরমাণু হুমকি আসেনি। জানা গিয়েছে, কমিটির বৈঠকে বিরোধীরা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, ভারত হামলার আগে পাকিস্তানকে কোনও বার্তা পাঠিয়ে ছিল কি না? বিদেশসচিব জানান, হামলার পরে পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল যে, এটি একটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান। এছাড়া কোনও সামরিক পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে দাবি মিস্রির।

কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, 'এই ধরনের সাহসী ও স্পষ্ট কূটনৈতিক অবস্থান আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে।' তৃণমূলের তরফে এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'সংসদ সদস্য নয়, শহিদদের পরিবার বা অপারেশন সিঁদুরের বীর সেনানীদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বিদেশে পাঠানো হোক।' তিনি আরও বলেন, 'সংসদীয় প্রতিনিধি দল গঠনের বিষয়ে কেন্দ্র একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।... এখনও পর্যন্ত আমাদের দলের চেয়ারপার্সনকে কেউ কিছু জানায়নি। তাহলে কেন বলা হচ্ছে যে তৃণমূলকে জানানো হয়েছে?'

মন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনায় কটাক্ষ, বিদেশির নাগরিকত্ব নিয়ে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

'কুমিরের কান্না কেঁদে লাভ নেই'

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিক কর্নেল সোফিয়া কুরেশির উদ্দেশে কুকথা বলার জন্য মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহকে আরও একদফা ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে বলেছে, 'কুমিরের কান্না কেঁদে লাভ নেই। ক্ষমা চাইলেও হবে না। আপনার মন্তব্যের জন্য গোটা জাতি লজ্জিত। এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে।'

সোফিয়াকে 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিজয়। সেই মন্তব্য নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়, যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বেগতিক বুঝে মন্ত্রী ক্ষমাও চেয়ে নেন। কিন্তু আদালত তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, অনেকেই আইনের হাত থেকে বাঁচতে 'কুমিরের কান্না' কেঁদে থাকেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রী যেভাবে ক্ষমা চেয়েছেন, তা 'আন্তরিক' বলে মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, আদালতের নির্দেশ মেনে 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও' ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।

সোমবার দুই বিচারপতির বেঞ্চ মন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'এটা কী ধরনের ক্ষমাপ্রার্থনা? ক্ষমা চাওয়ার তো একটা ধরন থাকে। মাঝেমাঝে মানুষ আইনি প্রক্রিয়া এড়াতে বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে যায়। আপনার এই ক্ষমা চাওয়ার ধরন মোটেই ঠিক নয়। আপনি দেখাতে চাইছেন, আদালত আপনাকে ক্ষমা চাইতে বলেছে। তাই আপনি তা করেছেন। আপনি নিজের মন্তব্যের জন্য দুঃখিত বা লজ্জিত কোনওটাই নন। আপনার

এই ক্ষমা চাওয়ার কোনও অর্থই নেই। আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা আমরা গ্রহণ করছি না।'

সোফিয়ার উদ্দেশে কটু মন্তব্যের জন্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে তা জানতে চেয়েছে আদালত। পুলিশের কাছেও তদন্তের অবস্থা জানতে চাওয়া হয়েছে। পুলিশকে মঙ্গলবারের (২০ মে) মধ্যে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করতে বলা হয়েছে। ওই দলে এক মহিলা অফিসার সহ তিনজন আইপিএস পদমর্যাদার পুলিশকর্তাকে রাখতে হবে। সিটকে তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে ২৮ মে-র মধ্যে।

আদালত বিজয় শাহকে আপাতত গ্রেপ্তারের নির্দেশ না দিলেও তদন্তে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে তাঁকে।

ভারত ধর্মশালা নয়, উদ্বাস্তুদের ঠাঁই নেই

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়া সংক্রান্ত একটি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। ভারতে থাকার অনুমতি চেয়ে শ্রীলঙ্কার এক তামিল নাগরিকের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, 'ভারত কোনও ধর্মশালা নয় যে, সেখানে সারা বিশ্বের শরণার্থীদের জায়গা দেওয়া যাবে। আমরা নিজেরাই ১৪০ কোটির ভারে জেরবার।'

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। শরণার্থী ব্যক্তি ২০১৫ সালে লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)- র সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে এক আদালত তাকে ইউএপিএ আইনে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সাজা দেয়। পরে ২০২২ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট সেই সাজা কমিয়ে ৭ বছর করে এবং নির্দেশ দেয় যে, সাজা শেষ হলে তাঁকে দেশ ছাড়তে হবে। তার আগে পর্যন্ত তাঁকে শরণার্থী শিবিরে থাকতে হবে।

নিজের আবেদনে শীর্ষ আদালতে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন এবং শ্রীলঙ্কায় তাঁর প্রাণহানির

> ভারত কোনও ধর্মশালা নয় যে, সেখানে সারা বিশ্বের শরণার্থীদের জায়গা দেওয়া যাবে। আমরা নিজেরাই ১৪০ কোটির ভারে জেরবার।
>
> **দীপঙ্কর দত্ত, কে** *বিনোদ চন্দ্রন*
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা ভারতে রয়েছেন এবং তিন বছর ধরে তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। অথচ এখনও তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি দত্ত বলেন, 'ভারত কি সারা বিশ্বের শরণার্থীদের জন্য জায়গা করে দেবে? আমরা নিজেরাই ১৪০ কোটির বোঝা বইছি। এটা কোনও ধর্মশালা নয় যে সবাইকে জায়গা দেব।' শ্রীলঙ্কায় ফিরলে আবেদনকারীর প্রাণশঙ্কা প্রসঙ্গে আদালতের পরামর্শ, 'তাহলে অন্য কোনও দেশে যান।'

'স্বর্ণমন্দিরে ক্ষেপণাস্ত্র হানা রুখেছে ভারত'

অমৃতসর, ১৯ মে : মে মাসের আট তারিখে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির নিশানা করে পাক সেনা মুড়িমুড়কির মতো মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল। চালিয়েছিল অসংখ্য ড্রোন। কিন্তু কাজে লাগেনি। মাঝপথেই সে সমস্ত চুরমার করে দিয়েছে ভারতের আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থা। সেদিন ভারতীয় সেনার তরফে পাক হামলা প্রতিহত করার বিশদ বিবরণ সহ ভিডিও সোমবার প্রকাশ করেছে সেনাবাহিনী। তাতেই দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অবস্থা।

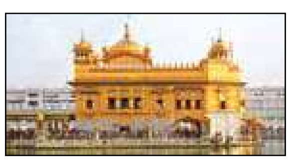

ভারতীয় সেনার ১৫তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং পদে থাকা মেজর জেনারেল কার্তিক সি শেষাদ্রি বলেছেন, 'আমরা জানতাম পাকিস্তান স্বর্ণমন্দিরের মতো ধর্মীয় স্থানে হামলা চালাবে। সেনাঘাঁটির পাশাপাশি বসতি এলাকাতেও আক্রমণ হানবে।' সেজন্য সেনা প্রস্তুত ছিল। পাকিস্তান কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। শেষাদ্রি এও বলেছেন, 'আমরা স্বর্ণমন্দিরকে রক্ষা করতে অতিরিক্ত অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাতার মতো বিছিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, অতিরিক্ত আধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সংগ্রহে আছে।' পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি বুঝে ফেলে ভারত যে দস্তুর মতো প্রস্তুত ছিল, ভিডিও তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৯ মে : আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অশীতিপর জো বাইডেন প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত। শুক্রবার শারীরিক পরীক্ষার পর তাঁর মূত্রাশয়ে ক্যানসার ধরা পড়ে। রোগ অত্যন্ত 'আগ্রাসী' পর্যায়ে রয়েছে বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। রবিবার একটি বিবৃতি জারি করে এ কথা জানিয়েছে বাইডেনের দপ্তর। শুরু হয়েছে চিকিৎসা।

গত কয়েকদিন ধরে প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছিল প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের। চিকিৎসকরা নির্দিষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষা করে প্রস্টেট ক্যানসার সম্পর্কে নিশ্চিত হন। মূত্রাশয় থেকে ক্যানসার ছড়িয়ে গিয়েছে হাড় পর্যন্ত। বাইডেনের পরিবার চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রোগ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পর্যায়ে রয়েছে। তবে এই ক্যানসার হরমোন-সংবেদনশীল। ফলে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে।'

বাইডেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ তাবড় রাষ্ট্রনেতারা।

সোমবার এক্স-এ পোস্ট করে মোদি লিখেছেন, 'জো বাইডেনের অসুস্থতার খবর শুনে গভীর উদ্বেগের মধ্যে আছি। তাঁর দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য শুভকামনা জানাই। ড. জিল বাইডেন এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আমাদের

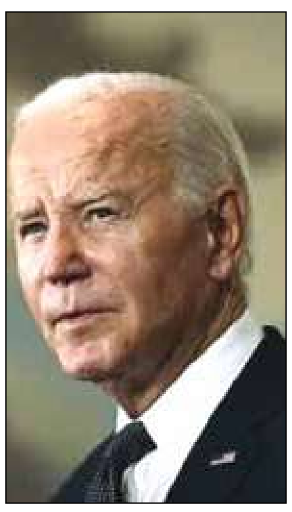

আন্তরিক সহানুভূতি রইল।'

অন্যদিকে বাইডেনের হাড়ে ছড়িয়ে পড়া 'অ্যাডভান্সড প্রস্টেট ক্যানসার' ধরা পড়ার পর চিকিৎসক মহল এবং সমাজমাধ্যমে আলোচনার ঝড় উঠেছে। এই রোগ কীভাবে এত অল্প সময়ে এতটা ছড়িয়ে পড়ল, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়ার বাইডেনের স্ত্রীকে নিশানা করে প্রশ্ন তুলেছেন, 'এত অগ্রসর স্তরের ক্যানসার কেন অনেক আগেই ড. জিলের চোখে পড়ল না? রোগ লক্ষণ ছাড়াই ক্যানসার কি এভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে? নাকি এটাও গোপন রাখার আর একটা চেষ্টা?'

তথ্য পাচারের অভিযোগ, ধৃত বেড়ে ১১

লখনউ, ১৯ মে : পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে শনিবার মোরাদাবাদ থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্কোয়াড (এটিএস)। ধৃত শেহজাদ রামপুর জেলার বাসিন্দা। একাধিকবার পাকিস্তানে যাওয়া শেহজাদ প্রসাধনী সামগ্রী, পোশাক, মশলা সহ বিভিন্ন পণ্যের অবৈধ আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানে জড়িত। ওই চক্রটিকে ভারত থেকে তথ্য পাচারের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগাত আইএসআই। এদিন হরিয়ানার নুহ থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইনিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ৬২১০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে ইউকো ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবোধকুমার গোয়েলকে গ্রেপ্তার করল ইডি। ১৬ মে আটক করা হলেও সোমবার এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ইডির অভিযোগ, ইউকো ব্যাংকের শীর্ষপদে থাকাকালীন সিএসপিএল (কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার)-কে নিয়ম ভেঙে ১৪০০ কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিপুল গয়না, স্থাবর সম্পত্তি এবং বহুমূল্য উপহার পেয়েছিলেন তিনি।

একটানা বৃষ্টিতে জল থইথই বেঙ্গালুরু। যাতায়াতে ট্র্যাক্টরই ভরসা। সোমবার।

ট্রাম্পের 'বড় সুন্দর' বিলে চাপে ভারতীয়রা

ওয়াশিংটন, ১৯ মে : আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য আবার খারাপ খবর। মার্কিন কংগ্রেসের বাজেট কমিটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত আইন 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট'-কে রবিবার গভীর রাতে অনুমোদন দিয়েছে। এই বিল অনুযায়ী, আমেরিকা থেকে দেশে টাকা পাঠানো আরও খরচসাপেক্ষ হয়ে পড়বে, বিশেষ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষদের জন্য।

কী আছে এই আইনে? এই আইনে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, অ-মার্কিন নাগরিকদের যেমন, যাঁরা এইচ-১বি বা অন্যান্য অস্থায়ী ভিসাধারী, এমনকি গ্রিনকার্ডধারীদেরও নিজের দেশে টাকা পাঠানোর সময় ৫ শতাংশ কর কেটে নেওয়া হবে। এর কোনও ন্যূনতম সীমা নেই, অর্থাৎ ছোট অঙ্কের টাকা পাঠালেও কর দিতে হবে। তবে যাঁরা আমেরিকার নাগরিক, তাঁদের ওপর এই কর প্রযোজ্য হবে না।

আমেরিকায় প্রায় ৪৫ লক্ষ ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ বাস করেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (মার্চ ২০২৪) একটি রিপোর্ট বলছে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের কাছে মোট ১১,৮৭০ কোটি ডলার পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ২৮ শতাংশ বা ৩,২০০ কোটি ডলার এসেছে আমেরিকা থেকেই।

ট্রাম্পের প্রস্তাবমতো আইন হয়ে গেলে তার জেরে ভারতীয়দের বছরে ১৬০ কোটি ডলার (প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা) অতিরিক্ত দিতে হতে পারে। প্রস্তাবিত কর কাঠামো কেবল একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিনিয়োগ থেকে আয় বা শেয়ার বাজারের আয়ও করের আওতায় পড়বে। অর্থাৎ ওই আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ আমেরিকা থেকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সম্ভালে সমীক্ষায় সায় হাইকোর্টের

এলাহাবাদ, ১৯ মে : 'বিতর্কিত সৌধ' ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের 'শাহি জামা মসজিদ বনাম হরিহর মন্দির মামলা'য় সোমবার পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। মসজিদ কমিটির দাবি উড়িয়ে এই বিষয়ে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছে।

সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়ালের একক বেঞ্চ মসজিদ কমিটির দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয়। গত বছর ২৪ নভেম্বর মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে প্রবল হিংসার মুখে পড়ে অ্যাডভোকেট কমিশনের দল। মসজিদের সামনে জড়ো হওয়া জনতা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এরপরে সুপ্রিম কোর্ট মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়ে বলে, 'হাইকোর্টে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।' সোমবার হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট হল, সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ আর থাকছে না। মামলাটি আবার সম্ভালের জেলা আদালতে চলবে।

ইঞ্জিনিয়ারের দেহ উদ্ধার

বেঙ্গালুরু, ১৯ মে : ফের আত্মহত্যা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। ৮ মে বেঙ্গালুরুর আগারা লেক এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ওলার তথ্যপ্রযুক্তি শাখা ক্রুট্রিমের ইঞ্জিনিয়ার নিখিল সোমবংশীর (২৫) দেহ। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। পুলিশের অনুমান, নিখিল আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক পর সমাজমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। অভিযোগ উঠছে, কাজের পরিবেশ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে।

জয়শংকরের নীরবতায় প্রশ্ন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : অপারেশন সিঁদুর অভিযানে লস্কর-ই-তৈবা এবং জৈশ-ই-মহম্মদের একাধিক ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে- বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে রাহুল গান্ধি সহ বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল ভারতীয় সেনার গোপন অপারেশনের কথা কি আগেই পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল? আর সেই তথ্য সরবরাহ করেছিল বিদেশমন্ত্রক? সোমবার বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ফের রাহুল গান্ধি বিদেশমন্ত্রীকে আক্রমণ শানালেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'সেনা অভিযানের কথা শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া তো অপরাধ। বিদেশমন্ত্রীকে এমন অপরাধ করার অধিকার কে দিয়েছে?'

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'বিদেশমন্ত্রীর এই নীরবতা নিন্দনীয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, অপারেশন সিঁদুরের কথা ফাঁস হওয়ায় ভারতের কয়টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে?' রাহুলের পোস্ট করা ভিডিও ফুটেজে জয়শংকরকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'অভিযানের শুরুতেই আমরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলার কথা পাকিস্তানকে জানিয়েছিলাম। পাক সেনা বা তাদের সামরিক পরিকাঠামোকে নিশানা করা হবে না

সেনাদের কুর্নিশ... *সোমবার শ্রীনগরে সেনার গাড়ির সামনে বিজেপি কর্মীদের তিরঙ্গা যাত্রা।*

বলেও জানানো হয়েছিল।'

বিরোধী দলনেতার কথার রেশ ধরে সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, 'আমাদের এটাও জানা দরকার যে আগে থেকে সতর্ক করার কারণেই জৈশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পেরেছিলান কি না।' দলের সাংসদ মণিকম ঠাকুর এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল যখন জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় উত্থাপন করে, তখন মন্ত্রীরা জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। তারপরেও বিদেশমন্ত্রক নীরব। এই নীরবতা গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। কেন পাকিস্তানকে আগে থেকে জানানো হয়েছিল?'

কংগ্রেসের অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি বিদেশমন্ত্রক। তাদের পালটা যুক্তি, বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। বিজেপির মুখপাত্র তুহিন সিনহার দাবি, ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছেন রাহুল।

অবশেষে শর্তে রাজি মোহিনী মোহন

মুম্বই, ১৯ মে : রতন টাটার সঙ্গে ৬ দশকের বন্ধুত্ব। উইলে সেই বন্ধু মোহিনী মোহন দত্তর জন্য ৫৮৮ কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন প্রয়াত রতন টাটা। কিন্তু উইলের শর্ত মেনে ওই টাকা নিতে রাজি ছিলেন না মোহিনী মোহন। শেষপর্যন্ত অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটেছেন রতন টাটার বন্ধু। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, রতন টাটার অস্থাবর সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছেন মোহিনী মোহন। উইলে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি টাটা পরিবারের সদস্য নন। কিন্তু রতন টাটার সম্পত্তি যাঁরা পাচ্ছেন উইল অনুযায়ী তাঁদের একাধিক শর্ত মেনে চলতে হবে। সেই শর্তই মানতে রাজি হচ্ছিলেন না প্রবীণ মোহিনী মোহন। যার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন উইলের বাকি প্রাপকরা। শেষপর্যন্ত

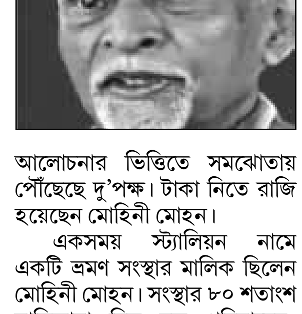

আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতায় পৌঁছেছে দু'পক্ষ। টাকা নিতে রাজি হয়েছেন মোহিনী মোহন।

একসময় স্ট্যালিয়ন নামে একটি ভ্রমণ সংস্থার মালিক ছিলেন মোহিনী মোহন। সংস্থার ৮০ শতাংশ মালিকানা ছিল দত্ত পরিবারের। বাকি ২০ শতাংশ মালিকানা ছিল টাটা গোষ্ঠীর হাতে। ২০১৩-তে স্ট্যালিয়নকে কিনে নেয় টাটা গোষ্ঠীর সংস্থা তাজ গ্রুপ অফ হোটেলস।

দুর্ভিক্ষের শঙ্কা, তবু গাজা চায় ইজরায়েল

জেরুজালেম, ১৯ মে : খাদ্য নেই। ওষুধ শূন্য। জ্বালানি শেষ। পরিস্রুত জলও দুষ্প্রাপ্য। ইজরায়েলের লাগাতার আক্রমণে গাজাজুড়ে চলছে অনাহার। ধুঁকছে মানুষ। ১০ সপ্তাহ গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েল। তারপরেও যুদ্ধলিপ্সায় ভরপুর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বাড়লেও সামরিক অভিযান থেকে পিছু হটছে না ইজরায়েল। সোমবার নেতানিয়াহু বললেন, 'আমরা পুরো গাজার দখল নেব।'

গাজায় খাদ্যসংকট নিয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, 'বহু মানুষ গাজায় অনাহারে আছে।' পোপ চতুর্দশ লিও বলেছেন 'যুদ্ধের কারণে গাজায় কষ্ট পাচ্ছেন আমাদের ভাইবোনেরা।'

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহু, কূটনীতিতেও তিনি যে কম যান না, তা বোঝাতে গাজা উপত্যকায় ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহে অনুমতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এটা দুর্ভিক্ষ রোধের পন্থা। তেমনভাবে দুর্ভিক্ষ হলে তিনি বিশ্বে সমালোচিত হবেন।

প্যালেস্তিনীয়দের এই চরম দুর্দশাতেও যুদ্ধ বন্ধের কথা কিন্তু একবারও শোনা যায়নি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর মুখে। টেলিগ্রামে এক ভিডিও পোস্টে নেতানিয়াহু বলেছেন, 'লড়াই তীব্র আকার নিয়েছে। আমরা এগোচ্ছি। আমরা সমস্ত গাজা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নেব। আমরা হাল ছাড়ছি না। সফল হতে হলে আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের থামানো যাবে না।'

কাঞ্চনজঙ্ঘায় ভারত ও নেপালের সেনা জওয়ানদের অভিযান। সোমবার। -পিটিআই

প্রেমিক সেজে আত্মসাৎ ৪২ লক্ষ

ভুয়ো ‘র’ এজেন্টের ফাঁদে শিক্ষিকা, ধৃত ২

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ১৯ মে : ‘ভাবিয়া পড়িও প্রেমে, পড়িয়া ভাবিও না’, একটু বদলাতে হল পরিচিত প্রবাদ।

বিষয়টি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বালুরঘাটের এক তরুণী। ‘কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক’-এর প্রেমে পড়েন বছরপাঁচেক আগে। ভালোবাসা এতটা গভীর হয়েছিল যে, প্রেমিকের ‘বিপদ আপদ’-এ টাকা দিয়েছেন দরাজহস্তে। নিজেকে সুরজিৎ রায় নামে পরিচয় দেওয়া তরুণের সঙ্গে বিয়ে রীতিমতো পাকা হয়ে যায় পেশায় ওই স্কুল শিক্ষিকার। ঘোর কাটতেই পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি।

অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা প্রতারণা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। রবিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান তরুণী। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন। ধৃতদের নাম আলবেরুণী সরকার এবং বর্ণা রায়। তাঁদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দুজনকেই পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

মূল অভিযুক্ত নিজেকে আইএএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আবার একইসঙ্গে দাবি করেন, ‘র’ এজেন্ট হিসেবে তিনি বর্তমানে শিলিগুড়িতে কর্মরত। তবুও প্রেমিকের কাহিনী যে মনগড়া, তা বুঝতে একজন শিক্ষিকার লেগে গেল এতগুলো বছর। তরুণীর অভিযোগ

পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। সেদিনই মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে হলদিবাড়ির ঠিকানার হদিস পায় পুলিশ। রবির সন্ধ্যায় থানা থেকে একটি দল গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়। সেখানে গিয়ে অভিযুক্তের আসল পরিচয়ের খোঁজ মেলে।

‘সুরজিৎ’ আদতে আলবেরুণী সরকার। হলদিবাড়িতে স্ত্রী সহ দুই সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। ধৃতের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন সহ নয়টি সিমকার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বললেন, ‘আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ওরা পালিয়ে যেত। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে।’

তদন্তকারীদের সন্দেহ, এর পেছনে একটি বড় চক্র সক্রিয়।

শিক্ষিকার সঙ্গে আলবেরুণীর সামাজিক মাধ্যমে পরিচয়। তরুণীর অভিযোগ, ‘শুরু থেকেই আলবেরুণী নিজেকে আইএএস অফিসার বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে নাকি বর্তমানে ‘র’-তে কর্মরত।’ এমন ‘সুযোগ্য’ পাত্রের সঙ্গে আলাপ করে মন গলে যায় তাঁর। ধীরে ধীরে পরিচয় গভীর হয়। সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে।’ একদিন হঠাৎ ‘প্রেমিক’ জানান, তাঁর মা অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে আমেরিকায়। প্রয়োজন কয়েক লক্ষ টাকা। ধার চান আলবেরুণী। সাত-পাঁচ না ভেবে দিয়েও দেন প্রতারিত।

হলদিবাড়ির তরুণের কাণ্ড

- হলদিবাড়ির বাসিন্দা আলবেরুণীর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে
- সমাজমাধ্যমে পেশায় স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ
- ভুয়ো নাম দিয়ে নিজেকে আইএএস অফিসার ও ‘র’ এজেন্ট পরিচয়
- মায়ের অসুস্থতার কথা বলে একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা নেন
- টাকা ফেরত চাইলে শুরু ভয় দেখানো

তারপর ধাপে ধাপে আরও টাকা তরুণীর কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র নিজের নয়, আরও বেশ কয়েকজনের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অভিযোগ আলবেরুণীর বিরুদ্ধে। এরমধ্যে মাটিগাড়ার বাসিন্দা বর্ণার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিও রয়েছে। কয়েকবছর ধরে সঞ্চয় করা টাকা, সোনার গয়না এবং বাবার দোকান বিক্রির টাকা আলবেরুণীকে দিয়েছেন, দাবি তরুণীর। এমনকি, ‘প্রেমিক’-এর প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থায় সোনা বন্ধক রাখা থেকে ঋণ নেওয়া- বাদ যায়নি কিছুই।

সম্পর্কে জড়ানোর পর থেকে বেশ কয়েকবার ওই তরুণী শিলিগুড়িতে আসেন। ‘সুরজিৎ’ (আলবেরুণী)-এর সঙ্গে দেখা করেন। শিলিগুড়িতেই প্রেমিক থাকতেন বলে জানতেন তিনি। অবশেষে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে। তিনি টাকা ফেরত চাইতেই মুখোশ খোলেন প্রেমিকটি। শুরু হয় ভয় দেখানো। তরুণীর অভিযোগ, চাকরি বরখাস্ত করিয়ে দেওয়া থেকে বাইরে বেরোলে ক্ষতি করা, ছবি বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো ইত্যাদি হুমকি দিতেন। সেই ভয়ে আরও টাকা চাইলে না করতে পারেননি শিক্ষিকা।

রবিবার শিলিগুড়িতে দেখা করতে এলে ফের চার লক্ষ টাকা দাবি করেন অভিযুক্ত। সাহস জুগিয়ে না করেন তিনি। অভিযোগ জানান থানায়।

মহিলাকে মারধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : জমি বিবাদের জেরে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। এমনকি এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তবে সোমবার ফের পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ওই মহিলা। সামরিকা মণ্ডল নামে ওই মহিলার কথায়, ‘প্রতিবেশী এক সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ হয়। তারপরেই আমার ওপর চড়াও হয়। লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।’ বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন এক পুলিশকর্তা।

শিবির

কুমারগ্রাম, ১৯ মে : সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ চা বাগানের ঝিরগা লাইনের বাসিন্দাদের নানা বিষয়ে সচেতন করলেন ইন্দো-ভুটান সীমান্তে মোতায়েন ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ান এবং আধিকারিকরা। শিশু ও নারী পাচার ঠেকাতে, চোরাপথে ভুটানি মদ আমদানি রুখতে, শিশুশ্রম বন্ধে চা শ্রমিকদের সচেতন করা হয়। আলোচনা করেন ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মণীশ কুমার। উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা উজালি ওরাওঁ।

বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকদের কল্যাণে সোমবার একটি বৈঠক হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাস ও তৃণমূলের কিষান খেতমজদুর কমিটির সহ সভাপতি কঙ্ক মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক জয় মজুমদার ও আশা দাস প্রমুখ। বৈঠকে জেলার কৃষকদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, জলসেচ ব্যবস্থা, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বলেন, ‘রাজ্য সরকার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। বিশেষত সোলার পাওয়ারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থার দিকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি ওই প্রকল্পগুলি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে।’

সচেতনতা

শামুকতলা, ১৯ মে : সোমবার উপভোক্তা বিষয়ক এবং ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার দপ্তরের তরফে উপভোক্তা বিষয়ক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। কোহিনুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও টটপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই শিবির হয়।

উসকানির তত্ত্ব

প্রথম পাতার পর

‘প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার শিক্ষক চিঠি দিয়ে রাজ্য সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করার বার্তা দিয়েছেন। অর্থাৎ যাঁরা বিকাশ ভবনে বসে আছেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য অচলাবস্থা জারি করা।’ মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল বলেন, ‘রাজ্য সরকারের প্রতি বরাবরই আমাদের আস্থা ছিল। ওরাই বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আস্থাভঙ্গ করছে। রিভিউ পিটিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবে বলেও রাজ্য সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। আমরা দেখা করতে চাইলে ওঁরা দেখাই করছেন না।’ সোমবার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের উত্তরে আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন উসকানি দেয়নি। আমরা লক্ষ্মণরেখা বজায় রেখেই আন্দোলন করছি। দরজা ঠেলে বিকাশ ভবনে ঢোকাকে উনি কীভাবে হিংসা বলেন? এতগুলি জীবন নষ্ট হওয়াটা কি ধ্বংস নয়?’

পদ্মেই বারলা ঘনিষ্ঠরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ১৯ মে : তিনি নিজে এখন পদ্মপুকুর ছেড়ে ঘাসফুলের বাগানে। তবে তাঁর অনুগামী হিসেবে পরিচিত বানারহাটের নেতাদের অবশ্য মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে ‘তিরঙ্গা যাত্রা’য় পা মেলাতে দেখা গেল। বারলার ডেরায় আয়োজিত এদিনের কর্মসূচিতে তাঁর অনুগামীরা কী করেন, সেদিকেই চোখ ছিল ডুয়ার্সের রাজনৈতিক মহলের।

দিনের শেষে এটা পরিষ্কার যে, বারলার সঙ্গে এতদিন ধরে থাকা এলাকার অন্য নেতারা তৃণমূলে যোগ দেওয়া নিয়ে কিছু ভাবছেন না। সেকথা তাঁরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। বারলা যদিও বিষয়টিকে বড় করে দেখতে নারাজ। এদিন লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাসভবনে বসে তাঁর মন্তব্য, ‘যাঁরা এদিন ওখানে ছিলেন, তাঁদের কেউ গ্রাসরুটের নেতা নন। সময় হলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি পারশনাথ বড়াইকের সঙ্গে বারলার সখ্য ২০০৭ সালে শুরু হওয়া আদিবাসী আন্দোলনের সময় থেকে। এদিন ওই নেতা বললেন, ‘জনদা কী করছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে আমাদের কেউ এই মুহূর্তে অন্তত বিজেপি ছাড়ার কথা ভাবছি না।’ গেরুয়া শিবিরের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য সন্তোষ প্রসাদও বারলা-ঘনিষ্ঠ। এদিন তিনিও তিরঙ্গা যাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার দাবি, ‘শুধু বানারহাট নয়, ডুয়ার্সের অন্য এলাকাগুলি থেকেও নেতা-কর্মীরা দল ছাড়ছেন না।’

বারলার দলত্যাগের পর শুভেন্দু সহ আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে ‘অপারেশন সিঁদুর’-কে কুর্নিশ জানিয়ে এদিনের কর্মসূচি যে গেরুয়া নেতৃত্বের শক্তি প্রদর্শন ছিল, এমনটাই ধারণা রাজনৈতিক মহলের। শুভেন্দু অবশ্য বারলাকে নিয়ে এদিন কোনও শব্দ খরচ করেননি। এটাও শুভেন্দুর স্ট্র্যাটেজি বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এর আগে বিভিন্ন সময় শুভেন্দু এবং মনোজ টিগ্গার প্রতি বিষোদ্গার করলেও বারলা নিজেও এদিন চুপ ছিলেন। জানালেন, একসময় নাকি বিজেপির তরফে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। বললেন, ‘যারা কোনও কাজ করেনি, তাদের সঙ্গে থাকার কোনও ইচ্ছে ছিল না। তাই ওই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করি। আমার এখন লক্ষ্য একটাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সবাইকে একসূত্রে গেঁথে

লক্ষ্মীপাড়া বাগানের বাড়িতে বারলা।

মানুষের উন্নয়ন।’ বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতি তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অভিযোগ, চা বাগানের অনেক সমস্যা থাকলেও সেদিকে নজর নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। বাগানগুলিতে সমস্ত উন্নয়ন রাজ্য সরকারের হাত ধরে হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। যদিও রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার প্রস্তাবের কথা মানতে চাননি মনোজ টিগ্গা। তাঁর কথায়, ‘এসব স্রেফ বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য। দল কাউকে প্রস্তাব দিয়ে নয়, কাজ দেখে পদ দেয়।’

ভিনরাজ্যে স্ত্রীকে নর্তকী বানিয়ে আয়

বালুরঘাট, ১৯ মে : বিয়ে করে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে নর্তকী হতে বাধ্য করেছিল স্বামী। তিন রাজ্য ঘুরিয়ে ওই নাচাগানার আসর থেকে আনা পয়সা দিয়েই চলত সংসার। সন্তান হওয়ার পর ওই গৃহবধূ ফের কাজে যেতে অস্বীকার করলে তাঁর উপর শুরু হয় অত্যাচার। এখানেই শেষ নয়, স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইলবন্দি করা হয়। তারপর তা দিয়ে ‘ব্ল্যাকমেল’ করে ওই কাজে পাঠাতে বাধ্য করে স্বামী। অবশেষে স্বামীর খপ্পর থেকে পালিয়ে এসে ওই গৃহবধূ বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর উপর অত্যাচারের সুবিচার পেতে সোমবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বালুরঘাট শহর লাগোয়া রায়নগর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, ‘অভিযোগ পেয়ে সেগুলি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’

থানা চত্বরে দাঁড়িয়েই ওই গৃহবধূ তাঁর উপর হওয়া অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। গৃহবধূ বলেন, ‘আমাকে ঝাড়খণ্ডেও এই নর্তকীর কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু বছরখানেক আগে আমার সন্তান জন্ম হওয়ার পর আমি এই কাজ করতে চাইনি। তখন থেকে শুরু হয় অত্যাচার।’

পথে পথে তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

ক্ষুব্ধ মমতা মুখ্যসচিবকে তিনটি অভিযোগকেই গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, ‘ব্যবসায়ীদের ওই সভায় নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অসত্য, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখা হয়েছে। আমার আমলে কোনও ক্ষেত্রেই পুরসভা এক পয়সা কর বাড়ায়নি। কেননা মুখ্যমন্ত্রী যে মানুষের ওপরে করের বোঝা চাপানোর পক্ষপাতী নন, সেটা আমি জানি। সমস্তটাই আমাদের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ৩০ শতাংশও কোনও করই দেন না।’

উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বক্তব্য রাখতে গিয়ে পণ্য পরিবহণের সময় রাস্তায় টোল ট্যাক্স, জিএসটি, পুলিশের ট্যাক্স (তোলাবাজি), এমভিআইয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর বক্তব্য, এই অত্যাচারের জেরে পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়ায় দামও বাড়াতে হচ্ছে। তিনি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার অনুরোধ করেন। শংকরের এই বক্তব্য শুনে দীনবন্ধু মঞ্চ হাততালিতে ভরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মমতা বলেন, ‘টোল ট্যাক্স এবং জিএসটি দুটোই কেন্দ্রের বিষয়। আমরা টোল ট্যাক্স নিয়ে আবেদন করতে পারি। রাজ্য হলে আমি বলে দিতাম যে, আমরা এটা নেব না।’ তিনি মঞ্চে উপস্থিত পুলিশকর্তার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘পুলিশ যাতে রাস্তায় কোনও ট্যাক্স না নেয় সেটা পুলিশকেই দেখতে হবে।’

উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার শিল্পপতি সাকেত লোধা অভিযোগ করেন, ‘ট্রেড লাইসেন্স ফি অনলাইনে হয়ে যাওয়ায় আমাদের সুবিধা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও আমাদের কেএমসি থেকে উন্নয়ন খাতে আলাদা টাকা নেওয়া হচ্ছে। ডালখোলা পুরসভা এই টাকা নিচ্ছে।’

সঙ্গে সঙ্গে মমতা বলেন, ‘স্থানীয়রা একটু বেশি প্রভাবশালী হয়তো। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়। আর বেশি বললাম না। নিজেদের রোজগারের জন্য এসব করে। আমরা এসব সমর্থন করি না।’

‘রানিমা উত্তরে বেড়াতে আসেন’

খোকন সাহা ও গোপাল মণ্ডল

বাগডোগরা ও বানারহাট, ১৯ মে : ঘটনাচক্রে একইদিনে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা। দুজনের তর্জা কোন পর্যায়ে পৌঁছায়, তা দেখার অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গ। তার শুরুটা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার ঘণ্টা দেড়েক আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই শুভেন্দু আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। তাঁর কটাক্ষ, ‘উত্তরবঙ্গে রানিমা শুধুই বেড়াতে আসেন। মমতার সফর নিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে একটা কথা বহুলপ্রচলিত- ঘুমনে আনছু। মাননীয়াও তেমনই ঘুরতে এসেছেন। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝেমাঝেই রোদ হচ্ছে। মনোরম পরিবেশ। কিছুটা সময় কাটানোর জন্য উনি আসছেন। ওঁর টাইগার হিলে একটা বাড়ি, উত্তরকন্যায় একটা বাড়ি, সেবকে একটা বাড়ি, গজলডোবায় একটা বাড়ি, চালসায় একটা বাড়ি। যাঁর এতগুলো বাড়ি রয়েছে তাঁর তো বেড়াতে আসার ইচ্ছে করবেই।’

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্য নিয়ে বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিতে এদিন বানারহাটে এসেছিলেন শুভেন্দু। বানারহাটের রামলীলা ময়দান থেকে এলআরপি মোড় পর্যন্ত হাঁটেন তিনি। পদযাত্রায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। আর পথসভা থেকে শুভেন্দু আক্রমণ করেন রাজ্যের শাসকদলকে। পদযাত্রা ও পথসভায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

টিটাগড় বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টেনে বাগডোগরায় শুভেন্দু বলেন, ‘সব জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে জিহাদিরা। সর্বত্র খাগড়াগড়ের মতো

শ্লেষ শুভেন্দুর

বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রায় শুভেন্দু। সোমবার বানারহাটে।

বিস্ফোরণ হচ্ছে। এসব সম্ভব হয়েছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায়। রাজ্যে তৃণমূলের সরকার আছে বলেই তারা পিএফআই, সিমি-কে পেট্রনাইজ করে। ফরাক্কায় তৃণমূলের বিধায়ক পিএফআই প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। সিমির সদস্য ইমরান সাহেবকে তৃণমূল রাজ্যসভায় পাঠায়। এই সরকারের জমানায় এসব খুবই সাধারণ বিষয়। আসলে বাংলার মানুষ নিরাপদে নেই।’

শুভেন্দু বলেন, ‘গত লোকসভা ভোটের আগে মমতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে তৃণমূলে যোগদান করিয়েছিলেন। কিন্তু জিতলেন মনোজ টিগ্গা। উত্তরে চোপড়া এবং সিতাই ছাড়া একটিও আসন তৃণমূল পাবে না। কোনও অমুসলিম তৃণমূলকে ভোট দেবেন না। মমতা ভোটব্যাংকের রাজনীতি করছেন। এতে সুরক্ষিত নয় বাংলার মানুষ। আসলে উত্তরবঙ্গে বিজেপি শক্তিশালী। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঘাসফুল ফোটাতে মমতাকে বারবার আসতে হচ্ছে।’ বানারহাটে অবশ্য শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘তিনি উত্তরবঙ্গে এলে যে কোনও চা বাগান বন্ধ হয়। আজ যেমন কালচিনির মধু চা বাগান বন্ধ হয়েছে।’

জন বারলা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর শুভেন্দুর এটাই প্রথম কর্মসূচি ছিল বানারহাটে। বারলা সম্পর্কে তিনি কী বলেন, সেদিকে নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের। শুভেন্দু অবশ্য বারলার বিষয়ে খুব একটা সময় খরচ করেননি। তিরঙ্গা যাত্রা-র পর একটি পথসভায় বারলাকে টার্গেট করে তাঁর কটাক্ষ, ‘এই ফুটোফাটা নেতা চলে গেলে কিছু যায় আসে না।’

ভারতবর্ষ থেকে সাংসদদের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল ৩২টি দেশে যাচ্ছেন পহলগামের ঘটনা সারাবিশ্বের কাছে তুলে ধরতে। সেই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ‘ওই দল থেকে দিদি তাঁর প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কারণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বললে ওঁর ভোটব্যাংক কমে যাবে সেই ভয়ে।’

আগামী ২২ তারিখ শিলিগুড়িতে তিরঙ্গা যাত্রায় থাকবেন শুভেন্দু। সেদিন তাঁর সুর যে আরও চড়বে এদিন সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। বানারহাটের পথসভায় তিনি বলেন, ‘উদয়ন গুহ ও গৌতম দেবের মতো চোরেরা উত্তরবঙ্গে মমতার সঙ্গী। এরা বিজেপির কিছুই করতে পারবে না। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটে বিজেপি উত্তরবঙ্গে ৫৪টি আসন দখল করে দেখাবে। শিলিগুড়িতে তিরঙ্গা যাত্রায় দলের শক্তি দেখিয়ে দেব। জুলাই মাসে বিভিন্ন দাবি নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযান হবে। সেখানে আমি থাকব।’ এদিন পথসভার মঞ্চে বিজেপিতে যোগদান করেন ধূপগুড়ি আসনে গত উপনির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র রায়। পদযাত্রায় শুভেন্দুর সঙ্গে ছিলেন, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি শ্যামল রায়, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা সহ বিজেপি বিধায়ক এবং নেতা-কর্মীরা।

চাকরিতে যোগ

কোচবিহার, ১৯ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজে এজেন্সির অধীনে একটি বিভাগে সুপারভাইজারের পদে কাজ পেলেন উকিল বর্মনের ছোট ছেলে পরিতোষ বর্মন। সোমবার উকিল বর্মন ও পরিতোষকে মদনমোহন মন্দিরে নিয়ে যান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। এরপর তাঁদের মেডিকেলে নিয়ে যান। ওই সুপারভাইজারের পদে তাঁকে কাজে যোগ দেওয়ানো হয়। মঙ্গলবার থেকে পরিতোষকে কাজে আসতে বলা হয়েছে।

হতাশ বহু

প্রথম পাতার পর

এখানে সাড়ে তিন ঘণ্টার সম্মেলনে সেসব কিছু হয়নি। কিন্তু আয়োজন ছিল বিরাট।

বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস অবশ্য বিদ্যুতের চাহিদার পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চাইলেন শিল্পে জোয়ার এসেছে। নেতিবাচক সমালোচনা হতে পারে বুঝে যেন আগাম সাফাই গাইলেন। অরূপের কথায়, ‘যাঁরা উত্তরবঙ্গে শিল্প হয় না বলে অভিযোগ করেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি, ২০১১ সালের আগে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল মাত্র ৮৪০ মেগাওয়াট। শিল্প হয়েছে বলেই উত্তরবঙ্গে বর্তমানে ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে।’

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘একটা দল আছে বাংলাকে চেনেই না, বদনাম করে। আরেকটা দল আছে, কিছু হলেই রাস্তায় বসে যায়।’ বিরোধীদের সমালোচনা অবশ্য এড়ানো যাচ্ছে না। বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কথায়, ‘মাছ ছাড়া মাছের ঝোল রান্না করাই ছিল এই শিল্প সম্মেলনের উদ্দেশ্য। বাণিজ্য বাদ দিয়ে আর সব কিছু হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু হল না এখানে।’

যদিও শিল্পোদ্যোগীদের অনেকে রাজ্য সরকারের প্রশংসা করে বললেন সব হয়ে গিয়েছে। কেউ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, ‘আপনি উত্তরবঙ্গের জন্য অনেক করেছেন। এই ১৪ বছরে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গের ভেদাভেদ মুছে গিয়েছে।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পাহাড়ে প্রচুর হোমস্টে। এভাবে শুধু বড় শিল্প নয়, ছোট ছোট শিল্পের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বড় শিল্প দু’-চারটা হয়, ছোট শিল্প প্রচুর হতে পারে।’ শিলিগুড়ি, মালদা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি জায়গা থেকে রোজ দিঘা যাতায়াতের জন্য ছয়টি নতুন ভলভো বাস দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া তাঁর উদ্যোগে মাটিগাড়ার উপনগরী থেকে শুরু করে হাসপাতাল, মকাইবাড়িতে হোটেল, কাওয়াখালির নির্মীয়মাণ উপনগরী তৈরির খতিয়ান দিয়ে বলেন, ‘প্রথম যখন উত্তরবঙ্গে আসি, তখন দিনে একটা বিমান যাতায়াত করত। এখন প্রতিদিন ৩০টির বেশি চলছে। নতুন টার্মিনাল হলে দু’বছরের মধ্যে প্রতিদিন ৫০-৬০টি করে চলবে।’

আলিপুরদুয়ারের এক ব্যবসায়ী দাবি করেন, ডুয়ার্সে পর্যটকের সংখ্যা কমছে। কেননা বক্সা ফোর্টের সংস্কার করা হলেও যাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই। কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। হাতি সাফারির ব্যবস্থা করলেও পর্যটক আসবে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি মুখ্যসচিবকে দেখতে বলেন। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ বলেন, ‘মাথাভাঙ্গা-২ এবং চকচকায় ৬৪.৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প আছে। তবে, ক্ষুদ্রশিল্পের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিন থেকে পাঁচ কাঠা জমির ব্যবস্থা করলে আমরা চানাচুর, মুড়ি, চিপস, ভুট্টা তৈরির ছোট ছোট শিল্প করতে পারি।’

কোচবিহারে মাত্র নয় আসনের বিমান থাকলেও শিল্পের প্রসারে বড় বিমান চালানো প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মমতার কথায়, ‘আমরা কোচবিহার বিমানবন্দরের উন্নয়নে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করেছি। চেয়েছিলাম কোচবিহারে দুই ইঞ্জিনের বিমান চালানো হোক। কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি।’

স্মারকলিপি

নাগরাকাটা, ১৯ মে : আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের কাছে ১৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য সভাপতি বিরসা তিরকি বলেন, ‘আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য। তবে বাস্তবায়িত হয়নি। আশা করছি সরকার পদক্ষেপ করবে।’

হার মাতৃস্নেহের

প্রথম পাতার পর

সেই কিশোর জানিয়েছে, তার বাবা মারা গিয়েছে। বাড়িতে মা, কাকা ও ঠাকুমার সঙ্গে থাকে। রবিবার হঠাৎ তার মা বাইরে কাজে যেতে চায়। সেও মায়ের পিছু নেয়। দিল্লিগামী ট্রেনে চড়ে তারা। তাদের সঙ্গে আরেকজন পুরুষ সঙ্গী ছিল বলে জানিয়েছে সেই নাবালক। তাকে সে চেনে না।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ট্রেনটি স্টপ দেয় রাতে। সেখানে মা তাকে জোর করে নামিয়ে দেয় বলে জানিয়েছে ছেলেটি। আশপাশে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে রেললাইন ধরে হাঁটা দেয়। কালজানি সেতুর কাছে তাকে দেখে কয়েকজনের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ওই পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাড়ির নাম, ঠিকানা জোগাড় করে পুলিশ। তারপর পরিবারের লোকজনকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আলিপুরদুয়ার থানায় আসতে বলা হয়েছে। তবে, এদিন বিকাল অবধি কেউ আসেনি। সেই কিশোরকে বাড়ির লোকজনের অপেক্ষায় থানায় হতাশ হয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পড়ুয়ার বাড়ির লোকজন এলে সিডব্লিউসি’র মাধ্যমে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সভায় কেষ্ট মান সিং না বীরবল

প্রথম পাতার পর

বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকে একবারের জন্যও মুখে আনেননি কেষ্টর নাম।

তার আগে বীরভূমে গেলে প্রতি সভায় মমতা নিয়ম করে বীরভূমের এই বীরের কথা বলেছেন। বলেছেন, চক্রান্ত চলছে। কেষ্টকে কতদিন ধরে জেলে ভরে রেখেছে। কিন্তু মানুষের মন থেকে ওকে দূর করতে পারেনি। অনুব্রতর বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ থাকেও, বিজেপির বহু নেতার বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? আজ পর্যন্ত একটা ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিয়েছেন? ভরা নেতাজি ইন্ডোরের সভায় তিনি বলেছিলেন, অনুব্রত জেল থেকে বেরোলে তাঁকে বীরের সম্মান দেওয়া হবে।

কেষ্ট জেল থেকে বেরোনোর পর উলটে তাঁর জেলা সভাপতির পদটাই তিনি খুইয়েছেন। অথচ যে দু’বছর তিনি জেলে ছিলেন, সেই সময়ে কেষ্টই ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি। তাঁর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মমতা নিজে। বীরভূমের দলের মধ্যেকার গোলমালে তিনি যে কেষ্টকে এগিয়ে রাখছেন তা খোলাখুলি বুঝিয়ে দিতেন তিনি। অনুব্রত মণ্ডল দলের সংগঠনের ওলটপালটে আর সভাপতি নেই। ওই পদই তুলে দিয়েছে তৃণমূল। দলের স্পষ্ট নির্দেশ, জেলায় সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখবে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দেওয়া কোর কমিটিই।

শুক্রবারের সেই নির্দেশের পরেই রবিবার কোর কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন জেলায় দলের চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সেই বৈঠকের মাঝেই এসেছে দিদির ফোন। সেই ফোনে কেষ্টর সঙ্গে সভানেত্রীর কী কথা হয়েছে কে জানে। দেখা গেল নিজে থেকে অনুব্রত জেলায় যে তিনটি কর্মসূচি নিয়েছিলেন তা এ যাত্রায় রক্ষে পেলেও এখন থেকে কোর কমিটিতে ঠিক না করে আলাদা করে কেউ কোনও কর্মসূচি নিতে পারবেন না। কার্যত কেষ্টর মাথায় বসানো আশিসবাবু জানিয়েছেন, এবার থেকে কোর কমিটির বৈঠক হবে মাসে দু’বার।

ঘটনা হল, গত দেড় মাস বীরভূমে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হয়নি। তা নিয়ে কোর কমিটির সদস্যদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। প্রকাশ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ উগরেও দিয়েছিলেন কট্টর অনুব্রত-বিরোধী বলে সর্বত্র পরিচিত কাজল শেখ।

তারই মধ্যে কেষ্টর চেয়ার কেড়ে নেওয়ায় তা নিয়ে জল্পনাও কম নয়। আবার যে সময়টা কেষ্ট জেলে ছিলেন সেই সময় পঞ্চায়েত আর লোকসভার ভোটে দল ভালো ফল করেছে। জেলায় খুনখারাবি, মারদাঙ্গা কমে গিয়েছে। অতএব অনুব্রত ছাড়া বীরভূমের তৃণমূলের কোনও গতি নেই এই ধারণাটাও আর টিকছে না। তাই কেষ্টকে সরিয়ে দেওয়া যায় পদে থেকে। তাই তাঁকে কোর কমিটির ন’জনের একজন করে দেওয়া যায় অনায়াসেই। কেষ্ট আর বীরভূমের একচ্ছত্র নন। তিনি জেল থেকে বেরোনোর পর তাঁর অনুগামীরা অফিসে চড়াও হয়ে অন্য নেতাদের ছবি সরিয়েছেন। কেষ্ট-কাজলের লড়াইয়ে তেমন ভাটাও পড়েনি।

অনুব্রত মণ্ডল কবে থেকে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন, জেলায় দলের পুরোনো নেতারাও তা মনে করে বলতে পারছেন না। তৃণমূলের অনেক নেতার উত্থানপতন ঘটেছে। কিন্তু ভালো-মন্দ কোনও সময়ই আঁচ পড়েনি কেষ্টর গায়ে। কেননা কেষ্টকে পাস দিদি হ্যাঁয়। সেই দিদি কি এবার ‘মাথায় কম অক্সিজেন যাওয়া’ কেষ্টর মাথা থেকে হাত সরালেন? কে জানে কী হয়েছে। শুধু এই বার্তাটুকু জেলায় গিয়েছে, কেষ্ট এখন ক’জনের একজন। এখন এই তৃণমূলের নবরত্ন সভায় তিনি মান সিং হবেন নাকি বীরবল তা সময়ই বলবে। তবে চড়াম চড়াম ঢাক বাজানো নকুলদানা খাওয়ানো সেই বাহুবলীকে বোধহয় আর দেখা যাবে না।

রোহিতের জায়গা নিতে দ্বৈরথে লোকেশ-সুদর্শন

দল ভরসা রাখলে ঠকবে না।

জুনের টেস্ট সফরে ইংল্যান্ডের মাটিতে ওপেনিংয়ের কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি তৈরি। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন লোকেশ রাহুল। অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে খেলতে নেমে ৬৫ বলে অপরাজিত ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংসে বার্তা দিয়ে রেখেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশে।

অবশ্য লোকেশকে ফাঁকা মাঠ দিতে নারাজ বি সাই সুদর্শনও। দিল্লি ক্যাপিটালস-গুজরাট ম্যাচেই পালটা শতরানে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন। অরেঞ্জ ক্যাপের সঙ্গে গুজরাটকে তুলে দিয়েছেন প্লে-অফে। ৬১ বলে অপরাজিত ১০৮-ম্যাচের সেরা সুদর্শন। লোকেশ সেখানে ট্র্যাজিক হিরো।

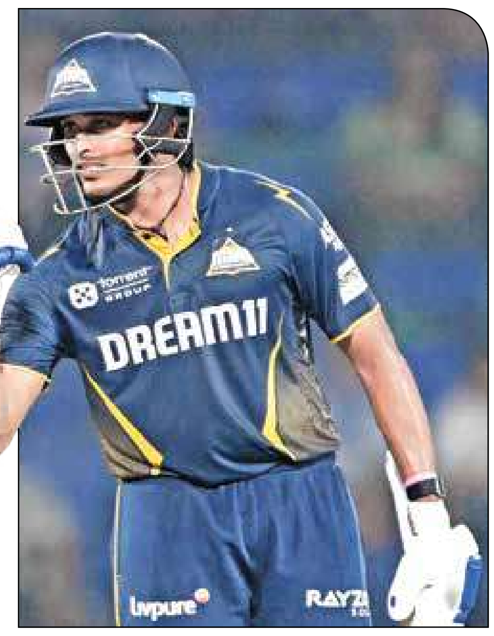

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : লোকেশ বনাম সুদর্শন দ্বৈরথের প্রভাব পড়তে চলেছে টেস্ট দল নির্বাচন, বিলেতের মাটিতে টিম কম্বিনেশন তৈরিতেও। যেখানে চলতি আইপিএলে সবচেয়ে ধারাবাহিক সুদর্শন চাপে ফেলে দিয়েছেন নির্বাচক, হেডকোচ গম্ভীরকে। সর্বাধিক ৬১৭ রানে অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক। তারিফ কুড়োচ্ছে সুদর্শনের নিখুঁত ক্রিকেটীয় শটে ব্যাটিং। টেস্টেও যার সুফল মিলবে, বিশ্বাস প্রাক্তনদের।

৪৯৩ রান করা লোকেশ রাহুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ইতিমধ্যে নিজের জাত চিনিয়েছেন। দেশের জার্সিতে অতীতে ওপেনও করেছেন। সেদিক থেকে ওপেনিংয়ের যুদ্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে কিছুটা এগিয়ে লোকেশ। তবে লোকেশকে মিডল অর্ডারে রেখে সুদর্শন-যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং কম্বিনেশনের ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সুদর্শনের শতকীয় ইনিংস সেই দাবিকে আরও উসকে দিয়েছে।

এখনও দিল্লিকে নিয়ে আশাবাদী অভিষেক

লোকেশের শতরানে ভর করে ১৯৯ রান করে দিল্লি। জবাবে কোনও উইকেট না হারিয়ে ম্যাচ বের করে নেন সুদর্শন-শুভমান গিলের জুটি! দলকে প্লে-অফে তোলার যে খুশির ঝলকই ম্যাচের পর দেখা গেল সুদর্শনের চোখেমুখে। বলেছেন, 'ম্যাচ ফিনিশ করে ফেরার মধ্যে ভালো লাগা থাকে। ব্রেকের সময় মাথায় ঘুরছিল বাড়তি কিছু দিতে হবে। পাওয়ার প্লে-র পর ওরা বেশ ভালো করছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল জুটিটা যতদূর সম্ভব লম্বা করার। জানতাম গোটা ২-৩টি বিগ ওভার দরকার। ঠান্ডা মাথা সেটাই করার চেষ্টা করেছি।'

ভারতীয় টেস্ট দলের সম্ভাব্য অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে পার্টনারশিপ উপভোগ করছেন। সুদর্শনের কথায়, তাঁদের মধ্যে বোঝাপাড়া ভালো। একে অপরের পরিপূরকও। তার প্রতিফলন বাইশ গজে। গুজরাট অধিনায়কের মতে, ছন্দটা ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা বজায় রাখতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের লক্ষ্য পূরণে আমাদের বাকি ম্যাচগুলিতে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। লক্ষ্যপূরণে দলের অন্যতম অস্ত্র যে ওপেনার সুদর্শনের ফর্ম, তাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন।

গুজরাট যখন ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে, তখন দিল্লির চ্যালেঞ্জ (১২ ম্যাচে ১৩) ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। বাকি দুই ম্যাচ জিতলেই হবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির ফলাফলের দিকে। সেই আশাটুকু আঁকড়ে থাকার কথা শোনালেন দিল্লির টপ অর্ডারে বঙ্গতনয় অভিষেক পোড়েল। বলেছেন, 'আমরা খারাপ খেলছি না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিনিশিং লাইন অতিক্রমের জন্য তা যথেষ্ট হচ্ছে না। এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি আছে। দুই জিতলে প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার সুযোগ থাকছে। সেই চ্যালেঞ্জ নিতে হবে আমাদের।'

ইডেনের ভাগ্য নির্ধারণ আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : জল্পনা চলছে। আলোচনাও থেমে নেই। প্রশ্ন একটাই, ইডেন গার্ডেন্সে কি আইপিএল ফাইনাল হচ্ছে?

এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব রাত পর্যন্ত নেই। তবে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি পজিটিভ দিক। মঙ্গলবার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। দুপুরের দিকে ভার্চুয়াল এই বৈঠকের মাধ্যমেই চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার কথা ইডেনের আইপিএল ফাইনাল ভাগ্য। রাতের দিকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না ছাড়া ইডেনে ৩ জুন আইপিএল ফাইনাল হচ্ছে না। তবে সিএবি কর্তাদের অনুরোধের ফল হিসেবে প্লে-অফের কোনও একটি ম্যাচ আসতে পারে কলকাতায়। তবে সেটা কোন ম্যাচ হবে, এখনও স্পষ্ট নয়।

৩ জুন কোথায় হবে ফাইনাল? পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী

গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক

কলকাতায়? নাকি আহমেদাবাদে? ১৭ মে থেকে আইপিএল ফের শুরুর তথ্য জানিয়ে বোর্ডের তরফে যে ই-মেল পাঠানো হয়েছিল, সেখানে উল্লেখ করা ছিল, বাকি থাকা ১৭টি ম্যাচ হবে দেশের ৬টি শহরে। যার মধ্যে কলকাতার নাম ছিল না। একইসঙ্গে বোর্ডের তরফে সেই সময় প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণাও হয়নি। এমন অবস্থার মধ্যে বিসিসিআই সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছিল, ফাইনাল কলকাতার পরিবর্তে আহমেদাবাদে হতে চলেছে। পরবর্তী সময়ে ছবিটা কিছুটা হলেও বদলেছে।

রাতের দিকের খবর, ফাইনাল আহমেদাবাদেই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি প্লে-অফের ম্যাচ আয়োজনের দৌড়ে রয়েছে দিল্লিও।

শ্রেয়সের চোটে চিন্তায় পন্টিং

আগামীবার ঘুরে দাঁড়াবে দল, বিশ্বাস দ্রাবিড়ের

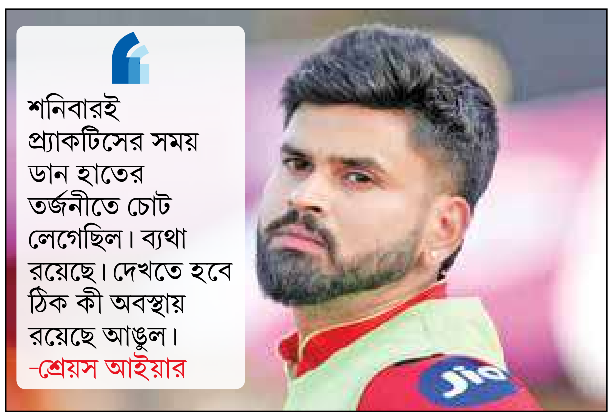

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভালো শুরু করে, ম্যাচের শেষদিকে খেই হারিয়ে ফেলা।

রোগটা কিছুতেই সারছে না। প্লে-অফ থেকে অনেক আগেই বিদায় ঘটেছে। নিয়মরক্ষার ম্যাচে চাপমুক্ত হয়ে খেলার সুযোগ। তারপরও হাল সেই এক। অযথা নিজেদের ওপর চাপ তৈরি করে সহজ অঙ্ক গুলিয়ে ফেলা।

১৩ ম্যাচে মাত্র তিনটিতে জয়। স্নায়ুযুদ্ধের চাপ নিতে পারলে, জয়ের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হতে পারত। পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়াল-বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক শুরুর পরও সেই টেম্পো ধরে রাখতে ব্যর্থ বাকি ব্যাটাররা।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড় যদিও ব্যাটারদের দুষতে নারাজ। বরং বোলিংয়ে অনেক উন্নতির প্রয়োজন, সেকথাই শোনা গেল 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'-এর মুখে। বলেছেন, 'আমরা লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেও ফিনিশ করতে পারছি না। প্রতিটি ম্যাচের পর মনে হচ্ছে বোলাররা হয়তো ১৫-২০ রান বেশি দিয়ে দিয়েছে। নাহলে ফল অন্যরকম হতে পারত।' দ্রাবিড়কে সবথেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে জেতা ম্যাচ বারবার ফসকে যাওয়া। বলেছেন, 'গোটা পাঁচেক ম্যাচ আমরা অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছি। শুরুটা ভালো হলেও লোয়ার-মিডল অর্ডার ক্লিক করেনি এবার। একটি-দুটি বড় হিট এদিক-ওদিক হলে যেখানে ম্যাচের ফলাফল বদলে যেত। কিন্তু আমরা পারিনি।'

তবে ব্যাটারদের শুধু কাঠগড়ায় তোলার পক্ষপাতী নন রাজস্থানের হেডকোচ। দ্রাবিড়ের যুক্তি, 'আমার ধারণা বোলিংও ঠিকঠাক হচ্ছে না। পাঞ্জাব ম্যাচে মোটেই ২২০-র উইকেট ছিল না। ১৯৫-২০০ ঠিকঠাক ছিল। ২০ রান অতিরিক্ত দিয়েছি। প্রায় প্রতিটি ম্যাচে ২০০-২২০ রান তাড়া করতে হয়েছে। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বোলিং প্রত্যাশানুযায়ী হয়নি।'

ব্যর্থতা ঝেড়ে দ্রাবিড়ের চোখ আগামী লিগে। জানিয়ে দিলেন, ভুলভ্রান্তি নিয়ে আগামী লিগের আগে কাজ করতে হবে। ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও উন্নতির প্রয়োজন, তাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তবে দল নিয়ে পুরোপুরি হতাশ হতে রাজি নন।

দ্রাবিড়ের যুক্তি, পরিসংখ্যানে মাত্র তিনটি জয় দেখালেও, গোটা পাঁচেক ম্যাচে অল্পের জন্য হেরেছে তাঁর দল। যার কয়েকটা জিতলে, পরিস্থিতি কিন্তু আলাদা হত। আগামীবার সতর্ক থাকবেন চাপের ম্যাচে স্নায়ু ধরে রেখে ফিনিশিং লাইন পেরোনোর ওপর। দ্রাবিড় আত্মবিশ্বাসী, ২০২৫ আইপিএলের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীবার রাজকীয় মেজাজে প্রত্যাবর্তন ঘটবে রাজস্থান রয়্যালসের।

শ্রেয়স আইয়ারের আঙুলের চোট নিয়ে চলছে জল্পনা। শনিবার প্র্যাকটিসের সময় চোট পেয়েছিলেন। এদিন ব্যাট করলেও, চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি। পরে শ্রেয়স বলেছেন, 'শনিবারই প্র্যাকটিসের সময় ডান হাতের তর্জনীতে লেগেছিল। ব্যথা রয়েছে। দেখতে হবে ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে আঙুল।' রাজস্থান ম্যাচে ৩০ রান করেন। তবে ফিল্ডিং করেননি। শ্রেয়সের বদলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমে ম্যাচের সেরা হরপ্রীত ব্রার (২২/৩)।

শ্রেয়স ইস্যুতে গম্ভীরকে খোঁচা গাভাসকারের

মুম্বই, ১৯ মে : চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক।

যদিও যতটা সম্মান প্রাপ্য ছিল, তার কণামাত্র পাননি শ্রেয়স আইয়ার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ২০২৪ সালে আইপিএল জয়ের পুরো কৃতিত্বটা পেয়েছিল দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। এদিন যে ইস্যুতে ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচকে খোঁচা সুনীল গাভাসকারের।

এক সাক্ষাৎকারে গাভাসকার বলেছেন, 'গত মরশুমে আইপিএল জেতার পরও যোগ্য সম্মান পায়নি শ্রেয়স। সমস্ত কৃতিত্ব পেয়েছিল অন্য একজন। অথচ, সাফল্যের শিখরে দলকে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন অধিনায়ক। শুধু নেতৃত্ব নয়, মিডল অর্ডারে শ্রেয়সের ব্যাটিং ভরসা জুগিয়েছিল কেকেআর-কে। প্রশংসা ওরই পাওয়া উচিত ছিল, ডাগআউটে বসে থাকা (পড়ুন গৌতম গম্ভীর) অন্য কারও নয়।'

পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। সানির কথায়, দলের চলতি সাফল্যের ভাগ একা হেডকোচ রিকি পন্টিং নিচ্ছেন না। কেউ সব কৃতিত্ব পন্টিংকে দিচ্ছেও না। ফ্র্যাঞ্চাইজিও শ্রেয়সকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। অধিনায়ককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান, কৃতিত্ব দিচ্ছেন প্রীতি জিন্টারা। এটাই হওয়া উচিত। গত নিলামে শ্রেয়সকে ২৬.৭৫ কোটিতে বিশাল দরে দলে নেয় পাঞ্জাব। অধিনায়ক ও ব্যাটার (১১ ম্যাচে ৪০৫ রান করেছেন এখনও পর্যন্ত), দুই ভূমিকাতেই যার মর্যাদা রাখছেন।

শিলিগুড়ির মেন্টর ঋদ্ধিমান

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল সার্ভোটেক শিলিগুড়ির মেন্টর হলেন ঋদ্ধিমান সাহা। শেষ মরশুমে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের শিলিগুড়ি ফ্র্যাঞ্চাইজির মেন্টর তথা কোচের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ি। এবার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ঋদ্ধিমান। রাত পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা হয়নি। আজ কলকাতার এক হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ড্রাফটিং হয়ে গেলেও ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের পরিস্থিতিতে স্থগিত হওয়া প্রতিযোগিতা ফের কবে শুরু হবে, সেটা এখনও জানায়নি সিএবি।

হেরেই চলেছে মেসির মায়ামি

ওয়াশিংটন, ১৯ মে : ইন্টার মায়ামির খারাপ সময় অব্যাহত। সোমবার মেজর লিগ সকারে ফ্লোরিডা ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অরল্যান্ডো সিটির কাছে ৩-০ গোলে হেরে গিয়েছেন মেসিরা। এই নিয়ে শেষ সাতটি ম্যাচের পাঁচটিতেই পরাজিত জেভিয়ার মাসচেরানোর দল।

এদিন অরল্যান্ডো সিটির হয়ে গোলগুলি করেন লুই মরিয়েল, মার্কো পাসালিক ও ডাগুর দন। পরিচিত ছন্দে দেখা যায়নি আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসিকে। এছাড়া উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার লুইস সুয়ারেজও ছিলেন নিষ্প্রভ। ফ্লোরিডা ডার্বিতে হারার পর ১৩ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি।

এদিকে লিওনেল মেসি মনে করেন, এখন ইন্টার মায়ামির আসল পরীক্ষা। ফ্লোরিডা ডার্বি হারার পর তিনি বলেছেন, 'খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এটাই আমাদের আসল পরীক্ষা। এখন দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে এই সময়টাকে পার করতে হবে।'

সেইসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে নামার আগে যে কয়টা ম্যাচ রয়েছে, সবকটাই জিততে হবে।'

গোল করেই রোনাল্ডোর ছেলের সিউ সেলিব্রেশন

প্রথম গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুত্রের সিউ সেলিব্রেশন।

জাগ্রেব, ১৯ মে : পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের জার্সিতে ভ্লাটকো মার্কোভিচ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দিনকয়েক আগে অভিষেক হয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোসের। জাপানের বিরুদ্ধে সেদিন গোল না পেলেও রবিবার প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল লেখা হল তার নামের পাশে। ১৩ মিনিটে সতীর্থ কার্লোস মোইতার বাড়িয়ে দেওয়া বল বাঁ পায়ের নিখুঁত ফিনিশে গোলে রাখে রোনাল্ডোর ছেলে। পরে মোইতারই তোলা ক্রসে হেডারে বল জালে জড়ায় জুনিয়ার রোনাল্ডো। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে বাবার মতো তার 'সিউ' সেলিব্রেশনের। নিজের প্রথম গোলটি করেই ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোস কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে ছুটতে শুরু করে। তাকে অনুসরণ করে আসা সতীর্থকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দেয়। এরপর শূন্যে লাফিয়ে দুই পা ফাঁক করে মাটিতে নামার সময় আড়াআড়িভাবে দুই হাত শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনে রোনাল্ডোর ছেলে। এই ভিডিও পর্তুগাল জাতীয় দলের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লেখা হয়, 'পর্তুগালের হয়ে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়ারের প্রথম সিউ।' সঙ্গে আরও লেখা, 'হ্যাশট্যাগ হিস্টোরিনিডসমেকার্স'। বিখ্যাত বাবার সঙ্গে শুধু সেলিব্রেশনেই নয় ঝাঁকড়া চুলের ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোসের মিল রয়েছে খেলাতেও। রোনাল্ডোর মতোই দুই পায়ে সমান সাবলীল তার ছেলে। জাতীয় দলে পরেছেও বাবার মতো সাত নম্বর জার্সি।

এশিয়া কাপ জল্পনা ওড়ালেন বোর্ড সচিব

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সমীকরণ এখন শুধুই তিক্ততায় ভরা। পাশাপাশি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কোনও প্রান্তেই ক্রিকেট ম্যাচ না খেলার ব্যাপারেও একজোট বহু প্রাক্তন ক্রিকেটার। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আচমকাই সামনে এসেছে নয়া তথ্য। সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ থেকে দাবি করা হয়েছে, এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে ভারত। পাকিস্তান থাকার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। আজ এশিয়া কাপ জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। তিনি বলেছেন, 'আজ সকাল থেকে ভারত এশিয়া কাপ ও মহিলাদের এমার্জিং এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে না, এমন খবর রহস্যজনকভাবে সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, এমন খবরের কোনও সত্যতা নেই। এমনকি এমন বিষয় নিয়ে বোর্ডের অন্দরে কোনও আলোচনাও হয়নি। ফলে এমন জল্পনা অর্থহীন।'

১০ কেজি ওজন কমিয়ে নয়া রূপে সরফরাজ

মুম্বই, ১৯ মে : পাখির চোখ ইংল্যান্ড সফর। টেস্ট দলে জায়গা পেতে মরিয়া সরফরাজ খান।

ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর ব্যাট দিয়ে রানের বন্যা বয়েছে। টেস্ট দলে সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন মুম্বইয়ের সরফরাজ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন। তবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে দলে থাকা সত্ত্বেও খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তারপর শরীরের জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছে এই মুম্বইকরকে।

তবে এবার সরফরাজ ফিরছেন নয়া রূপে। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করে গত দুই মাসে ১০ কেজি ওজন কমিয়েছেন তিনি। সরফরাজের বাবা নৌশাদ খান বলেছেন, 'আমরা সরফরাজের খাদ্যতালিকায় বদল এনেছি। ও ভাত-রুটি খাওয়া বন্ধ করেছে। খাদ্যতালিকায় ব্রকোলি, গাজর, শসা সহ প্রচুর শাকসবজি রয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রিলড ফিশ, গ্রিলড চিকেন, গ্রিন টি এসবই বেশকিছু দিন ধরে খাচ্ছে সরফরাজ। মিষ্টি এবং ময়দা জাতীয় খাবার ওর খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।' একসময় বিরিয়ানি খেতে খুব ভালোবাসতেন সরফরাজ। বর্তমানে পছন্দের সেই খাবারও ত্যাগ করেছেন তিনি। শুধু খাদ্যাভ্যাসে বদল করেননি সরফরাজ খান। নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন কড়া অনুশীলনে। বাবা নৌশাদ খান বলেছেন, 'খুব ভোরে উঠে অনুশীলনে নেমে পড়তেন সরফরাজ। দৈনিক ৩০০ থেকে ৫০০টি করে বল খেলতেন। এছাড়া নিয়মিত জিমেও ঘাম ঝরাতেন।'

টেস্ট দলে ঢুকতে মরিয়া সরফরাজ খান।

আপাতত ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় 'এ' দলে ডাক পেয়েছেন সরফরাজ। সেখানে পারফরমেন্স করে টেস্ট দলে ঢোকাই লক্ষ্য তাঁর। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার অবসরের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে। সেই জন্য নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন সরফরাজ।

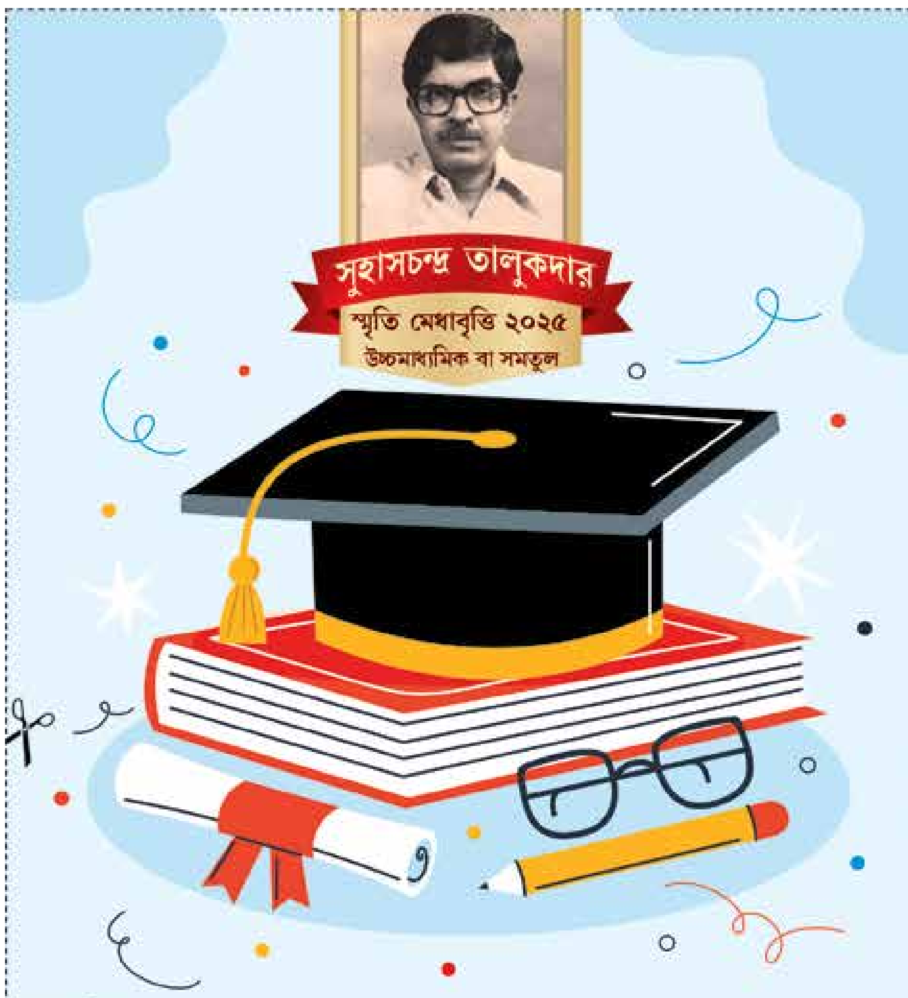

ছাত্র/ছাত্রীর নাম : ....
বাবার নাম : ....
সম্পূর্ণ ঠিকানা : ....
....
যোগাযোগের মোবাইল নং : ....
কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী : .... কোন শাখা : বিজ্ঞান / কলা / বাণিজ্য
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর : ..../.......... শতাংশের হিসাব : ....%
বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থীদের জন্য : জয়েন্ট এন্ট্রান্স / নিট দিয়ে থাকলে তার র‍্যাংক..........
২০২৩ সালে সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি (মাধ্যমিক) পেয়েছ কি? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় : ....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : ....
....
....
....
আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না ● পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে : ১) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ৩) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র ৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন ২৮ মে

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ নিয়ত পরমেশ্বর আস্থায় বলীয়ান হয়ে বহমান হোক তব জীবন প্রবাহ। **'শ্রেষ্ঠ'র** শুভ জন্মদিনের শুভ কামনায় **পরিবারবর্গ**, শিলিগুড়ি।

☺ **স্বপন সরকার** : জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সুস্থ থেকো। তোমার জীবন হোক সুন্দর। ভালো থেকো। উঃ শান্তিনগর, জলপাইগুড়ি।

☺ প্রিয় বন্ধু **তুলাই** জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুই ভালো থাকিস। তোর মনের সব আশা পূরণ হোক। জীবনের প্রত্যেকটি দিন সুন্দর এবং মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। - প্রিয় বন্ধু **মনা**, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

চিন্তা বাড়িয়ে ফের ব্যর্থ ঋষভ

অর্ধশতরান মার্করাম-মার্শের

অর্ধশতরানের পথে আইডেন মার্করাম। লখনউয়ে সোমবার।

৭ রান করে ফিরছেন ঋষভ পন্থ।

লখনউ সুপার জায়েন্টস-২০৫/৭
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৪৮/৩
(১৩ ওভার পর্যন্ত)

লখনউ, ১৯ মে : ইংল্যান্ড সফর থেকে ভারতীয় টেস্ট দলের নতুন সহ অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থের নাম শোনা যাচ্ছে। কিন্তু চলতি আইপিএলে ব্যর্থতার কানাগলি থেকে বার হতে পারছেন না তিনি। সোমবারও সানরাইজার্সের হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে টিম ম্যানেজমেন্টের চিন্তা বাড়ালেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক ঋষভ।

প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন আইডেন মার্করাম (৩৮ বলে ৬১) ও মিচেল মার্শ (৩৯ বলে ৬৫)। ওপেনিংয়ে ১০.৩ ওভারে ১১৫ রান তুলে দলের বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দেন তাঁরা। যদিও লখনউয়ের ভালো শুরুর জন্য 'কৃতিত্ব' দাবি করতে পারেন সানরাইজার্স উইকেটকিপার ঈশান কিষান। ২০২৪-'২৫ মরশুমে রনজি ট্রফিতে ৬৯ উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন বিদর্ভের বাঁহাতি অফস্পিনার হর্ষ দুবে। এদিন আইপিএল অভিষেকে প্রথম বলেই উইকেট পেয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু হর্ষের বলে মার্শের ক্যাচ মিস করেন কিষান। হর্ষের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে ঈশান ফের মার্করামের সহজ স্টাম্পিং হাতছাড়া করেন। সুযোগ কাজে লাগিয়ে হর্ষের (৪৪/১) প্রথম দুই ওভার থেকে ২৫ রান নেন মার্শ-মার্করাম। দশম ওভারে মার্শের আরও একটি ক্যাচ ফেলেন কিষান। শেষপর্যন্ত মার্শকে ফিরিয়ে অবশ্য জুটি ভাঙেন হর্ষই। ওপেনারদের তৈরি মঞ্চে ফুল ফোটানোর সুযোগ ছিল ঋষভের সামনে। কিন্তু এদিন ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বরে নামলেও টানা ব্যর্থতা তাঁর পিছু ছাড়ল না। ১২ নম্বর ওভারে এশান মালিঙ্গাকে চার মারলেও শেষ বলে দায়সারা শটে আউট হন পন্থ (৭)। লোয়ার অর্ডার ব্যর্থ হলেও নিকোলাস পুরানের (২৬ বলে ৪৫) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্যই লখনউ ২০৫/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়।

করোনা ধরা পড়ায় এদিন নামতে পারেননি ট্রাভিস হেড। পরিবর্তে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেনিংয়ে নামা অথর্ব তাইডেকে (১৩) শুরুতেই ফিরিয়ে দেন উইল ও'রৌরকে। অভিষেক ২০ বলে ৫৯ রানের ইনিংসে সেই ধাক্কা সামলান। সানরাইজার্স শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৮ রান তুলেছে। ক্রিজে হেনরিচ ক্লাসেন (২৭) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৬)।

লাস্ট বয়দের টক্করে বুড়ো ধোনি বনাম তরুণ বৈভব

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : গুয়াহাটির বরসাপাড়া স্টেডিয়াম।

৩০ মার্চ প্রথম সাক্ষাৎকারে মুখোমুখি হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস। চলতি লিগের সবে ১১ নম্বর ম্যাচ। দুই দলের চোখ তখন প্লে-অফে। লক্ষ্য ছিল শুরুর সাফল্যে পায়ের নীচের জমিটা শক্ত করে নেওয়া। যদি মাঝের কয়েক সপ্তাহে স্বপ্নের যে প্রাসাদ ভেঙে খানখান।

প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে দুই দলই। প্রথম চারে থাকার বদলে পয়েন্ট টেবিলের লাস্ট বয় চেন্নাই সুপার কিংস। ঠিক এক ধাপ আগে রাজস্থান। ১৩ ম্যাচে রাজস্থানের পয়েন্ট ৬। চেন্নাইয়ের ১২ ম্যাচে ৬। নেট রানরেটের নিরিখে রাজস্থান নয়ে, দশে চেন্নাই।

লাস্ট বয়ের লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে আরও দুটি ম্যাচ। দুটিতে জিতে মুখরক্ষার সঙ্গে আগামীর লক্ষ্যে পালাবদলের ড্রেস রিহার্সালও সেরে নেওয়া অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বুড়োদের দল, তকমা নতুন নয় চেন্নাইয়ের। এবার জুটেছে 'টেস্ট দলের' তির্যক খোঁচা। কুড়ির ফরম্যাটে মাহি ব্রিগেডের মন্থর ব্যাটিংয়ের পর নিন্দুকদের দোষও দেওয়া যাচ্ছে না।

বারবার কম্বিনেশন বদলেও লাভ হয়নি। উলটে যত টুর্নামেন্ট গড়িয়েছে কপালের ভাঁজ বাড়িয়েছে। বেড়েছে বুড়োদের ছুটি দিয়ে নতুন অক্সিজেন প্রয়োগের দাবি। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, আয়ুষ মাত্রে, উর্ভিল প্যাটেল, অংশুল কম্বোজের মতো তরুণদের গত কয়েক ম্যাচে মাঠে নামিয়েছে সুপার কিংস। আফগান স্পিনার নুর আহমদও আছেন। হতাশার মধ্যে আলোর দিশা বলতে ইয়ং ব্রিগেডের প্রচেষ্টা।

মাঠে প্রণাম করে প্রস্তুতিতে চলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের আয়ুষ মাত্রে।

আইপিএলে আজ
চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

রাজস্থান সেখানে একঝাঁক তারকাকে ছেড়ে দিয়ে নিলামে তারুণ্যে জোর দিয়েছিল। যশস্বী জয়সওয়াল, বৈভব সূর্যবংশীরা ভরসার মর্যাদা রাখলেও বাকিরা ব্যর্থ। ফলে জস বাটলারকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল, উত্তর হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। উত্তর নেই যুযবেন্দ্র চাহাল, ট্রেন্ট বোল্টকে ছাঁটাইয়েরও।

সঞ্জু স্যামসন বনাম রিয়ান পরাগ, সঞ্জু বনাম রাহুল দ্রাবিড়-বিভাজনের অভিযোগও উঠেছে দলের অন্দরমহলে। মঙ্গলবার শেষ ম্যাচ। তারপর ২০২৬ সালের জন্য লম্বা প্রতীক্ষা। তার আগে ফাঁকফোকর, ব্যর্থতা চিহ্নিত করা এবং সাজঘরের পরিবেশ ঠিক করার চ্যালেঞ্জ থাকবে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের জন্য।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দ্বৈরথ দুই দলের কাছেই নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও গুরুত্ব পাচ্ছে ব্যর্থতা ঝেড়ে আগামী লিগে সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরার স্ট্র্যাটেজি। প্রথম সাক্ষাৎকারে মাত্র ৬ রানের জন্য হেরেছিল চেন্নাই। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার চার উইকেট ও নীতীশ রানার ৮২ রানের ইনিংসে বৈতরণি পার করে রাজস্থান। আগামীকাল? অনেকে বুড়ো ধোনি বনাম তরুণ বৈভবের টক্কর হিসেবে দেখছেন। ৪৩ বনাম ১৪! ২০১০ সালে প্রথমবার ধোনি যখন আইপিএল জিতেছিলেন, তখন পৃথিবীর আলোও দেখেননি বৈভব!

জল্পনায় ক্যাপ্টেন কুলের ভবিষ্যৎ। চলতি লিগের পরই আইপিএলকে বিদায় জানাবেন, এমন গুঞ্জন শোনা গেলেও নিশ্চিত করেননি ধোনি। উলটে হেঁয়ালি বাড়িয়েছেন। নিন্দুকদের মতে, মাহি-ব্র্যান্ডকে হাতছাড়া করতে রাজি নয় চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজিও।

প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিং বলছিলেন, মাহির নিজস্ব ফ্যানবেস রয়েছে। তিলে তিলে যা তৈরি করেছে। সহজে আসেনি। কিন্তু কতদিন টানবেন ধোনি? আগামীকাল প্রশ্নটা ফের রাজস্থান-চেন্নাই দ্বৈরথে ঘুরপাক খাবে। উত্তর একমাত্র দিতে পারেন ক্যাপ্টেন কুলই।

শিলিগুড়ি দলে আকাশ

কলকাতা, ১৯ মে : আসন্ন বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নিলাম সোমবার হল। নিলামে ৮০২ জন ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছিলেন। সেখান থেকে আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি স্কোয়াড গড়ে নেয়। সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সে সবচেয়ে বড় নাম টিম ইন্ডিয়ার পেসার আকাশ দীপ। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলা সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের সঙ্গে মিথিলেশ দাসকেও শিলিগুড়ি দলে দেখা যাবে। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি প্রো টি২০-তে হারবার ডায়মন্ডসের হয়ে মাঠে নামবেন।

সেমিতে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৯ মে : কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। তারা ৩-০ গোলে হারাল এসএসবি ওমেন এফসি-কে। গোল করেন সন্ধ্যা মাইতি, পানদিমিটি লেপচা ও সুলঞ্জনা রাউল। অপর কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রীভূমি ৫-০ গোলে হারিয়েছে কালীঘাট এসএলএ-কে। সার্দান সমিতি ২-০ গোলে জিতেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিরুদ্ধে। জ্যোতির্ময় এসিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে সুরুচি সংঘ।

নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী গৌরীশঙ্কর নন্দী, পিতা - মৃত শৈলেশ নন্দী, সাকিন - পোঃ ও থানা - কুমারগ্রাম, জেলা - আলিপুরদুয়ার-এর বাসিন্দা। কুমারগ্রাম মৌজার জে.এল নং - ৩৭, ৩৯১৯ নং সাফ কবলা দলিল মূলে (১) সঞ্চিতা দাস, স্বামী - শ্রী সমীর দাস, (২) জয়তী চৌধুরী, স্বামী - শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, (৩) সুজাতা বোস, স্বামী - শ্রী বরুন বোস, (৪) কল্যাণ রক্ষিত, (৫) অরবিন্দ রক্ষিত, (৬) অলোক রক্ষিত ও (৭) অসীম রক্ষিত, সর্ব পিতা - মৃত প্রদ্যুত রক্ষিত ওরফে প্রদ্যুত কুমার রক্ষিত-এর নিকট হইতে সাবেক ৬৫৮ হাল ৭৫৭ দাগ ৫.৫০ শতক জমি গত ২১.০৮.২০১৫ ইং তারিখে ৫০৯ নং সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে অলোক রক্ষিত, পিতা মৃত প্রদ্যুত রক্ষিত ওরফে প্রদ্যুত কুমার রক্ষিত-এর নিকট হইতে আমার মক্কেল ক্রয় করিয়াছেন, এবং আমার মক্কেল উক্ত জমি নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও (B.L & L.R.O) অফিসে যোগাযোগ করিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের পক্ষে একতরফা ঘোষণা হইবে।

(Ranjit Kumar Barua)
Advocate,
Alipurduar Court,
Dist - Alipurduar

অপারেশন সিঁদুর শুরু হতে কেঁপে যান মইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার লক্ষ্যে মাঝরাতে আচমকাই অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল ভারতীয় সেনা। আর সেই ঘটনা অনেকের মতোই কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন আলিকে। ফোন করেন। আর প্রবল টেনশনে রাতের ঘুম উড়ে যায় ইংল্যান্ড অলরাউন্ডারের।

মইন আপাতত নিজের দেশে। আইপিএল ফের শুরু হওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেখান থেকেই আজ মইন তাঁর সেই রাতের সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন।

শেষ ম্যাচ স্মরণীয় করতে চায় কেকেআর

ঘটনার সময় মইন আইপিলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলছিলেন। তাঁর স্ত্রী, সন্তানরা মইনের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছিল অন্যরকম। মইনের বাবা-মা ছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ভারতীয় সেনার অপারেশন শুরুর পরই মইনের বাবা-মা তাঁকে ফোন করেন। মইন বলেছেন, 'হঠাৎ করেই কেমন সব হয়ে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছিলাম না সেই রাতে কী করব। আমি স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ভারতে থাকলেও আমার বাবা-মা সেই রাতে ছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ফলে বুঝতেই পারছেন, সেই রাতে টেনশনে আমার ঘুম উড়ে গিয়েছিল।' ভারতীয় সেনার মিসাইল হামলা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যেখানে হয়েছিল, সেই জায়গা থেকে খুব কাছেই ছিলেন মইনের বাবা-মা। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে মইন বলছেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আমার পরিবারের সুরক্ষা। সেই রাতে সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তখনই ঠিক করেছিলাম, আইপিএল স্থগিত হলেই দেশে ফিরব। আর ভারতে ফিরব না।'

> বুঝতেই পারছিলাম না সেই রাতে কী করব। আমি স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ভারতে থাকলেও আমার বাবা-মা সেই রাতে ছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ফলে বুঝতেই পারছেন, সেই রাতে টেনশনে আমার ঘুম উড়ে গিয়েছিল।
>
> **মইন আলি**

মইনের অনুপস্থিতিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। স্থগিত হওয়া আইপিএল শুরুর পর প্রথম ম্যাচই বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। সঙ্গে শেষ হয়ে যায় নাইটদের প্লে-অফ সম্ভাবনাও। ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ কেকেআরের। সেই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে বদ্ধপরিকর নাইটরা। কেকেআরের প্লে-অফ স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ নিয়েও চলছে প্রবল চর্চা। চান্দু স্যারের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি ছিল কেকেআরের। ২৫ মে হায়দরাবাদ ম্যাচ শেষ হলেই কোচ পণ্ডিতের সঙ্গে সেই চুক্তিও শেষ হবে নাইটদের। আগামী মরশুমে কোচের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে কিনা, স্পষ্ট নয়। আপাতত কোচ পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত অনিশ্চিত।

চল্লিশ পেরিয়েও অদম্য সুনীল ছেত্রী। কলকাতায় জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরের প্রথম দিনে ভারতীয় অধিনায়ক। ছবি : ডি মণ্ডল

মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে শান্তি মল্লিক, জ্যোতির্ময়ী শিকদার ও সৌভিক চক্রবর্তীরা।

স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও আমার ট্রি গ্রুপের উদ্যোগে আজ পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। আন্দ্রে রাসেলের হেলমেট, ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাটিং গ্লাভস, অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের জার্সি, ২০২৪ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের পুরো দলের স্বাক্ষর করা জার্সি, মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি থেকে শুরু করে ক্রীড়াজগতের বহু কিংবদন্তির নানা সামগ্রী নিয়ে আজ থেকে পথ চলা শুরু হল অভিনব এই স্পোর্টস মিউজিয়ামের। কিংবদন্তি অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী শিকদার, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক ও ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী হাজির ছিলেন স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে।

বেনফিকা ছাড়ার ঘোষণা ডি মারিয়ার

লিসবন, ১৯ মে : চলতি মরশুম শেষেই বেনফিকা ছাড়ছেন আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। শনিবার ক্লাব ব্রাগার বিরুদ্ধে খেলার পর এই ঘোষণা করেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে নিজের বিদায়ি বার্তায় ডি মারিয়া বলেছেন, 'এটাই আমার বেনফিকার জার্সিতে শেষ লিগ ম্যাচ ছিল। বেনফিকার জার্সিতে খেলতে পেরে আমি গর্বিত।' রবিবার টেকা ডে পর্তুগালের ফাইনালে বেনফিকা খেলবে স্পোর্টিং সিপির বিরুদ্ধে। এটাই পর্তুগিজ ক্লাবটির হয়ে ডি মারিয়ার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। চলতি মরশুমে স্পোর্টিং সিপির কাছে অল্পের জন্য লিগ হাতছাড়া করেছে বেনফিকা। রবিবার টেকা ডে পর্তুগাল জিতে সেই আক্ষেপ ঘোচাতে মরিয়া থাকবেন ডি মারিয়া। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'রবিবার আরও একটা ফাইনাল। আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করব।'

ইউরোপে ডি মারিয়ার প্রথম ক্লাব ছিল বেনফিকা। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে গত মরশুমে নিজের পুরোনো ক্লাবে ফেরেন তিনি। বেনফিকা ছাড়ার ঘোষণা করলেও পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানাননি ডি মারিয়া।

অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া

শিবিরের শুরুতে সুনীলদের নিংড়ে নিলেন মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : সবমিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের অনুশীলন। তাতেই সুনীল ছেত্রীদের নিংড়ে নিলেন মানোলো মার্কুয়েজ।

সোমবার কলকাতায় হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল ভারতীয় ফুটবল দল। হংকং ম্যাচের জন্য মানোলোর শিবিরে ডাক পেয়েছেন মোট ২৮ ফুটবলার। তবে, এদিন প্রস্তুতিতে দেখা গেল ২৬ জনকে। অনুপস্থিত রাহুল ভেকে ও আশিক কুরুনিয়ান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল রবিবারই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন রাহুলের স্ত্রী। যে কারণে কোচের অনুমতি নিয়েই কয়েকটা দিন পর অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। আর আশিকের মঙ্গলবারই কলকাতায় শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা।

এদিন ঘণ্টা দেড়েকের প্রস্তুতিতে বেশিরভাগটা শারীরিক কসরতের ওপরই জোর দিলেন মানোলো। আসলে আইএসএল শেষ হয়েছে মাসখানেকেরও বেশি। সুপার কাপও শেষ হয়েছে মে মাসের শুরুতে। মাঝের এই সময়টায় ছুটির মেজাজে ছিলেন সুনীল, মনবীর সিং, আনোয়ার আলিরা। বোধহয় সেজন্যই ফুটবলারদের ফিটনেসে সবচেয়ে বেশি নজর দিলেন স্প্যানিশ কোচ। তবে শেষ দিকে বল পায়ে হালকা অনুশীলনও করতে দেখা গেল সন্দেশ ঝিংগান, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের। মোটের ওপর শিবিরের প্রথম দিনেই ফুটবলারদের নিংড়ে নিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ।

অনুপস্থিত আশিক ও রাহুল

শুরুর টিম মিটিং ছাড়াও প্রস্তুতির আগে এবং পরে প্রায় প্রত্যেক ফুটবলারের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে দেখা গেল মানোলোকে। প্রথমবার জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া সুহেল আহমেদ বাট থেকে অভিজ্ঞ সুনীল, বাদ গেলেন না কেউই। তবে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে এবং উদান্তা সিংয়ের জন্য বাড়তি সময় দিলেন জাতীয় দলের স্প্যানিশ কোচ। হংকং ম্যাচই সম্ভবত ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে মানোলোর শেষ ম্যাচ। শোনা যাচ্ছে নিজে থেকেই তিনি দায়িত্ব ছাড়ছেন। এফসি গোয়ার দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাবই অবশ্য এর বড় কারণ। কাজেই ভারতের কোচ হিসাবে শুরুটা ভালো না হলেও জিতে শেষটা অন্তত স্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন স্প্যানিশ কোচ।

১০ জুন হংকংয়ের বিরুদ্ধে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবে ভারত। তার আগে কলকাতায় শিবির চলবে ২৮ মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় কোনও দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন মানোলো। এছাড়া জুনের ৪ তারিখ থাইল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে ভারতের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা উত্তম কুমার রায় - কে 03.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75C 20401 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "অবশেষে, সমস্ত আর্থিক সংগ্রাম থেকে আমার জীবনে কিছুটা স্বস্তি এসেছে। আমার মতো সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানানোর জন্য এর সমস্ত কৃতিত্ব যায় ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পদকজয়ী উত্তরবঙ্গ ভোটবাড়ি সীমা যোগা অ্যাকাডেমির সদস্যরা।

সেরাদের সেরা প্রীতম, শিল্পী

ভোটবাড়ি, ১৯ মে : ধূপগুড়িতে আন্তঃ জেলা যোগাসনে রবিবার দশটি পদক এল উত্তরবঙ্গ ভোটবাড়ি সীমা যোগা অ্যাকাডেমির ঘরে। ছেলেদের বিভাগে সেরাদের সেরা প্রীতম রায়। মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছে শিল্পী বসাক। ছেলেদের ১৮-২৫ বছর বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে প্রীতম, অভিজিৎ রায় পাটোয়ারি ও লোকেশ রায়। মেয়েদের ১৫-১৮ বছর বিভাগে প্রথম শিল্পী। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে প্রথম ও তৃতীয় যথাক্রমে সিরাজ আলম ও ধ্রুবরাজ রায় পাটোয়ারি। মেয়েদের ৯-১২ বছর বিভাগে প্রথম কোয়েল রায়। ছেলেদের ১২-১৫ বছর বিভাগে মঞ্জিল হক সপ্তম হয়েছে।

দেবীপ্রসাদের ৯০

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ মে : কামাখ্যাগুড়ি প্রিমিয়ার লিগে সোমবার রাইজিং এসপি ৩৫ রানে হারিয়েছে ব্যাট বাস্টার্সকে। রাইজিং প্রথমে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুজন মজুমদারের অবদান ৫২ রান। মানস সাহা ৪৫ রান করেন। জবাবে বাস্টার্স ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৬ রানে থামে। অলোক কুণ্ডু ৪২ রান করেন। সিরাজ আলি ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

পরে এমপি ইলেভেন ১২ রানে হারায় বজরং দলকে। এমপি প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবীপ্রসাদ রায় ৯০ রান করেন। জবাবে বজরং ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৬ রানে আটকে যায়। পার্থ দাসের শিকার ১৮ রানে ৩ উইকেট।

দিনের শেষ ম্যাচে চম্বল ইলেভেন ৮ উইকেটে জয় পায় ব্যাট বাস্টার্সের বিরুদ্ধে। বাস্টার্স প্রথমে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৭ রান করে। এবি দিলদার ৫৮ ও বিজু দেবনাথ ৫৬ রান করেন। জবাবে চম্বল ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা করেন সুমন দাস রেখে এসেছেন ৫৭ রান। অভিজিৎ পাল ৫৪ রান করেন।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট ট্রায়াল

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেট বুধবার থেকে মালদায় শুরু হতে চলেছে। সেই জন্য আলিপুরদুয়ার জংশনের ডিআরএম মাঠে অনূর্ধ্ব-১৫ আলিপুরদুয়ার মহকুমা ক্রিকেট দল গঠনের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হল। অংশ নিয়েছিল মোট ১০০ ক্রিকেটার।

ফুটবল দলবদল শুরু ২৪ মে

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য দলবদল ২৪ ও ২৫ মে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তর, ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে হবে। এছাড়াও প্রথম ডিভিশনের জন্য অতিরিক্ত একদিনের দলবদল ২৪ মে হবে।